

খবর ৩৬৫ দিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

শনিবার | ১৪ এপ্রিল ২০১২

বৈশাখী

১ বৈশাখ ১৪১৯

প্রথম দাত্তে

শঁকর
মাহমুদ টোকন

পঞ্চবিজ্ঞ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রমানাথ রায়

নবকুমার বসু

রবিশঁকর বল

বিনোদ ঘোষাল

মিঠাম | সুভ্রত সেন | শেষ দাত্তে | বাংলা রাশিফল



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও ক্ষ্যান : সুজিত কুণ্ড

এডিট : মেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ଶ୍ରୀ ନବବର୍ଷ



PATTON



ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିବାର

ପ୍ରଥମ ପାତେ

ନବହରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରା—କିନ୍ତୁ ମୁଲିତ୍ରା—ଶକ୍ରେର ୫

ବାଳୋଦେଶେ ପହେଳା ବୈଳାର—ମାହୁମ ଟୋକନ ୯

ପ ଏବା ଖଣ୍ଡ

ଠାପ କୂଳେର ଗାହ—ଅଭୀନ ସମ୍ବୋଗଧ୍ୟାର ୧୨

ଆମାର ଶ୍ରୀ ଶେଖାଲି—ରମାନାଥ ରାୟ ୧୯

ର୍ୟାଲି—ନବକୁମାର ବନ୍ଦୁ ୨୫

ମେତନମଙ୍ଗଳୀ—ରବିଶକ୍ରେର ବଳ ୩୨

୧ଳା ରିମେ—ବିନୋଦ ଘୋଷାଳ ୩୭

ମି ଟୋପ

ଫିରେ ମେଥୋ—ସୁରତ ଦେବ ୪୧

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାତେ

ରାଜିକଳ—ମେବାନୁତ ଶାକୀ ୪୮

ପାନ ମଶଳା

ମୁଧାତିଥ ଦେନତ୍ରୁ । ରୌପ ମିତ୍ର । ଦେବଧାନୀ ରାୟ ଘୋଷାଳ ।

ଶ୍ରୀରାମ ମିତ୍ର । ଡାପ୍ସ ମନ୍ଦିର । ଶିଳସମାଦ ସାହେ ।

ଅଲିମ ଚଟ୍ଟାପାଣ୍ଡ୍ୟାର

ପ ରିବେ ଶ ଲେ

ପୂରନ ତୃପ୍ତ

ସୁରତ ଦେବ

ବିନୋଦ ଘୋଷାଳ

ପ୍ରଜନ ଚିତ୍ର । ବାଳୋଦେଶେ ପହେଳା ବୈଳାର ଉତ୍ସବ ରମନ ଘୋଷାଳେ ।

ମାହୁମ ଟୋକନ

ପୁରୋନୋ ମାଝେ ଯା କିନ୍ତୁ ଛିଲ
ଚିରକାଳେର ଧନ,
ନତୁନ ତୁମି ପନ୍ଦେ ତାହିଁ,
କରିଯା ଆହରଣ ।

ଶ୍ରୀମତ୍ସୁନ୍ଦରୀ

ଶ୍ରୀମତ୍ ନଥବର୍ଷ

୧୪୧୯



ଆପନାଦେର ସେବାଯ ଆମାଦେର ୨୫୦୦-ଏରେ ବେଳି ଶାଖାର କର୍ମବୃନ୍ଦ ସଦାଗର୍ତ୍ତୀ ।

ନତୁନ ବଚରେର ଶୁଭେ ଆମାଦେର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରନ ।

ଅଭିପଦ୍ଧତି
ଆପନାର ମାତ୍ର

୧୮୬୫ ମାଳ ଥିଲେ ଜୟତିର ସେଇମ୍ବ ନିମ୍ନୋଡ଼ିତେ

ଏଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ

ବିଦ୍ୟା ଦେବ ଏକ ପରିଷଳ ରା



ALLAHABAD BANK
A tradition of trust

www.allahabadbank.in



প্রথম পাতে



নববর্ষে কিছু চিন্তা, কিছু দুশ্চিন্তা

বাজালি যে মন্ত্র জাত তা তার ইতিহাস বলছে, সুবার জন্য পাঁচশো বছর ধরে তার মেল গেট খোলা, ধার খুশি লোটাকুলেল নিয়ে এসে এখানে বাসসা-বাণিজ্য করো, টু পাইস কামাও, ঘদেন্দে ছড়িতে, মানি অর্ডারে, ইসিএস-এ আমি ঠিকানায় টাকা পাঠাও, স্থানীয় বাবুরা ভুলেও নিন্দে করবেন না।

৩৬৫

নিমনে একটা নিন অন্তর্ভুক্তি বাঞ্ছিলি বিবেদনেসে কেন নিন। ছিল : ২৪২৭ অর্থ উপরোক্ত ছাড়া অন্য সব অন্তর্ভুক্ত বিবেদে যান্ত্র দায়িত্বে এবং শক্তি নির্মাণের কারণে আমার একটা নিউ বেসেল সোসাইটি তৈরি করে চলেছি, বিশেষে বৃধি অভিযান অভিযান আর অভিযান এবং মেই সামে অভিযান, আভিযান। তবে বাঞ্ছিলি যে মন্ত্র জাত তা তার ইতিহাস বলছে, সুবা জন্য পাঁচশো বছর ধরে তার মেল গেট খোলা, যার খুলি স্টেটকুলাম নিয়ে এসে এখানে বাসসা-বাণিজ্য করো, টু পাইস কামাও, ঘদেন্দে ছড়িতে, মানি অর্ডারে, ইসিএস-এ আমি ঠিকানায় টাকা পাঠাও, স্থানীয় বাবুরা ভুলেও নিন্দে করবেন না। এ জাতের মাঝে নিয়েজেক ছাড়া অন্য কাউকে নিয়া করে ন, তাই ন এত বড় জাত হচ্ছে শেরোয়ে, এত সহজে।

করেনে শিক্ষিত ইকোনোমিস্টা টাল টানা বালোর, মূল বিদেশি কর্তৃতের খেকে সং লিভ নিয়ে এ দেশে উপযোগকের কাজ নিয়ে এসে বালুন, কু ইকোনোমি একটাই সকল, বাইরে খেকে অকে কোক এসে কর্মসূলিন তীব্র করে ন তুলে মহানোরূপ প্রয়োগল হয় না। বোৰ হয় সেই কারণেই টিলুলা বছর আগে জাতের ওক খেকেই এই হালনগরের মাঝে খেকে পা পাঁপু সব কিছু চাপানোর নারোপার্টি বারিগতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় সামোহ থেকে আরুষ ধরে রাজবিহু, কুশি,

ঠেঙোরালা, কলের মিশ্রি, চাপুরাশি, শুহুরি সব অন্তর্ভুক্ত হচ্ছের সঙ্গে অন্য মোকাম থেকে আসা হয়েছে। এইটাই কর্তৃত, বিকেন্দ্রিত, অর্থবিদ্যের জৰুরো এই শহরের বিশেষে, ইংরেজি মিডিয়াম ক্যালকটিনগুরা যাকে 'সহজ বালো' ইউএসপি অথবা ইউনিক সেল অপোলিসন বলেন।

তা হলে, এই হালনগরে হসনগুলদের পেশিবান্তা কেনেকোটা কেনেকোটা। সুন্দরী বক্সালনী তিন পাতালী ধৰে বক্সেসেরী মহামানবের জন্ম নিয়েছেন এবং টাঁয়া বালুছেন, মেশের জৰু সৰ্বত্র তাঙ করো, যারা ভোগ করছে সকল, তুমি এই আনন্দসূচনার উপর জ্ঞান পেৰাব তুচ্ছ সাধ। মুক্তিযোগ বস্তুর দ্বাৰা মাধ্যমিক স্ট্যাল নিয়ে এই শহরের সকলক এবং বেসেবকারি অধিকারী কেৱালিৰ পদতোলি ধৰণ কৰে বসে আছে, সেই সঙ্গে কিছু ইলেক্ট্ৰো মাস্টারি ও প্রাইভেট টিলুনি ভুটীয়ে, টাঁয়া জাকে সাড়া নিয়েছেন, কেনে নিয়েছেন, বক্সার তুলেছেন, আরো মেতা আপ্ত সম্ম আপ্ত তুলে তুলে নাম নিয়ে কিন পৰে কষ্টজিত সকল নিয়েক কৰেছেন।

হালনগরে এই জ্যাকেত মধ্যবিত্ত কামোলাৰ পচে নিয়েছেন, টাঁয়া হয় গোৱো পোশাক পৰে কিছাকীছি পরিচালক হচ্ছে জাতের বাসীৰ বৰাকাজন হচ্ছেছেন, নৰুবা মেজ ইন জামানি পদনির্বাচনের কৰেক্ষণৰ বাবে বড় তগবৰ্ষীভূত বিকল হিসেবে



ପ୍ରଦୟମ ଟେଲି କରେଇନ୍। ତାଙ୍କର ସା ହାତୋରେ ତା ତୋ ସବୁଥିବାନ୍ତେ, ଯଦି ଟ୍ୟୁନିଟର ଶାହରେ ନାମ ଟେଇଟେଲ ବୁଝାଇଁ—ନିର୍ମିତ ଅଫ ଫ୍ଲେନ୍ସନ, ଡାରି ନିର୍ମିତ। ଏବେଳାକାର ଶବ୍ଦଗୋଟୀ ମାନ୍ୟରେ ଯାଇ ଯାଇ ଯାଇ ହିନ୍ଦବଳ ଅନ୍ତରେ ଟେଲିବ୍ରାନ୍ସ-ଆର୍କିଭିକେଟ ଯାଦା ଯାଦା କାମାକ୍ଷେତ୍ର ଯାମାକ୍ଷେତ୍ର କେବଳିକେ ଏକ ନର୍ତ୍ତା ଜୀବ ଶେଯାଉଛି, ଯା କଢ଼େ ଆଶ୍ରମ ମାନ୍ୟରେ ଲେଖିବ ବୁଝି ଏବେଳାକାର ଯାମାକ୍ଷେତ୍ର ଶାହରେ ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦକ୍ଷେତ୍ର ନୂହାରିଲା ଶକ୍ତି କରାରୁ।

বছরকার শিল্প আবস্থাকান প্রচেষ্টাতেন, কারণ অতি বৃলা, অভিযান না করে আমাদের নিজেরেখ অবস্থাকান প্রচেষ্টাকেন। আগুন যা উপস্থিতি প্রয়োজন, এই কলনা সংস্কৰণ আগুন যা নিয়ন্ত্রণ করে বলেছেন তা সহী সময়ের প্রয়োবিসে সঞ্চ যত্ন প্রয়োগিতা হচ্ছে। মেরিট এবং প্রয়োবিসের নামক বাস্তিলিকে মিচাগালী কলনালুকে, প্রশংসিত হচ্ছি, কর্ত বিশ্ব জ্যেষ্ঠ মিচাগালী হিসেবে আমরা প্রেরণাকের মুক্তা দেওয়া হচ্ছে। এই ভেতান প্রভৃতি বলেছেন, অভিযান কোটি কোটি পাশের পাশের না, মাঝে মাঝে এক পাশ পরিষ্কারণ আসে, তবে আবার এই অভিযান কুটি পুরুষ কর্তৃত করে দেখা কর পিছু ধোকার না। সদৈবেরা তেজবের, বিশ্ব-মুন্দুলকের কী করে একসঙ্গে ধোকাবে। ডিওলাকের পথি আর পাঞ্চির জন্ম এক বর্ণনা করে কেবল মহো পেটে পুরুষের করো। কোটি কীভু মানুষ প্রিটেন্টের হারিসের নেম বর্ণনা, আবস্থাকান যাবাকে প্রয়োবিত শৰ্পে প্রিটেন্ট হচ্ছে, সাতে কুকুর কলে পেটে নিয়েছে, একসঙ্গে পটল কোরা মানুষের বাবাকে সম্পূর্ণ সুর সবল হতে গোরেনি, অতএকই সময়ে ধূ ধূ জন আত্মে দেখো বিকৃত শালবিনা মহাকাতিত পীড়িতি পেরেছে এবং

ପାହାରେବୀ ଟିକନ ବାଜାର ସାଂଗ୍ରାମ ଶୀଘ୍ରତ ଚଲାଇଛି। ଲିପିତ ଏଥିମତେ ପ୍ରେସ ହରିଛନ୍ତି। ଲିପିରେ ମେଳର ନେତାଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଲିପିରିକାର ହରେ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଅବେ ମାନୁଷ, ଯେ ବାରେ ବୁଝି ବାଲେନ୍ଦ୍ର ନା ମେଳର ବ୍ୟବ ଖୋଲା ଦ୍ୱେରା କୋଣାର୍କ ଏତ୍ତ ବାଲେନ୍ଦ୍ର, ଏତ୍ତ ଲାଲିଫଟରିଟିଲେର ଅବ୍ୟବିର୍ତ୍ତ, ତୁମ ବୁନ୍ଦ ହାତରେ ଶ୍ରୀପାଣି ନାମ ଦେଖେ ଥାଏ—କୌଣସିତେ କାହା କାହା ଆହୁ ଆହୁ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ବରା ନା। ଶୁଣେଲୁ କୁଝ ଯେବେ, ଯେବେ, ଯତନ, ମୁଖଜୀର ନର ଦେଇ ନାହିଁ କିମନ୍ତି ଯହାଣ କିମନ୍ତି ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ ନା। କିମନ୍ତି କାହା ହୁଲ, ଫ୍ରେଞ୍ଚନ ଥିଏ? । ଉତ୍ତର: “ଲୋକେ ମାନୁଷରେ ଥାଏଇ”। ତାପି: “ମୀ ଦେଇ କାନ୍ଦିଲେ ନାହିଁ” ଶର୍ମିତ ଉପରେ, “ଶୈଦ୍ରୁକ ପାଣିଟି”। ଯାକିମିତ ଏକ ଅଳକରା ପାଣିଟି କେବଳ ଯାମିନିରା ଓ ଏହାହିଲି ବିଶ ଲାତକେ ଦୁରୀର ମନ୍ଦର, ତରା

आचार्य अपुमाचतुर जार नेहै समरोहै नावशानवाली दीक्षात्रय
करदेहिलेन, क्षेमसु यस्तु यज्ञनि।

ଯାହାଣି କରୁଣେ, ତାର ପାଦାନ୍ତର ଥିଲା ହୈଯେ, ପାହି-ଯାହୁ ନିମ୍ନ ଧାର୍ତ୍ତ ଦେବ ପାତିଷ୍ଠାନଟରେ । ପାହି-ଯାହୁ ସବୁ ସମ୍ବକଳି ହିଲିଥାଏଁ, ନ ହୁ ପରିଚି ଦୋଷାନ୍ତର ଅଜଳ, ବସନ୍ତ ଶହ କରି ଏବେ କେବେ ଦେଖି ହେବ ହିଲେ, ତୁ କୁଟୁମ୍ବିନ୍ଦୁ ଦୋଷାନ୍ତର କରି ଏକଥାଣା ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିଲାମ ନିରାକାର କୋଣ୍ଠାନି ଥାମେବେ ରାଗ ହରେବେ । ତା ହେଲ ଅକ୍ଷ୍ୟର କଳାକାରାନ୍ତରକୁ ଦେଖି ବାଚିବେ ନିଜୀବେ । ନିଜୀବାତେ ତାର ଯାକାବିଧି ନିର୍ମାଣ ହେବେ । ବିଜ୍ଞାନର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏବେ ବଢ଼ି କ୍ଷେତ୍ରନିରାଜକ ଦୀର୍ଘ ଧାରିତ୍ୱ କରି ଆପଣଙ୍କ ହେବେ, ଏବେ ଯାତ୍ରାକାରୀ ଦେଖିଲାମ ନାହିଁ ।



প্রথম পাতে



বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখ

এ ঘেন সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাক। সাদাকালো দিন। পহেলা বৈশাখের কথা মনে হলে নিজস্ব এমনই একটি-দুটি স্মৃতি জেগে ওঠে। তবে এটিই গ্রামবাংলার আসল সিন। একবারে খাটি বাংলার জীবন, ওই যাপনটুকু মাঝ হেরফের হতে পারে।

মাহমুদ টোকন

খ খাটি খিত শৌচেও বাবার সঙ্গে তাল মেজাতে পারেন না। মাটির রাজা হবে বাবা হাঁচেন। বাচ্চাতে বাজার শৌচ দিয়ে বাবাকে আবার ঘেষে হবে জেলাশহরে। প্রতিবেশী এক ছেলেকে পুলিল থেরে নিয়ে গেছে, তাকে ছাড়াতে। বিস্তীর অগ্রিমে সৰ্বিদ্যে পড়ছেন বাবা। খিতে পিছিয়ে পড়ে। আবার শৌচি নিষ্ঠিতবৃত্তি হলে বাবা হাঁচেন। খেল ১০টার মধ্যেই সীজাতো রেস। ঘেমে উঠেছেন বাবা, শিশুটি। কিন্তু বাবার মূখে বিরক্তি নেই। বাবার এক হাতে চাটেন বাবা, অন্য হাতে সূর্যের ঘাট। তন্মুক্ত সিনে সাম আসত এ সকল হাতে সূর্যের ঘাট। মা কেটে সাইজমতো বালিয়ে নিয়েছে বাজারের জন্য। ব্যাগের মাঝখানে সার কোম্পানির লাল কালিটে দেওয়া গোলাতো শাপ এন্ডও চোখে ক্ষমতে আসে। ব্যাগের ভেতর থেকে লেজ দিয়ে উকি আরে সোমত

ইলিম। এর পরে এ শিশুটিই মায়ের হাতের পারেন খেয়ে নতুন খিলে দেয়া পরিষ্কার জাম গায়ে দাদার কাঁচে চড়ে দিক্কেলে দেয়ার যা। দেয়ে হাতে খালি এবং জিলিপির ঠোঢ়া নিয়ে। রাতে হরতো কোণও কবিগানের আসনে তুল্যন্তু ঢোকে সে বিশ্বাস করে কেবল গলা পোনে।

এ ঘেন সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাক। সাদাকালো দিন। পহেলা বৈশাখের কথা মনে হলে নিজস্ব এমনই একটি-দুটি স্মৃতি জেগে ওঠে। তবে এটিই গ্রামবাংলার আসল সিন। একবারে খাটি বাজারের জীবন, ওই যাপনটুকু মাঝ হেরফের হতে পারে, যাকি সব এক। ব্যজ ঝুঁড়ে তালে ধাক্কা করানার বজ্যন্তৃত উদ্যানের গ্রোটোটাইগ হচ্ছে পহেলা বৈশাখ। এখন সিন খালে গেছে। বৈশুভিত্তি সুনিয়া সূক্ষ্ম অতি নিকটে নিয়ে আসেছে। ব্যবসা চুক্কিয়ে নিয়েছে এ সকল উদ্যাপনেও।



গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে যোগাযোগব্যবস্থায় অভিতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। একেবারে গ্রামের প্রশাস্তা রাস্তাটিও এখন শুধু মাটির বলে আর নেই খুব বেশি।

মে সংস্কৃতি হোক আর পল্জ হোক। যদিও শহরে বর্ণচ উদ্যোগের প্রায়ক চিরমাল করে উঠাতে তার দ্বারণেও বালোর বিশেষ করে বালোদেশের পক্ষেন দৈনন্দিন উদ্যোগ প্রয়োজন প্রায়ে আনন্দিত। এটি হচ্ছে বছর ভুঁড়ে ভালো ধৰণের আনন্দের ভালোভাবে উৎপন্নের সুযোগের। তবে আয়োজনের বর্ণিতাতা বক্ষখনী ঢাক শহরে বিকাশকারী প্রায়বালোর তুলনায়। এবং সকল কাত্তায়ার সকল মাঝুম যে পহেলা বৈশাখ এভাবে পালন করে বা করতে পারে তা-ও নয়। তবে বছরের প্রথম দিন সাধান্বযাচী তালো বাড়োয়া, ধাকা এবং কোকণ বিদ্রোহীবাবে না কড়ামোর মৃদ্ধাবেধ্যুক্ত প্রায় সবাই ধারণ করে বালোদেশে।

আগে কৈশোর বালো যাসের প্রয়োগ ছিল না। কৈশোরকে শীর্ষ মাসে কুলে আমার কৃতিত্ব মোগল সপ্তাটি আকবরের। কৈশোরকে বছরের প্রথম মাস হিসেবে প্রতিষ্ঠাই দ্যু নয়, নতুন আসিসের বালো সমের প্রবর্তন হব তাঁর হাত দ্বার। বহু-মাস-লিন নিয়ে বিভিন্ন কালোজারে গদনগুণের অসামাজিক হিল তখন সৃষ্টি। সপ্তাটি আকবর 'সুবে বালো'র বাজনা আলোরেন সুবিধার্থে নতুন ধরণের 'কসালি' সন-

প্রকরণের নির্বিশেন্ন পদান করেন। আকবরের মজাজাতিকী আবির ফতেহউরাম নিয়াজী এই দারিদ্র পান। ফতেহউরাম সিলিঙ্গি প্রচলিত সব গদনের পজুরির সঙ্গে হিজরি চান্দসনের অনুরূপে সঞ্চারে সিলেসনে আরোহণের বছরের সময়ৰ ঘটিয়ে প্রবর্তন করেন নন্দন সন। পুরোনো পশ্চিম জটিলতা তেওঁ যাসের পুরুষিকাস করেন তিনি। তাতে কৈশোরকে বালো সনের প্রথম জাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর তখন থেকেই মূলত বৈশাখ মাস প্রথম মাস হিসেবে এবং পহেলা বৈশাখ বর্ষবর্ষের দিন বর্ত চিহ্নিত।

গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে যোগাযোগব্যবস্থায় অভিতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। একেবারে আদেশে প্রথম প্রশাস্তা রাস্তাটিও এখন শুধু মাটির বলে আর নেই খুব বেশি। সে কারণে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে প্রতিক মানবিকৰণ। উভয় ঘটেছে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ারও। ফলে ঢাকার যে কোনও প্রকার সরাসরি দেশে পড়ে খুব সহজেই। সে ফ্যানাই হোক আর খেলা হোক। বালোদেশে প্রায় সর্বাই কোনও না কোনওভাবে এবং মূলত আন্তর্নির্মিত। বালোদেশে কর্তৃতানে



বৰ্ষবৰণে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চমক হচ্ছে ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুকলা অনুষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মঙ্গল
শোভাযাত্রা। প্রতি বছর একেকটি বিষয়কে প্রতিপাদা হিসেবে নিয়ে
নানা মৃত্তি ও মুরোশ নিয়ে শুক্র হয় শোভাযাত্রা।

মাছের অঙ্গ এখন ঘাস সর্বত্তই। আর ইলিপ এবং মুছও বালিজিঞ্জী পথের
গানাকেটে। ইলিপ মুর্জিত হলেও অন্য খাব এবং ফল-সরাজ সিঁজেই পার্শ্ব সারে
বালোসেশির। যার কিন্তু কুরার সাথ নেই, তার নিকোনো উত্তোলে অঙ্গট
উদ্বাধনের ঝাপটি লক করা যায়।

ফ্লারবাল্যের ছোট-বড় আর সবল বাবসাহী নিজেরের প্রাণেরে হালুতাত
আয়োজন করে। উচ্চেও পুরোনো শাশওনা হালুমাগাল করা। তবে আগেকার
মতো ছোট পরিমাণ নেই এখন আর। বেল ভাঙ্গাইক এবং অনুষ্ঠানিক আজিন
বেড়েছে। চাকুকলা মঙ্গল শহর এরকমী প্রাণের মালাটি ধরনের
প্রতিষ্ঠানগুলোও এই হালুতাত পালন করে থাকে। বাবসা প্রতিষ্ঠান সজ্জিত
করা, জেতাও মিষ্টিয়ে, টুকুহাসাহী প্রাণ ইতারি এর প্রধান অবসর।
জরু-ট্রান্সের বড় বাবসাহীরা তারকালিপিটি হোটেলেও এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান
আয়োজন করে থাকে। কিন্তু হালুতাত বলতে সেই ছোট বাবসাহীর কলা
চেনে—মেন-শাশওন, ইতা লেপ হিসেবের খাতাটিকে সমুন্দর উজ্জ্বলনের
নির্মাণে ডাকি মারে।

বালোসেশে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ বৰ্ষবৰণের এ মহাব্যাপক

হয় এখানে। সুর্ম ওঠার আগে তকলা লহরার মধ্যে নিয়ে অনুষ্ঠানটি তুর হলোও
বর্ষবৰণের ‘হো’ হে কৈবল্য, এসে এসো’র মধ্য পিয়ে বৰ্ষবৰণের কুক হয়
হেন। হাজার হাজার মনক তত্ত্বালোকে রহন এই প্রতিহাসিনী বাঁচুন্তের
তলা। সময়ের বাবে এই গুন বৈলাখকে তেন সে মূর্জিত বালো মহাবাজার
হিসেবে শীর্ষুরু প্রধান করে। তেন তারা আয়োজন করে। রহনলাল বটমুলে
সারাজনিই সুরীভূত সারুভূতিক অনুষ্ঠান উভারপুনে ও বৰ্ষবৰণের মুণ্ড হচ্ছা।
শাশেই নারকেলেরীয়ি, দেখানে তখন গোকস্তীন্দ্রের অনুষ্ঠান। বালোসেশের
বেনাং ও বেনাং মেলিপিল জানেজ এ সকল অনুষ্ঠান সংজ্ঞার করে
থাকে।

বৰ্ষবৰণে বালোসেশের সবচেয়ে বড় চমক হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুকলা
অনুষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মঙ্গল শোভাযাত্রা। প্রতি বছর একেকটি বিষয়কে
প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিয়ে নানা মৃত্তি ও মুরোশ নিয়ে তুক হয় শোভাযাত্রা। এতে
বিয়ে হিসেবে প্রধান হচ্ছে বাঁচুন্তে কলনও লক্ষ্মীপুজা, কলনও লক্ষ্মীর বাহন গুৰু,
কলনও মৃগু ইত্যাদি। সৌধ, বালি, ঢাকচেল বাজিয়ে এ শোভাযাত্রার চাকুকলার
শোভাযাত্রীসহ সকল ধরনের হাসুৰ। মকল শোভাযাত্রা বাঁচুন্তির মঙ্গলসাধনায়
অনুষ্ঠ হচ্ছে বাঁচুন্ত পাহাড়া শেষালৈ ঢাকার রাস্তায়।





ଢାକାସହ ବାଂଲାଦେଶେର ସକଳ ଶହରେ ଏ ସମୟେ ଇଲିଶେର କଦର ଚରମ । ଅନୁପମ ସ୍ଵାଦ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶେର ଜାତୀୟ ମାଛ ହଓୟାର କାରଣେ ଇଲିଶ ବେଶ ରାଜକୀୟ ମେନ୍ । ଗ୍ରାମେ ଦୂର୍ଲଭ ହଲେ ଏ ଢାକା-ଚଟ୍ଟପ୍ରାମେର ମତୋ ବଡ଼ ଶହରଗୁଲିତେ ତାର ଦେଖା ମେଲେ ସିନି ଓ ଆତ୍ମନେର ସେକେ କୌଜାଲୋ ।

ବରସରୁଥେ ପାର୍ବତୀ ଚଟ୍ଟପ୍ରାମେର ଅଧିକାଳେ ଅଭିବାସୀ ସଞ୍ଜଦାରେଇ ପ୍ରଧାନ ନାମଜିବି ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ । ତାଙ୍କ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟଟିର ନାମ ସଞ୍ଜଦାରବେଳେ ଭିନ୍ନ । ସିନି ଓ ସବାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ରୀତି ଓ ସମୟ ଏକ । ବିପୁଲ ସଞ୍ଜଦାର ଦୈନିକ, ମରମାରୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ଚାକମାରୀ ବିଷ୍ଟ ଓ ତଥାଜାର ବିଷ୍ଟ ନାମେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍‌ଯାପନ କରେ । ଏ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟଟି ସମତଳେ ଲୋକଜନଙ୍କ କାହେ ବୈଜ୍ଞାନି ନାମେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ପରିଚିତି ଜାତ କରେ । ମୁଲ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସଞ୍ଜଦାରେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟର ନାମେର ଆମ୍ବାଜିନ୍ ନିଯମେ ବୈଜ୍ଞାନି ନାମଟି ହେଲେ ବୁଲେ ଜାନ ଗେହେ ।

ଜାତୀୟାମାଟି ଓ ଖାଗଡ଼ା ହାତି କେଳାର ମାରମା ସଞ୍ଜଦାର ଚକମା ହିନ୍ଦୁମାହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବିଦାସୀ ସଞ୍ଜଦାରଙ୍କ କୁଳେ ଏକି ସମୟେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍‌ୟାପନ କରେ । ତଥା ବାନ୍ଦାରବାନେର ବାରମା ଜାଗଗୋଟିଆ ଲୋକଜନ କାହିଁ ପରିଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବରେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କରେ ବୁଲିଲା ପରେ ।

ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ଏତିହୟବାହୀ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯା ଗର୍ଭର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟାମାଟି ଶହରେ ଫିଲାର ଘାଟି ସାମରିତିଭାବେ ତାନାମେ ହେଲା ଯୁଗ । ଗଢ଼ିଆ ମୃତ୍ୟୁ, ଫୁଲ ଭାସାବେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମୁକ୍ତିମେଧ ଗୋଦଳ କରାନେ ଓ ନୂନେ ପରାମରଣ ଅନୁଭବ କରେ ଆବିଶ୍ରାମିତା । ଲୌହ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ାମେ ତୁର୍ମୁଣ୍ଡିତିତୋଳେ କେବେଳା କାରାନୋଦିନ ଧରୀଯ ପାର୍ବନାର ଆୟୋଜନ କରା ହୈ । ତଥି ତିନ

ପାର୍ବତୀ ଜ୍ଞାନର ଶହର, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତ ଏକାକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରେସ୍‌ବନ ପରିବାରେ ସୁଧା-ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ଦିରକାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଗ୍ରୁ ଧରେ ଚାଲେ ଆସି ନିର୍ମାଣ ପାହାଡ଼ି ହଢା ନନ୍ଦି ଓ ବରନାଯ ଫୁଲ ଭାବରେ, ବାଟୁର ଆକିଳନ ପରିପାତ-ପରିଜ୍ଞାନ କରାନେ ବାବା ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ମାନରେ ପରିପାତ-ପରିଜ୍ଞାନ କରାନେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପରିବାର ଉଦ୍‌ୟାପନ କରା ହାତ । ହେଲୋବି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କଲାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମେଳାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବାର ହେଲୁ ।

ଢାକାର ବାଲୋଦେଶ୍ୟର ସଞ୍ଜଦାର କରାନେ ଏ ସମୟେ ଇଲିଶେର କଦର ଚରମ । ଅନୁପମ କାମ ଏବଂ ବାଲୋଦେଶ୍ୟର ଜାତୀୟ ମାଛ ହଓୟାର କାରାମେ ଇଲିଶ ଲେବ ଜାଜିଟୀ ମେନ୍ ପ୍ରାମ୍ର ଦୂର୍ଲଭ ହଲେ ଓ ଚାକା-ଚଟ୍ଟପ୍ରାମେର ମତୋ ବଡ଼ ଶହରଗୁଲି ତାର ଦେଖା ମେଲେ ସିନି ଓ ଆତ୍ମନେର କାହେ କାଣ୍ଡା ଭାତ ଓ ଇଲିଶେର କରନ୍ତି ଏବଂ ବାଲୋଦେଶ୍ୟର ମେଲାମିନ୍ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବାର କଲାକ୍ଷେତ୍ରର କାରାମ ଏବଂ ବାଲୋଦେଶ୍ୟର ମେଲାମିନ୍ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବାର କଲାକ୍ଷେତ୍ରର କାରାମ । ଏଥୁ ପାରନ୍ତା, ଇଲିଶ, ଚିତ୍ତି, ଆଜୁର୍ତ୍ତାକେ କେନ୍ଦ୍ର କରାଇ ଥାଏନ ଯାଟି ଏହ ଏକନିମେ ବ୍ୟାକାରୀତି । ମେଲାମିନ୍ଦର ମେଲିଲ ଭାଗ ବିଭିନ୍ନାଳୀ ସକଳାମେ ପରିବାର-ଇଲିଶର ଜାନ ତିନ୍ଦ ପରିବାର ଏବଂ ପାରନ୍ତା କାହିଁ ଦେଖିଲା ପାରିମ୍ବିନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାଜାର ଅଭିନିତିର କାରାମେ ପେଟିଛି ହେଲେ ଉଠେଛ ପରେଲୋ ବେଳେଥେ ନମ୍ବର ଉଦ୍‌ୟାପନେ ଏକ ଅଭିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ । ତଥି ଏକମେତେ ଏକନିମ୍ବ



বাংলার সাহিত্যকে লেখক হমায়ুন আজাদ ভুলনা করেছেন হাজার হাজার প্রদীপের সঙ্গে। লাল, নীল, সবুজ আবার কালোও। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে রচিত এগুলো। এর একেকটি আলো দিচ্ছে আমাদের। বাংলার সংস্কৃতি এবং এর উদ্ঘাপন এর ধারাবাহিকতায়।

বাংলিশিল্পের প্রভাবটি শুক্র হয়ে যুটো এটে অনেক ক্ষেত্রেই। ইতরেরি আবক্ষস্টি 'শুক্র সবৰ' এমন খবর বিশু তত্ত্ব-কল্পনী যাসন টেনে বাসে, চাক পিয়া পমতা থার, সে এমনের বাসা দেখে কিন্তু না কিন্তু অনুষ্ঠান হয়। কোথাও তা তাঙ্গোত্তৰে আজোহিত, কোথাও যা অসোজাত। তারে সব বিশুর সমে ঝুমী মাঝুরের অধিনীতি, মুচ্যুবোধ, শিক ইতামের বিশুরের প্রভাব থাকে।

পহেলা বৈশাখকে বেছ করে সারা মেশে কিন্তু না কিন্তু অনুষ্ঠান হয়। কোথাও তা তাঙ্গোত্তৰে আজোহিত, কোথাও যা অসোজাত। তারে সব বিশুর সমে ঝুমী মাঝুরের অধিনীতি, মুচ্যুবোধ, শিক ইতামের বিশুরের প্রভাব থাকে। বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত পর্যটন রাখে টুর্প্যারের বলি খেলা, পাঁচেড় সংকুই, অন্যান্য প্রাণ সকল ঝুমীরে পতুলসন্ধান এবং সারাসমূহ প্রত্যেক মানুষকে ঢাক্কুত আনন্দ দিয়ে থাকে। কেবলো এ নীচীতি মৌজা-বাড়িত ও আয়োজন করে হাতে থাকে। নতুন বছরের উদ্বাগনে বিভিন্ন দুর্মুক্ত প্রেম সরব। প্রাণ সকল টেলিভিশন চালুলে, বেভিয়ো এবং পর্যবেক্ষণে বিশেষ আয়োজন করে থাকে। অনেক টেলিভিশন চালুলে নিয়ে অন্যান্যের আয়োজন করে থাকে। গোলাড়া-ইলিম ইউনিভার্সিটি এবং সকল মিডিয়ার হাত থাকে।

মুলিমা ঝুঁতু এবং সিমস বালিম। পলাইফোরের উন্নানের ফলে সব কিছুকেই খাবিজোর মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। এতে বেহু বাবিজ্ঞাও যা তেজনি উদ্ঘাপনাটো ও হাঁজালো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার তাঁর অনুভাবিকতা নিয়ের মুলায়েবাটি ও ধারিয়ে রয়ে। পহেলা বৈশাখেও দেশেরে খাবিজোর উজ্জ্বল উজ্জ্বল। পোকামুকারেও ক্ষেত্রে এক বেশ কালো প্রভাব পড়েছে। ফলে একে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটা প্রস্তুতি হলে সারা বাস্তব। বিশেষ ক্ষেত্রে চাক-কুক

ও পোশাকলিঙ্গে। ইলিম, মিটি, ফল ইত্যাদি সেই প্রাচীনকাল হেতে বাণিজ্যিককারণে মাধ্যমে সাম্প্রতিক দৰ্শ উদ্ঘাপনে প্রিয় কিন্তু সুর্বী হাজ উঠেছে অনেকের জন্য। মেলেকের ফুরুয়া-গুরুয়া, দেয়েকের লাটি-বালোয়ার কামিল-কুর্তা বাংলাদেশের শহরে-গ্রামে সরান জনপ্রিয়। এবং সহজলভাবে ব্যট। আর বাংলাদেশে কাপড়টীরি একমত সামাজিক মানুষের নামাখনে খাবার অপেক্ষা। প্রাণ সুল কানুন হাতিল বিশেষ সুবানি-সবানি বেশোবেশ জন্ম আলোচনা করেক্ষেত্রে রাখে। খেল-সামা হচ্ছে যার ঢাকার প্রাণ থাকে হাতি প্রাণ থাকে এবং সমানকাবে পড়ে।

বাংলার সামিন্দ্রিয়া দেখক হমায়ুন আজাদ ভুলনা করেছেন হাজার হাজার প্রকৃতিগুলো সমে। জাল, নীল, সবুজ আবার কালোও। হাজার বছরের মেলি সময় ধরে রচিত এগুলো। এর একেকটি আলো বিশেষ আলোমোহো বাংলার সংস্কৃতি এবং এর উদ্ঘাপন এবং মানবিকতা। কোথাও আসামেছে, বোধিও প্রাণ, কেবলো কোথাও যা অক্ষর। সেই অক্ষরই আবার আবাসের নতুন আলোর সজ্ঞা নিয়ে, উদ্ঘাপন করণ ও প্রান্তিত ও আলোকন্ধন হচ্ছে উঠে। অন্যদি শৈলী থাকে থাকে শেখ মহিলেরে।

বাংলার নববর্ষের ওভেজা সকলের জন্য। শারা পৃথিবীর জন্য। আর সেই বায়ুর সঙ্গে শিখতি বেশ প্রতিটি ধরে পিণ্ড হচ্ছে বেরে। সে মেল থেকে দেখে একত্র আলন্দ নিয়ে তুচ্ছিন্দের বাঁচিবাহক হচ্যে।

শুভ সবৰবৎ।





প ধ্ব ব্য জ্ঞ ন



প্রিয়নাথ রাতে লেখেন না সুজি জানে। তা ছাড়া প্রিয়নাথের
বয়স হয়েছে। তাকে প্রবীণহই বলা চলে। সাধারণত
আন্ত্যসচেতন মানুষ প্রাতঃভ্রমণেই বের হয়। কিন্তু প্রিয়নাথ
সকালে লেখেন বলে তার প্রাতঃভ্রমণে যাওয়া হয় না।

চাঁপা ফুলের গাছ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রি

যন্নাথ জানেন, রাত মধ্যটা বাজলেই সুজির দেশ করার
বক্ষে। প্রিয়নাথ রাতে লেখেন না সুজি জানে। তা ছাড়া
প্রিয়নাথের বয়স হয়েছে। তাকে প্রবীণহই বলা চলে।
সাধারণত আন্ত্যসচেতন মানুষ প্রাতঃভ্রমণেই বের হয়। কিন্তু
প্রিয়নাথ সকালে লেখেন বলে তার প্রাতঃভ্রমণে যাওয়া হয়
না। তিনি তার শ্রদ্ধকর্তাটি বিবেচেই সারেন। তিনি বিবেচেও
বলা যায় না, বরং সূর্য অঙ্গ যাওয়া মুখে বের হন। খালগড়
ঘরে ইঠিতে থাকেন, তিনি পার হালেই সন্টকে, সন্টকে

যান্ত্রায় বিগাকে পড়তে হয় না। কারণ যান্ত্রজ্ঞ এবং
ট্রাম-বাসের হচ্ছেড়ি থাকে না। সুজি নিজেই না ধূকটোও
যান্ত্রজ্ঞের বিকল যাতায়াত তার প্রয়ালের পক্ষে আয়োব্যায়ক
হয়।

সে যাই হোক, তিনি তখন খুবই হালকা থাকেন। সকালের
নিয়মিত লেখার কাজটি সারা, বরং এই সময়ই তিনি নিখিলেন
তার চরিত্রের সঙ্গে বোগায়োগ রাখার চেষ্টা করেন—যে
সঙ্গে নিয়ামিত করেছেন, তা ব্যবধাত কিনা এ-সব সংশ্লেষণ



বছানায় এসে বসলেই সুজিপ কথা মনে হয়। বনেদি বৎশের মেয়ে। দীর্ঘায়ী
এবং শরীরে তার আশ্চর্য লাবণ্য। গতকালেই জানিয়েছে সে কলাপন্থের
আটামিক রিসার্চ সেন্টারে বদলি হয়েছে। সে এখনও ওছিয়ে বসতে
পারেনি। অফিসার্স কোয়ার্টারগুলো সবই দোতলা বাড়ি।

ঠাকে পড়ে যেতে হয়।

মিলতে সিদ্ধে ঠাকে রাত হয়ে যাব। সুর্ব কাত হতে পড়ে তিনি দাঢ়ি কুচেলে।
বালকলিঙ্গ ছিলকামে প্রথম বিজ্ঞান সেন, চিঠিপত্র এবং সৈনিক কাগজ টিপ্পয়ে
সুর্ব সাজিয়ে রাখে। হাত-মুখ ধূরে দেলিন ব্যবহার পড়েন। চিঠিপত্র পড়েন।
মুখে এক কাল লিকোর চা লিয়ে যায়। তালুর কানাজীর কোরেও থাকে বাবু
সাড়া পেলেই সে মৌকে আসে। রাতে তিনি খুব জরুরি না হলে নীচে নামেন
না।

বাড়িতে নিমতল পিলিয়ে মেলা ঘর। লোকজনও শূরু। তার একটিটাই
এখন মনে হয় প্রিয়নাথের কেউ বিশ্রাম করাতে চায় না। দোতলার ডাইনিং হলে
নেমেকেও স্বত্ব সহে ঠাকে দেনে হয়। মানা বক্সের কথা হ্যাঁ এবং ততে
ততে রাত দশটা।

তখনই সুজি বোঝ হয় নড়েতড়ে বনে। সৈই কবেকার পাতিকা এবং প্রণয়ী।
সুজি ঠাকে পৌঁছে নেয়। ঠাকে সেগুলো প্রতিকৃতি নিয়ে করে যাব। নীর পটিল
বক্সের আগে ঠাকে ঝীকুন ধেয়ে সুজি হারিবাতি—তিনি জানিয়েছেন,
তিনি বিবাহিত। এবং পাশে সুজির প্রথম করা সত্ত্ব নয়—ছেলের বুক হয়েছে,
ঠাকে লুক এবং তামুরগাঁও তঙ্গীয়াক প্রশংস করা সহে নয়, আবার প্রকাশন,
সমাজ এবং সামাজিক বক্ষলও অন্তর্ভুক্ত করাতে পারেন না।

ঠাকে হোক, এ তো যাব কথা। এই নারী পটিল বক্সের ধরে অন্তর্ভুক্ত আছে।
সে মেধাবী ছানী, সে সরকারি বড় চাকুর। কেবাসৈ প্রিয়নাথের সেগুলো প্রকাশ
হোক, আজও সে তা সংশ্লিষ্ট করে পারে। এই দেশগোষ্ঠী থেকেই তার মেন
এক অস্বীকৃতি অবিকার কাব্য গেছে।

বিছনায় এসে বসলেই সুজিপ কথা মনে হয়। বনেদি বৎশের মেয়ে। দীর্ঘায়ী
এবং শরীরে তার আশ্চর্য লাবণ্য। গতকালেই জানিয়েছে সে কলাপন্থের
আটামিক রিসার্চ সেন্টারে বদলি হয়েছে। সে একবার ওছিয়ে বসতে
পারেনি। অফিসার্স কোয়ার্টারগুলো সবই দোতলা বাড়ি, যাত্র সামাজিক এবং কাটে
যুদ্ধের বাকান। তার বাগানে একটি ঠাণ্ডা ফুরের গাছ আছে। এবং জানিয়েছে,
জান্তুরিটাঙ্গা নয়, পাহাড়ি পুরুষ গাঁ। দোতলার বাগানের বৰ্ষাটাপুর
য়ালে সে যে আমোদিত হয়, আগ জানিয়েছে। অসূরা এই মুক্তীয় একা একা
থাকাটা প্রিয়তম যে পূর্ণ করেন না সুজি জানে, তার এক কথা—অসারও
তো বাস করে ছেলে না। মিলিশাওড়ি ন হই, শাশড়ি হতে কিংব আটকো
না—সেখান থেকে ন রাখেন।

অসারও সুজি ঠাকে মোবাইল মন্দবাটি জানে—এবং আজকাল সে
ল্যাপটপাইনে হোমই করে না, দেন একেই তার প্রথম কথা—বাউল কেনেন
আছে?

ভাসা।

এ অস্বীকৃতি তো সামাজিক নয়, আপনি কী করাতে পারেন।

সেই। দুর্বারোগী বাপি। কখনও বাড়ে, কখনও কয়ে, কখনও নিরাময় হয়ে
যায়।

আপনার যাবে আসে না?

আসবে না কেন। শীর্ষের বাস কথা।

তিক।

শীর্ষের হলে কথা, অথব সেন্টেন্স, বটিলি সময়ের বাতিলাতনিদের নিয়েই থাকেন।
যাতে তারে যাবে আলাম থাট, অবহা অপনাম ভালো লাগে।

সুজি দীর্ঘ পটিল বছরে প্রিয়নাথের পরিবারের সব ব্যবহার করে। এই সবই যে
মানুষ কথা আও বেলেন প্রিয়নাথ, ঠাকে আসল কথা ওকাই হয়েনি।

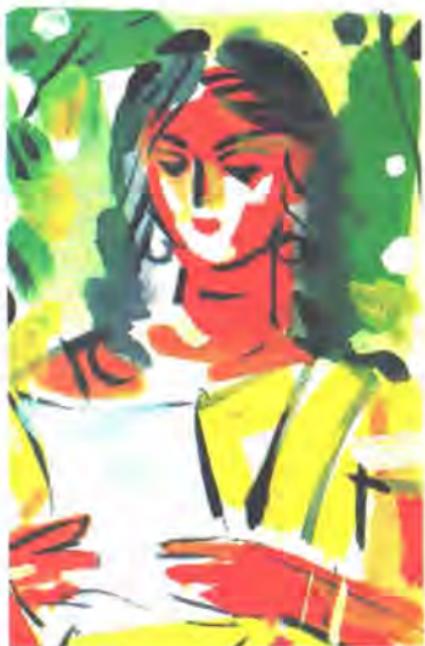
প্রিয়নাথ আর জানেন, সুজি, তোমার কুইকের স্যোজ্য আজ কাব বাও।

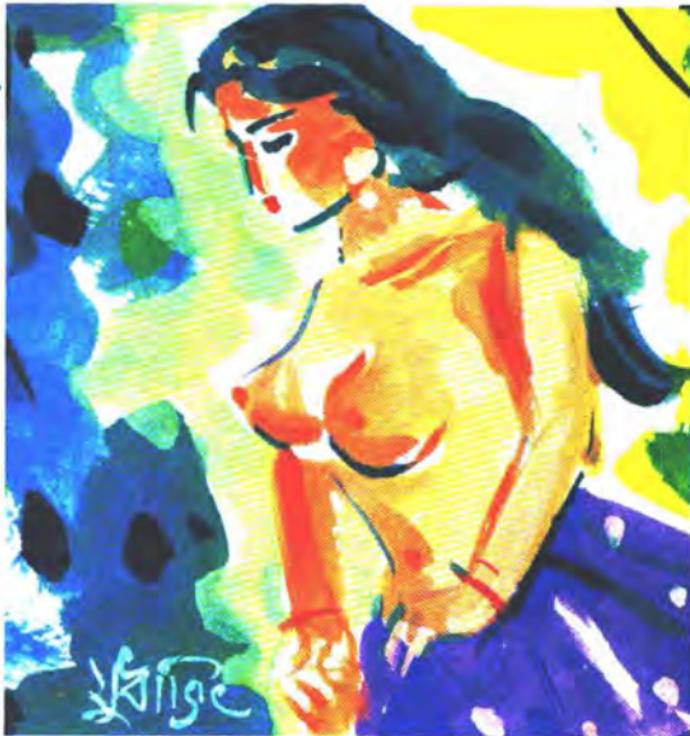
সুজি বেজতি গলার বকল, আসলে আজকের রাতে আপনি আজকে সঙ্গে
নিয়ে রাখিন না।

না, তা না। পটিল বছরের স্ফূর্তি, কুলি কী করে!

পটিল বছরের স্ফূর্তি নয়, ব্যুন আয়াসের বিজ্ঞেন্তাল পটিল বছর ধূর্ঘ হল।
প্রিয়নাথ জানেন, একবার বোন করেন সে সহজে ছাড়ার পারী নয়। অগজ্ঞ
বকলে, তিক আছে বলো।

আগন্তর গৱের শেষ দুটো জাহিন পড়ছি। বোন গৱের, গাঁজার নাম কি বলতে
হবে?





'ଆজ କାହିଁନ ଥେକେ କୀ ଯେ ହେଯେଛେ କନାର । ମେ ଫାଁକ ପୋଲେଇ ଜାନାଲାଯା ଏମେ ଦୀଡାଯା । ଏଥାନ ଥେକେ ଗଲିର ମୁଖ୍ଯଟା ଦେଖା ଯାଯା । ଗଲିଟା ବଡ଼ ରାତ୍ରାର ଗିଯେ ପଡ଼େଛେ, ତାରପର ରାତ୍ରାଟା ଗିଯେ ପଡ଼େଛେ ଟ୍ରାମ ଲାଇନେ ।

ବଳୋ ।

ଆମି ଗଡ଼େ ଶୋନାଇଛି । 'ମାରୀ ଏହି ଜାନାଲାଟ ଚାର ସର୍ବତ । ଚିଠିଟା ପଢ଼ିତେ ପଢ଼ିତେ କେନ ଯେ କନାର ଚୋଥ କଲେ ଭିତ୍ତି ଉଟିଲ ।

କେବଳ ମନେ ମନେ ବଲାଇଲ, ଓ ତୋ ନିଜେର ଇହେତ୍ର ଦାୟ ଦେଇଲି । ଓ ତୋ କୀ ଦେବ ମାସିଯା ।'

ବଳାତେ ପାରିବ ନା । ଶ୍ରେ ଶ୍ରେ ଗାଇ ଶିଥେହି । କେନ ଗାଇ କୀ ଲିଖେହି, ଏହି ପ୍ରୌଢ଼ ବଳାଟେ କାହାର ଧାତନ କରିବ ନା ।

ଶୁଣି ମୁଖି ହେବେ ବଳା, ଆମର ତୋ ମନେ ହୁଏ ଏଠା ଆପନାର ନିଜେର ଭୀବନେରେଇ ଝଟନା । ନା ହାମେ ବିଲିଙ୍ଗତୋ ଏତ ତାଜା ହୁ । ତିକ ଆହେ, ମନେର ପ୍ରଥମ ତିନାଟି ଲାଇନ ପଡ଼େ ଶୋନାଇଛି । ଶୋନାଇ ।

'ଆଜ କିମିନ ଥେକେ କୀ ଯେ ହେଯେଛେ କନାର । ମେ ଫାଁକ ପୋଲେଇ ଜାନାଲାଯା ଏମେ ଦୀଡାଯା । ଏଥାନ ଥେକେ ଗଲିର ମୁଖ୍ଯଟା ଦେଖା ଯାଯା । ଗଲିଟା ବଡ଼ ରାତ୍ରାର ଗିଯେ ପଡ଼େଛେ, ତାରପର ରାତ୍ରାଟା ଗିଯେ ପଡ଼େହେ ଟ୍ରାମ ଲାଇନେ । ଏହି ରାତ୍ରାଯା ମେ ବେନ ତିକ ଆସବେ । ତାର ଚିତି ଶେଷେ ଯାନିକିଲା ଆସିବେ ନା, ହାନ ନା । ଯାନ ନା ଆସେ,

ଅପରାମେ ମୁଖ ବିଶର୍ଦ୍ଧ ହୁଁ ଯାଯା ।' ବଳୁନ ଏହାର ଗାଲେର ନାମ କୀ ? ବିଳ ମନେ କହିଲେ ପାରିଲି ନା । ଅର୍ପଣାର ଗାଲୁ ଉପରାମ ଲିଖେଇ । କୋଥାର କାର କୀ ନାମ ରେଖେଇ ବଳା ସମ୍ମର ନାହିଁ । ଆମାକେ ଏତାବେ ବୋକ ବନିଯିଲେ ତୁବି ଯେ କୀ ଆମି ପାଣ ବୁଝି ନା ।

ଆଜା, ଆରା କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ପଢ଼ି ଯାହି—'କେନ ମେ କନା ଚିଠିଟା ଲିଖିଥିଲେ ଗେ । ଯାନିକିଲା କୀ ନ ଭାବବେ—ଚିଠିଟାର ଭାବା ତାର ମୁଖ୍ସ । ମେ ତୋ ଯାଇଗ ବିଳୁ ଲୋଖେଲି । କମିଲିନ ଯାନିକିଲାକେ ଦେବ ନା । ମେହି କବେ ପିସିଯାର ବିମ୍ବେଟେ ଯାନିକିଲା, କୁଳରାଣି, ଅଭଯାନେସୋ ଏସେହି—ମେହି କବେ ତଥନ ମେ କୁଳ ସିରେ ପଢ଼େ—ଯାନିକିଲା କୁଳ ନାହିଁଲେ ପଢ଼େ—ମେହିର ଯାହିଲିଲେ—ଯାନିକିଲାର ସମେ ମେହି ପ୍ରଥମ ଦେବ—

ମେ ତଥନ ବାଲିକା—ଧ୍ୟାଣ, ବାଲିକା କଥାଟି କେନ ହେ ଭାବା—

ମେ ଯାନେ ଯେ ଯୋଦେଇ ଜାଗଲିକା ଦେଲି ଥାକେ । ମେ କେନ ଯେ ମୁଖି ଯାନିକିଲାର ସମେ ତଥାଇ ବନ୍ଦତେ ପାରେନି । ଯା ବଳା, ଏହି କୀ ରେ, ଭାବ ଯାନିକିକେ ।

ଆମି ପାରିବ ନା ।



কীসের প্রত্যাশা জীবনে জেগে উঠেছে, বোঝায় কী করে।

আশচর্য এক প্রত্যাশা।

সবুজ ঢীপের মতো সমুদ্রের গভীরে জেগে উঠেছে।
সুজি বলল, আজ্ঞা, আরও কিছু সংকেত আপনাকে পাঠাইছি।

প্রাপ্তি না কেন? ভেকে যে, সংকেতের ব্যবহার থেকে নিষে বস।

তৃষ্ণি ললো গিয়ে। অমি প্রাপ্তি না।

সংকেত উক্তাও এবং বিতরণে তখনই কি মনির দু'শাড় কালবনের চায়া জেনে উঠেছিল।

সুজি একটু ধোয়ে বলল, কী মনে পড়তে!

ঠিক মনে পড়তে না সুজি। তারে আবার সেই ধেনে আসা জীবনের ব্যবহার এবং এমন খটনা সৃজ হয়ে আছে কি না বুঝতে পারছি না।

সুজি বলল, সেবকরা তে বাসন্তের বাসনে গর দেখে জানি। সে-সব জেবা পড়তে ঘোঁষ যাব। আজ্ঞা, আগন্তন এক ব্যাসে কি এমন কোনও আঙীয়ার খবর আছে বেশানে আগন্তন সুর সম্পর্কের আঙীয়ার সঙে রাখিস্ত হচ্ছেনে?

গ্রিফনবাব বললেন, এটা শুন্ধি আবার কোথা ভাবছ কেন, সবাব বেলাটোই হোল্টনা তৈরি হয় একাবেই—নিষিট আঙীয়া-আঙীয়ারা না থাকলে জীবন যে রাজ্যব্যবস্থার বাব পাব না, সেটা প্রাপ্তি বোধ।

সুজি বলল, আজ্ঞা, এমন কোনও বাক্তিতে হিলেন, যে বাক্তির বাজা গিয়ে প্রায় লাইনে পড়তেছে, অবশ্য আগন্তন কোনও আঙীয়ের বাক্তি—সে-সব জেবে সেখেলেও গোলাপুর নাম মনে পড়তে পারে—কী, অমি ঠিক বলিনি—
আজ্ঞা, পরেরকাল পড়ে শোনাবি—মা ভাকল, কী তে কুলে বাবি না, সেই ধেনে সীড়িয়ে আছিস। কী বেছিসি:

কুনা বলল, বাজি তো।

কুনা ভেতরে কেন যে কায়া পাব। প্রত্যাশাপূর্ব না হলে এমন কায়া আবার হয়েছে। সে নিষিটোই তাবল জীবনের প্রত্যাশা।

জীবনের প্রত্যাশা জীবনে জেগে উঠেছে, বোঝায় কী করে।

আঙীয় এক প্রত্যাশা।

সবুজ ঢীপের মতো সমুদ্রের গভীরে জেগে উঠেছে।

সুজি বলল, আজ্ঞা, আকত লিঙ্গ সংকেত আগন্তনে পাঠাইছি। দেখুন গভীরা নাম মনে করতে পারেন কি না।

বলো।

একমিন জন দেখল, তার মা বিছানাট পড়ে কাকে তিটি লিখছে।

জেবে বুলায়িসিক। মিষ্টি জয়েটে চাল পেয়েছে। সুরক্ষাটা সবচাইতে শিরেছে। অমিকেটে।

বুলায়িসি মার দুর্দল সঞ্চারের লিপিবন্তো বোন। কিন্তু আবেদ ক্ষয়ানাতা ওনলে মনে হয় কেব হাতের নিষেকী বোন। এই ক্ষয়েট মালি সেবারে কপিল ধেকে পেছে। বানিকলা যাসেনি। পড়াশোনার চায়া বলে নিয়ে আসেনি। তবে মালি কুণ্ডলাটা অক্ষয়ান্তা হচ্ছে আবেদ। অক্ষয়ান্তা মালি বড় হয়েছে বলে মুলসুল শহুরে তার বেলি লিম মন টেকে না। কলকাতাট এবে মালি এখনে আসেই—গোচ-সাট লিলও থেকে যাব।

এখন দু'জনে সারাবিন হাসিটাটায়, হোটবেলার সব স্বত্তির কথা—কবে মোকাবিকাল গার্ডেনে বিবৃত করতে গিয়ে যা হাসিয়ে গিয়েছিল—এখন কুন্তন কী ভাবতি না লাগে। মালেকাণ এক ব্যাসে হারিয়ে যেতে কালোবাসে। তার বি এখন সেইবাস, হারিয়ে যাওয়ার ব্যাস। কুনা এখন তাবাবেই হচ্ছেছিল,

অ মা, অমিও চিঠি লিখব।

কাবে?

মালিকবাবকে।

লেখে না, ধামে ভরে দেব।

সে হাত-পুষ্প ধূতে কুলের ইউনিফর্ম পাস্টে তিটি লিখতে বসে দেখল, একটা আহিনেও মাধার আসছে না। তবু একটা শব্দই মাধার সুরপতি বাজে—কন্যাকূলেশন। অভিনবন। ধূল, এ আবার লেখা যাব নাকি। পাতা পোক কথা। চিঠিটা পড়েই মালিকবাব হাসবে। তাবাবে কুনা ধূব দেখাবি পেকে গেছে। তাঁলে কী দেখা যাব। পড়ার টেবিলে বসে কাববিল কী দেখা যাব। তার কাববিল কেমন সংকেতে পড়ে যাব।

মালিকবাবে কেমনের এ চিঠি দেশের সব হল কেন বালু। কুলিন তো দেখে না।





সে যেমন রাতে বিছানায় একা এপাখ-ওপাখ করার সময় ভাবে, মানিকদার সেই সরল চোখ,
সরল মুখ, চেয়ে থাকলে মনে হয় ভেতরের সব কিছু দেখতে পায়। প্রথম ঘেবারে ঝুনা সেই
মফস্সল শহরে বেড়াতে গিয়েছিল, মাসি মানিকদাকে কিছুতেই টেনে আনতে পারেনি।

মানিকদা তো এর মধ্যে দু'বার তার মায়ার বাড়ি
এসেছে—অচ এখানে আসেনি।
তৃষ্ণ সংগীর্জন হচ্ছে।
তবে আমিই যা এত কাছের মনে করব কী করে! তোমার
এত অহঙ্কার, আমার অহঙ্কার থাকতে পারে না!
তার অক্ষেত্রে মা এসে বাস, হ্যাঁ তোর চিঠি।
চীমের চিঠি: ধূম, এমনি বলেছি।
লিখে ফেল দুটো লাইন, মানিক ধূশি হবে, ওর বানা-মা ধূশি
হবে।

লেখক, মনে পড়তে একার।
ঝীঁ, চেনা ভগৎ।
তবে গজের নাম বসুন।
মায়া মনে করাতে পারছি না।
সেই চেনা জগাতে কী দেখতে পাইছেন?
লেখক, অপনার জাতারে আরও বলছি, কল্যা সেজাসুজি
বলেছিল, 'না মা, আমি কিছু লিখতে পারব না।
এই মে বললি হৃষি চিঠি দিবি।
ও এমনি বলেছি। অমার খেয়েস্যে আর কাজ নেই—আমি



কীদের প্রত্যাশা জীবনে জেগে উঠেছে, বোঝায় কী করে!

আশৰ্য এক প্রত্যাশা।

সবুজ দীপের মতো সমুদ্রের গভীরে জেগে উঠেছে।
সুজি বলল, আজ্ঞা, আরও কিছু সঙ্গেত আপনাকে পাঠাচ্ছি।

চিঠি লিখতে কথা কেন?

লিখলে সোবের কী?

কথা কেন উঠে মা। আমার ইচ্ছ করছে না।

আসলে বে কলা বলতে তেমেশি, মনিকনা কত বড় হয়ে গেছে—আমারও
মে অর হটেপুটি করার বক্তব্য নেই মা। তুমি সেৱে বৃক্ষতে পাঠো না কত বড়
হয়ে গেছি।

কলা লেখল মা চলে যাচ্ছে। সে আনালার নিচে গাঁড়াল। আনালার গাঁড়ালে
কত কথা হে মনে পড়ে। আকর্ষ সব কথাবাক্তা মনের মধ্যে আলোড়ন
হৃত্তে—সে কানে মনিকনা গাঢ়ুক, কথা কয় বলে। মনিকনা কি তার কথা
কাব্য—

মে যেনে রাতে বিছানায় একা এগুল-ওগুল করার সময় আবে, মনিকনার

সৈই সরল চোখ, সরল মূল্য, চেয়ে ধৰেলে মনে হয় কেতুরে সীম কিনু দেখতে
গো। প্রথম বেলে কলা নেই মহসিল শহরে বেঢ়াতে সিরেলি, মনি

মনিকনা কে বিছুতে দেনে আলতে পারেনি, তোর মাস্তুলো দেন। লজ্জা

কী, কী রে তোৱা-মানিস এত সাজুক—অচ পরে লালিটির ধারে
বেঢ়াতে নিয়ে গেছে, কেল বাটে জোখয়া ঘূরে বেকিয়েছে। সৈই বসাই

বিলক্ষণি, তাকে সেবেতে রিল, আৰ্ড রিল বুবিয়েছে—তখন সে কিকেট
হৃত্ত ন। কোনও লিন মনিকনা বলতে নে, আমি কৃ হয়ে তোমের কক্ষকাটা
চলে বাব। এবং আকর্ষ মনিকনার কথা ভালসৈই সে উক হয়ে উঠে।

কলা উঠে বলল।

মে বাড়ী উত্তেজনা বোধ করছে।

এ-সব আগে টেন পেত না।

এব উক হয়ে উত্তেজে নিয়ে দু'পাত্রের সবুজ নৱৰ কল্পনারে জলজোত ভেট
আসতে পাবে।

মে ক্ষেত্র বাস্তবত্ব তুলে গোল।

শুধীর থেকে প্যাট-ক্রুক সব দেয়ে মূল, আৱশ্য কোৱায়ানে নিয়েই মহিঃ
হতে ধৰাব।

লেখক, এবারে কি হয়ে গৃহে!

দেখো শুধি, কবেকব কথা সব, কবেকব গুৰু সব—আমার মনে সা ধৰাবই
কথা।

বেল, মনে না করতে পাবেন, পছৰে নাম মনে না করতে পাবেন, চেনা জ্ঞান
ব্যব কলাবেন, মেয়েটি কে?

কথা কথা বলছ?

কুবার কথা।

মে তো কলা হয়ে আছে।

মেয়েটি আসলে কে?

সব মেয়েই।

তার মানে কি লেখক—

মেয়েটি কি বাইরে!

মা, আ বা। কালেন তো, আমার কোৱাসিরের বাসানে একটা কাটাপ গাই
আছে। সে লিন কড়ের কাতে, বড় লিলাবৃতি, এইসবের মধ্যে গাঠাটা গড়ে
যাইলি। অভিযনে বিছু কৰ নিয়ে, নেই আকৰ্ষ রাতে যাবান না এতে পাহাড়কে
বীঢ়াতে পারতাম না। বাটের শৌ শৌ মনে হাইল গাছটাকে উপড়ে
ফেলেব।

জাম এলেই এটা তোমার হয়।

সুজি চুপ করে গেল।

শোবো সুজি, আর দেবি না করে যাবনকে নিয়ের করে নাও! আনন্দ
পাবে—যাকে বলে প্রেজেন্ট। নারী-পুরুষের আসল সৌন্দর্য এই প্রেজেন্ট।

বিল হী। গাহে মূল হৃষ্টেজেই সৌন্দর্য—না হৃষ্টে গাহের কোণও সৌন্দর্য
বাকে না। বাধান ব্যব নিয়মিত রাতে বগলে ফাইল নিয়ে আসে, তাকে নিয়ে
করে নিয়ে আপত্তি কোথার।

সুজি চুপ করে ধৰাব। কোণও কথা বলল না। *



স্বাগত ১৪১৯

বিহুলশ্লিষ্টার

প্রকৃতি ও প্রযুক্তির মধ্যে গাঁথনা

বৈশাখের প্রথমদিনে নতুন ভবনে বিপণিশুচ্ছের উদ্বোধনে
শুরু হয়ে গেল বণ্পরিচয়-এর প্রথমভাগ।

কলকাতা পৌরসংগ্রহ মৌখিক উদ্বোগ



Actual site picture

মধ্যমধ্যামে
সমাপ্তির পথে। নতুন দৃশ্য। পুরো দৃশ্য।

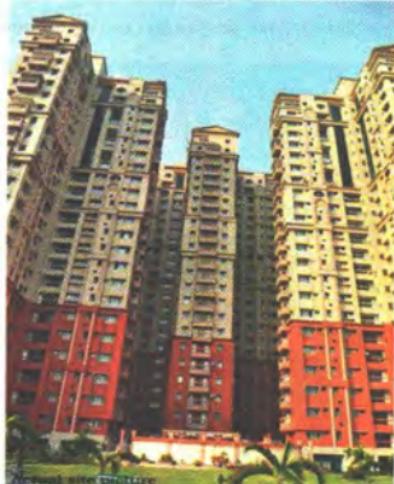
বণ্পরিচয়

নিউটাউনে তেইশের
পূর্ণ হল।

অকাঞ্চনা
AKANKHA



Actual site picture



বিনকন্যা
নিউটাউন

বিন্দু
বারাসত

প্রিয়জনগ্রহ

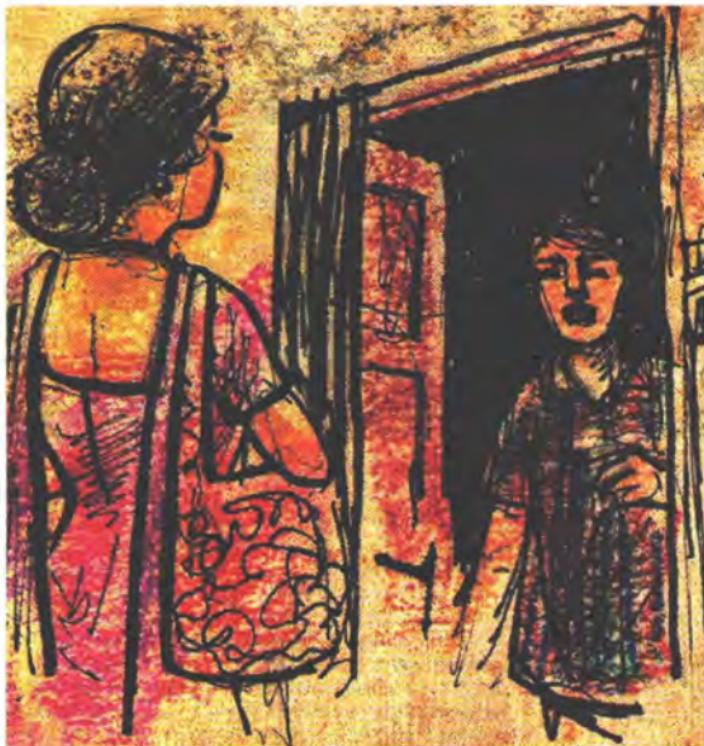
মূলতঃ মুসলিমদের জন্য

বেঙ্গল শেষ্টার হাউজিং ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড
(প্রতিষ্ঠান আবাসন পর্যবেক্ষণ সংস্থা)
পিথি-৬০, সেক্টর-১, বিধানসভার, কলকাতা-৭০০০৬৮,
ই-মেইল: mkt_bengalshelter@yahoo.co.in
ওয়েবসাইট: www.bengalshelter.com

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ:
পিল্লিরকুজা: ৯৮৩০১৪০৯৭৬৭ (সুগত)
মোবাইল: ৯৭৪৮৫১৫৬৬৫ (রাকেশ)
বণ্পরিচয়: ৯৮৩০১৫৪১৮৪ (সুমন্দ)



ପ ହୁ ବ୍ୟ ଝନ



ଶେଫାଲି ଠାଡା ଗଲାଯ ବଳଳ, ଆମି ତୋମାକେ ଥାରୀ ହିସେବେ
ପେତେ ଚେଯେଛିଲାମ, ତାହି ବିଯେ କରେଛି।
ବଳଳାମ, ଏ ଆବାର କୀ କଥା ! ତୁମି ଆମାକେ ଭାଲୋବାସୋ ନା ।
ଅଧିତ ଆମାକେ ବିଯେ କରେ ବନଲେ ।

ଆମାର ଦ୍ରୀ ଶେଫାଲି

ରମାନାଥ ରାୟ

ଆ

ଦେ କିନ୍ତୁ ଥିଲେନି । ବିଯେର ପର ଶେଫାଲି ଏକଦିନ ବଳଳ, ଆମି
ତୋମାକେ ଭାଲୋବାସି ନା ।
କଥାଟା ତମେ ଆମି ଚମକିକେ ଉଠିଲାମ । କୀ ବଳହେ ଶେଫାଲି ।
ଆମାର ସମେ ଏକ ବରର ହରେ ଘୂରେ ବେଢାଳ । ମେତାରୀ ପିଯେ
ଆମାର ପରମାର ନିମେର ପର ଦିନ ଚାରିନିଜ ଧାରାର ଖେଳ । କଣ
ବିଟି ମିଳି କଥା ବଳଳ । ଏଥି ବିଯେର ପର ବଳହେ ଆମି
ତୋମାକେ ଭାଲୋବାସି ନା ।
ଆମି ଅଭିମନ ଭରା ଗଲାଯ ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲାମ, ତା ହଜେ ତୁମି
ଆମାକେ ବିଯେ କରିଲେ କେବେ ।

ଶେଫାଲି ଠାଡା ଗଲାଯ ବଳଳ, ଆମି ତୋମାକେ ଥାରୀ ହିସେବେ
ପେତେ ଚେଯେଛିଲାମ, ତାହି ବିଯେ କରେଛି ।
ବଳଳାମ, ଏ ଆବାର କୀ କଥା । ତୁମି ଆମାକେ ଭାଲୋବାସୋ ନା ।
ଅଧିତ ଆମାକେ ବିଯେ କରେ ବନଲେ ।
—ଏହେ ଆପଣିର କିନ୍ତୁ ନେଇ । ଯାନ୍ତ୍ଯ ବିଯେ କରେ ଏକଜନଙ୍କେ ।
ବିକ୍ଷେ ଭାଲୋବାସେ ଆମ ଏକଜନଙ୍କେ । ଏ ତୋ ହାମେହାଇ ହାଁ । ଏ
ନିମେ ମୁଣ୍ଡଭାବ କିନ୍ତୁ ନେଇ ।
—କିନ୍ତୁ ଆମାର ତୋ ମୁଣ୍ଡଭାବ ହାହେ । ସେ ଆମାକେ ଭାଲୋବାସେ
ନା, ତାର ସମେ କୀ କରେ ଘର କରିବ । ଆମାରେ ଡିଭୋର ହାହେ



আমি এখন শেফালির হাত থেকে বাঁচতে চাই। কিন্তু কীভাবে? আইনের সাহায্য তো পাব না।
কারণ এখন সব আইন মোয়েদের পক্ষে। একজিন শেফালির বাবা-মার সঙে দেখা করলাম।
বললাম, আপনারা জেনেওনে এটা কী করলোন!

যাওয়া উচিত।

—আমি তোমাকে ঘৰী হিসেবে প্রশ্ন করেছি। আমি তোমাকে ডিভোস কেব না। কিন্তুই না।

এ কথা শুনে মৃশিকে গুড় গোলাম। কী করব বুঝতে

পরলাম না। তবে এর একটা ফয়সলা হওয়া সরকার।

আমার সঙে বর করবে, অথবা তালোবাসে আর একজনকে, তা হ্যান। হাতে পানে না। ইওয়া উচিত না।

আমি আর এক ছাদের নীচে শেফালির সঙে থাকব না। ধাকা সন্তুষ নয়।

কিন্তু তাৰ আসে জান দৰকার শেফালি কাকে তালোবাস। আমি তাৰ কাহে যাব। নিয়ে বলব, আপনার শেফালিকে আপনি নিয়ে যান। আপনার শেফালিকে আমি চাই ন। চিন্ত কৰ কাছে বাব। সেক্ষণ দে?

আমি তাঙ্গা গলায় বললাম, আমাকে বাবী হিসেবে তুমি প্রশ্ন কৰোৱ, সুতৰাং তোমার সুখ-দুৰ্দশ তালোবাস দেখবোৱ দায়িত্ব

আমার, তাহি তো!

শেফালি বলল, হ্যা।

—তা হলৈ তোমার সুখের জেনোই কথাটা জানতে চাই।

—কী কথা?

—তুমি আমাকে তালোবাসো না বুকলাম। কিন্তু কাকে তালোবাসো?

—মাধবকে। মাধব আমার সব। মাধব কী সুবৰ্ণ বিনী বাজায়।

মাধবের বিশিষ্টতে গাছে ফুল ফোটে। পাখি গান গায়, বৃক্ষ

পেঁচে তুলে নাচে, অকল অলোচন কৰে, নীচেতে চেউ ওঠে।

আমি বিশিষ্ট হয়ে জিজেস করলাম, তোমার

কথা গুনে মাধবকে আমার দেখতে ইচ্ছে কৰছে। তোমার এই মাধব বাবকে কেোবাব?

—ইলুব না।

—কেন?

—হলসে তুমি মাধবের ওপৰ চড়াও হৰে। ওকে যা-তা

বলবে। তাই মাধবের সঙে তোমার দেখা না-হওয়াই ভালো। এর পৰ আৰ তৰ্ক কৰা চলে না। চূঁপ কৰে গোলাম। একটু পৰে পুৰু জিজেস করলাম, তোমার বাবা-মা মাধবের কথা জানেনো?

—জানেন।

—তা হলৈ তোৱা জেনেওনে এ কাজ কৰলোন কেন?

—কানে তোৱা জানাই হিসেবে তোমাকে পেচে চেজেছিলেন, মাধবকে জানিন।

—তোৱা এটা ঠিক কাজ কৰেননি। আমি তোমার বাবা-মার সঙে দেখা কৰব।

তা হলৈ শেফালি বলল, তোমার বা ইচ্ছে কৰো। আমি মাধবের পেচে চেজেছিলৈ ছাড়ে না।

এই সময় আমার মৃৎ নিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল—
অক্ষৃত!

শেফালি হেসে বলল, মোটেও অক্ষৃত নয়। এটাহি এখন ব্যাকাডিক।

২.

আমার ঝীবন থেকে সুখলাভি উঠাও হচ্ছে গো। শেফালির
মতো ঝীবন নিয়ে আমি কী কৰব বুঝে দেখাব ন। আমি

এখন শেফালির হাত থেকে বাঁচতে চাই। কিন্তু কীভাবে? আইনের সাহায্য তো পাব না। কারণ এখন সব আইন
মেঝেদের পক্ষে।

একজিন শেফালির বাবা-মার সঙে দেখা করলাম। বললাম,
আপনারা জেনেওনে এটা কী কৰলোনে!

শেফালির বাবা কিন্তু বুঝতে না পৰে জিজেস কৰলোন,
আপনা আপনা কী কৰলাম?

বিৰচিত সঙে বললাম, আপনারা জানতেন শেফালি
মাধবকে ভালোবাসে। আপনাদের উচিত হিল শেফালির

সঙে মাধবকে বিয়ে দেওয়া। আপনারা তা না কৰে আমার



শেফালির বাবা এবার একগাল হেসে বললেন, আমরা সবাই মাধবের ভক্ত।
মাধব মাঝে মাঝে আমাদের মোবাইলেও এভাবে মেসেজ পাঠান। আমাদের
ভক্তির পরীক্ষা নেন। তুমি এখন আমাদের জাগাই। মাধব তাই তোমাকেও
তার ভক্ত করতে চান। পরীক্ষা নিজেন।

সঙে শেফালির দিয়ে নিজেন! আপনারা আমর সঙে এই প্রকল্প করতে
গেসেন কেন? শেফালির বাবা আমর প্রত তনে একটু ধূমকে থেকে নিজেস
করলেন, মাধবের কথা কে বলেছে তোমাকে?

কলাম, শেফালি বলেছে।

শেফালি যা এই সময় হেসে কললেন, শেফালি ঠিক কথা বলেছে, কিন্তু তুমি
চূল বুঝেছ!

অবশ্য হ্যাঁ বললাম, আমি চূল বুঝেছি।

শেফালি যা বললেন, হাঁ, তুমি চূল বুঝেছি।

—তার মাঝে!

—শেফালি যে মাধবের কথা বলেছে, সে মাধব করতুমাদের মাধব নয়। সে
মাধব হচ্ছে উৎসাহ কৃত। শেফালি ব্যক্তিই কৃতের তত্ত্ব। শেফালি তোমাকে
মাধব বলতে উৎসাহ কৃতের কথাই বললেছে। তাঁর বলতা, তুমি চূল বুঝেছ।
ঠিক এই সময় আমর মোবাইলে একটা শব হল। চূলমাম ফেরে মেসেজ
গোপনীয়ে। আমি প্রতেক থেকে মোবাইল বের করে মেসেজটা দেখতেই চমকে
উঠলাম। মেসেজটা এইভাব :

আমি শেফালিকে ভালোবাসি। শেফালি আমাকে ভালোবাসে। তুমি খালি হয়ে
আমাদের ব্যাপারে নাক গলানোর টেঁটা কোরো না। করলে ফল কালো হবে
না। মাধব। মাস্তুল: ৯৮৩০৯১...

আমি সঙে সঙে মেসেজটা শেফালির বাবা-মাকে দেখলাম। তাঁরা দু'জনেই
দেখলেন। সেবে তাঁরা কোনও কথা বললেন না। চূল করে রেখেন। আমি তা
দেখে বিস্তৃত হয়ে বললাম, আপনারা চূল করে আছেন কেন? এবার বলুন
আমি কী করব?

শেফালির বাবা এবার একগাল হেসে বললেন, আমরা সবাই মাধবের ভক্ত।
মাধব মাঝে মাঝে আমাদের মোবাইলেও এভাবে মেসেজ পাঠান। আমাদের
ভক্তির পরীক্ষা নেন। তুমি এবন আমাদের জাগাই। মাধব তাই হ্যাঁকেও
তাঁর ভক্ত করতে চান। তিনি তোমাকে মেসেজ পাঠিয়ে তোমার ভক্তির পরীক্ষা
নিজেন।

—তুমি আমি যে মাধবের ভক্ত হতে চাই না।

শেফালির মা তা শুনে বললেন, হ্যাঁ এখন কথা বলতে নেই।

—একশোণার কথা। আমি এর একটা হেতুনেতু চাই।

—হেতুনেতু চাইলে কী হবে? শেফালি যে মাধবকে ছাড়বে না। মাধব যে
শেফালির প্রাণ।

—তা হলে শেফালি আমাকে ভিজাস দিব। নিয়ে মাধবের সঙে থাকুন। আমি
কোনও আপত্তি করব না।

—সে হ্যাঁ না।

—সব হ্যাঁ যে মাধবের ইচ্ছা।

ও,

শীঘ্ৰতে শীঘ্ৰতে একটা তেজোবীৰ এসে ঢুকলাম। চায়ের ভজ্জিৰ সিদাম। দিয়ে
পক্কে থেকে মোবাইল বের কৰলাম। করে যে নাকার থেকে মেসেজ এসেছে,
সেই নাকারটা মোবাইলের যেমনিতে রেখে দিলাম। এর মধ্যে কা এসে গেল।
কা থেকে থেকে এই নাকারে বেলন কৰলাম। করাতেই ওপিক হোক কথা ভেসে

এস:

—হ্যাঁলো...

—আপনি কি মাধব?

—ঠী, আমি মাধব।

আপন আমাদের দু'জনের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা হল:

আপি: একটু আগে আমাদের পাঠানো মেসেজ পেয়েছি।

মাধব: দেখো কী ঠিক করলেন!

আমি: শেফালির স্বামী ইত্তার ইচ্ছা আমার নেই। আপনার শেফালিকে আপনি
গ্রহণ করুন। আমাকে মুক্তি দিন।

মাধব: কীভাবে আপনি মুক্তি চান?

আপি: আপনি শেফালিকে দিয়ে করলেই আমি মুক্তি পাব।

মাধব: সিল্প শেফালিকে দিয়ে করার বেষ্টায় আমার নেই।

আমি: কেন?

মাধব: আমি বেকর। মাধব খাড়িতে থাকি। আমার মা নেই, বাবা নেই, আমি
কী করে শেফালিকে দিয়ে করব।

আপি: আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। আমি সব ব্যক্তি করে দেব।

মাধব: কী ব্যক্তি করবেন!

আমি: আপনাকে আমি চাকরি দেব, দু'টি করে দেব। আপনি দু'ক্ষণ
করে শেফালিকে দিয়ে করুন।

মাধব: স্বামী হ্যাঁ আপনি এ কথা বলছেন?





କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆବାର ଡିତରେ ଦୂରେ ଗୋଟେନ । ତିଣି ଚିତ୍ରକାର କରିବ ବଲକୋଳ, ମାଧ୍ୟମ ତୋର ମଥେ କେ
ଏବନ୍ଦୁ ଦେଖା କରିବେ ଏନ୍ଦୋହି । ମାଧ୍ୟମ ଡିତର ଦେଖେ ଦୁଟୀ ଏଳ । ଏବେ ବଲଳ, ଆମି ଆପଣର କିନ୍ତୁ
ଆଗନାକେ ତୋ ଠିକ ଛିଲ୍ଲିତେ ପାରଲାମ ନା । ଆପଣି କି ଶେଷାଲିର ..

ଅଧିକ: ବାହି । ତାରମ ଆମି ଶାତି ଚାଇ ।

ମାଧ୍ୟମ: ତିକ ଆହେ । ତା-ଇ ହାବେ ।

ଆଧିକ: ତା ହଲେ ଆପଣର ଠିକନାଟା ଦିନ । ଆମି ଆପଣର ମୁଖେ
ଦେଖା କରିବ ।

ମାଧ୍ୟମ: ଆମାର ଠିକନା ହଳ ଗିରିଶର ବି ହରିପନ.....

ଆଧିକ: ଏଠା କୋଥାର ।

ମାଧ୍ୟମ: ଆପଣର ସରବରରାଜ୍ଞି ଲାହାଇ । ଓହାନେ ଆମାକେ ସରାଇ
ଚିନେ । ଆମାର ନାମ କଲାଇଁ ଆମାମେର ବାଢ଼ି ଦେଖିବେ ମେହି ।

ଆଧିକ: କବନ ଦେଖା କରିବ ବୁଝୁ ।

ମାଧ୍ୟମ: ସାମନେ ବରିବର ନାହିଁବେଳେ ଆମୁନ ।

ଆଧିକ: ଆପଣି ବାଢ଼ି ଧାରିବେଳେ ତୋ ୱ ମାତିଙ୍କ ।

ମାଧ୍ୟମ: ନା ନା, ଦେଖ ଚିନ୍ତା ନେଇ । ଆହି ବାଢ଼ି ଧାରିବ । ତବେ

ଏକଟା କଥା ।

ଆଧିକ: କୀ ?

ମାଧ୍ୟମ: ଶେଷାଲି ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଆମକେ ନା ପାରେ ।

ଆଧିକ: ତାର ନେଇ । ଶେଷାଲିକେ ଆମି ଶିଖୁ ବଲର ନା, କିନ୍ତୁ
ଏକଟା କଥା ଏବାର କୁଥୁ ଆମାତେ ଇହେ କରଇଛେ ।

ମାଧ୍ୟମ: କୀ କଥା ?

ଆଧିକ: ଆମର ମୋବାଇଲେର ନାସର ଆପଣି କୋରେକେ
ଦେଲେନ ?

ମାଧ୍ୟମ: ଶେଷାଲି ନିଯାହେ ।

ଆଧିକ: କେମି ?

ମାଧ୍ୟମ: ଆପଣନାକେ ତାର ଦେଖାନାବ ହନେ ।

୧.

ମହିଳାର ସର୍ବକୋଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଢ଼ି ଦିଲେ ହାଢିର ହଳାମ ।

ଦେଖିଲା ବାଢ଼ି । ବାଢ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ଷ । ଦେଖିଲା ଏକପାଶେ

ଡେରକୋଳୀ ଡୋରକୋଳୀ ଟିପ୍ପଣୀୟ ମହିଳା ଘୁଲେ ଦେଲେ । ଏକ ଶୈଳୀ

ଭାଗୋଳିକ ସାରିମେ ଏମେ ବୀଜୁଦ୍ଦେବେ । ଆମାର ମୁଖେ ଜିଜ୍ଞେସ

କରଲେନ, କାହେ ଚାଇ ?

ଆମନ୍ତର ଚାଇଲାମ, ମାଧ୍ୟମ ଆହେ ?

—ଆହେ ।

—ଏହିଟୁ ଦେଖେ ମେହେନ ।

ଡିପଲୋକ ଆମାର ଡିତରେ ଦୂରେ ଗୋଟେନ । ତିଣି ଚିତ୍ରକାର କରେ
ବଲକୋଳ, ମାଧ୍ୟମ, ତୋର ମଥେ କେ ଏକଜନ ଦେଖା କରିବେ
ଏହେବେ । ମାଧ୍ୟମ ଡିତର ଦେଖେ ଦୁଟୀ ଏଳ । ଏବେ ବଲଳ, ଆମି ମାଧ୍ୟମ,
ବିଜ୍ଞ ଆମାନାବେ ତୋ ଠିକ ନିଯାତ ପାରଲାମ ନା । ଆପଣି କି ଶେଷାଲିର ..

ବଲକୋଳ, ହୀ, ଠିକ ଧରେନାବ । ଆମି ଶେଷାଲିର ଆମୀ । ଆପଣି
ଆମାକେ ଦେଖ କରିବେ ବେଳିଲେନ । ମାନେ ଆହେ ?

ମାଧ୍ୟମ: ବଲଳ, ହୀ, ମାନେ ଆହେ । ଆମୁନ, ଡିତରେ ଆମୁନ ।

ଆଧିକ: ମାମାର ନମେ ଡିତରେ ଦୂରେକାମ । ମାଧ୍ୟମ ଆମାକେ
ଏକତାରେ ଏକଟା ଛୋଟ ବାଟ ନିଯରେ ଦେଲେ । ହରାର ଯଜ୍ଞେ ଏକଟା
ହେଉଥାଏ । ଏ ହାତୀ ତାରେ ମଧ୍ୟେ ଆହେ ଟେଲିବ୍, ଚାରାର,
ଆମାନାବ ।

ଆମାକେ ମାଧ୍ୟମ ଚେତ୍ତେ ବେଳା, ଆମି ଚେତ୍ତେ ବେଳାମ ।
ମାଧ୍ୟମ ବେଳଳ ଖାତର ଓପର ।

ଆଧିକ: ଜିଜ୍ଞେସ କରଲାମ, ଆପଣାର ଏ ବାଢ଼ିଟେ କରିବିଲା
ଆହେ ?

ମାଧ୍ୟମ: ମାଧ୍ୟମ, ଶୀଘ୍ରକାଳ ।

—ବାଢ଼ିଟା ଧୂ ପୁଣୋନେ । ବାଢ଼ିଟାର କର ବାଯନ ହେଁ ?

—ମେହିନେ ବାହି । ଆମାର ନାମର ବାବା ବାଢ଼ିଟା କିମ୍ବାଲେନ ।

—ଏହି ! ବେଳେ ଏକଟୁ ଦେଖେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲାମ, ଯେ ତପ୍ରକୋଳ
ମହିଳା ଘୁଲେ ଲିଯେଲେ, ତିଣି ଆପଣାର କେ ହନ ?

—ମାନ୍ୟ ।

ଏହାର ଏକଟୁ ଥେମେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲାମ, ଆପଣି ନାବି ଭାଲୋ
ବିଶି ବାଜାନ ।



শেকালি কাঠোর গলায় বলল, শুধু খাট নয়, আরও আনেক কিছু চাই।

চোখ কপালে তুলে বললাম, আরও আনেক কিছু মানে ?
— খাটের সঙ্গে আলমারি চাই, সোফা সেট চাই, টিপি সেট চাই। এ ছাড়া ফ্রাটি সাজাবে যা যা কাগে, সব তোমাকে কিনে দিতে হবে।

- সোকে তাই বলে। কিন্তু আপনাকে কথাটা কে হলেও ? শেকালি !
বললাম, হ্যা ! বলে ভিত্তেস করলাম, শেকালির সঙ্গে আপনার কর্তব্যের
পরিচয় ?
- প্রায় সব বছর হবে !
- আপনি শেকালিকে খুব আলোবাদেন ?
- খুব !
- শেকালিও তো আপনাকে খুব আলোবাদেন !
- জানি !
- তা হলে আপনি শেকালিকে বিষে করলেন না কেন ?
- আবি কেবল। নেই করপে শেকালির ঘোষ আপনি সঙ্গে শেকালিকে নিয়ে
শিলে ঝাঁকি হননি। তাই আপনার সঙ্গে শেকালিকে নিয়ে হবে গেল।
- শেকালি এই নিয়ে আপনি করতেন ?
- না, আপনি করতেন।
- কেন ?
- শেকালি আমাকে বাসেবাসত। কিন্তু আমাকে খোনও মিন হিয়ে করতে
চান। তাই আপনাকে বিষে করলেন, কিন্তু জলেবাদের আমাকে। কিন্তু
আমি একাত্মে মীরাক কর্তৃত হাই ন। আবি শেকালিকে পূর্ণপূর্ণ পেশে চাই।
হেসে বললাম, আমার একটি খোনও আপনি নেই।

- মুখ্যতাকে বিষে করে আমার বলল, শিলে শেকালি বে আমাকে নিয়ে করতে চাই
ন। আবি তে কেবলি !
- আবি তে কলেজি ও নিয়ে আমাকে হাত না। আবি সব ব্যবস্থা করে দেন।
- তা হলে খোগ আমার একটা চোপাত করে নিন, একটা ফ্রাটি জোগাড়
করে নিন। ভালবাস আমাকে নিশ্চল শেকালির নিয়ে করতে আপনি থাকবে
ন। কিন্তু আপনাকে ও ভিত্তেস নিয়ে দেবে। আপনার তিন্তাৰ কৰণে থাকবে
ন। তবে যদি আপনে জলেন তাহলি ন পেলে, ফ্রাটি ন পেলে নিয়ে হবে ন। শেকালি
আপনার শীঁ হাতে থাকবে। কিন্তু সারাজীৰুম আমাকেই আলোবাদেন যাবে।
- তা আমি জানি। সবে নির্বাসন দেলে ইউটেক্সলাম।

- ও,
- সাত আমার। তাই জাবাবে শাকালি আনে অভিনেত্রী শুরু করে বেড়ালাম।
আমার সুবেরে কথা প্রোগাজাম, সবাই আমার সুবেরের বক্তা নন্ম। কিন্তু কেউ
মহান্মুক্তি পেলিবে আমার নিয়ে সামাজিক হাত বালিবে নিল না। আমি হতাপ
হতে শুরু। স্বেচ্ছে এক বছর নামা হল। সে দার আবিসে আমারে আমে
একটা প্রতিক্রিয়া বাবুয়া আর নিল। যাইছেন বল হাতের টোক। একবার একটা ফ্রাটি।
পূর্ণ পূর্ণে একটা ধূকামার ফ্রাটি পোকাড় করলাম। কাঙ্কা মাসে নিন হাতার
টোক। সাধা এ কথা তেন দু ফ্রাটি হল। শেকালিও পূর্ণ হল। আবার তারা
একসাথে থাকতে পারেন। আমার আব নিয়েছের ব্যৱ কোথা করতে হবে ন।
তাৰ একবার টোকের নিকে আভিনেত্রী আলোবাদের পথ একটে পারেন। বাবী
নামক শাহজান আসেব আব বিষেত করবে ন।

- শিলে ফ্রাটি কৃষি শেকালি বলল, আমার কথি পাইবাত শোব। ফ্রাটি বাট কই ?
কলম সুবে নিয়েস কোমাম, এটো কি আমাকে নিয়ে হবে ?
শেকালি বেগে নিয়ে বলল, এখনক আবি তোমার শীঁ। আমার সুবেরে আনো
আমাকে গু বিশু আনতে হবে।

আম হেসে বললাম, তোমার সুবেরে জনো তোমার পেমিকের চাকু গোড়া
করে নিয়েছি, ফ্রাটি কোমাক করে নিয়েছি, কোমাসের একসাথে থাকবে ব্যবহা
করেনি ! এতেও হচ্ছে না ! এখন বলল, খাট চাই !

শেকালি কাঠোর গলায় বলল, খাট নয়, আরও আনেক কিছু চাই !
চোখ কপালে তুলে বললাম, আরও আনেক কিছু চাই !

— খাটের সঙ্গে আলমারি চাই, সোফা সেট চাই, টিপি সেট চাই। এ ছাড়া ফ্রাটি
সাজাতে যা যা সামা, সব তোমাকে কিনে নিয়ে হচ্ছে নাইবেন !

— আবি মাহবুকে ভিত্তেস করলাম, আলোনি একজনে কিনে নিয়ে পারবেন
না !

আম বলল, অসম্ভব ! আবি কোথেকে পর্যন্ত পাব ?
বললাম, আমিই যা এত টাঙ্গা কোথেকে পাব ?

আম বলল, তা হলে ভিত্তেস আলোনি পাবেন না !

কোথাই তানে আবি পাথুকে উঠলাম, তিক আছে ! আবি তার কামে ফ্রাটি সাজিয়ে
দেন। কোথাই বলল, একটী কাম নিয়ে নাইবেন নাইবেন !

শেকালি বলল, একটী কাম নিয়ে নাইবেন নাইবেন !

মাহবুকে বলল, হ্যা, একটো ভিত্তেস আলোনি পাবেন নাইবেন !

বিষেস করলাম, শেকালিকে নিয়ে আপনি করবে এই ফ্রাটি আলোবেন !

মাহবুকে বলল, ফ্রাটি বাট কাঠামাতি আপনি সাজিয়ে-ভবিষে নিয়ে পারবেন,





অঙ্কন: সোনা

শেকালি যাবে তুকে দেশজন্ম এমে বলতা। বলে বলল, মাঝের একটা আকৃ বাজাগাজ।
কৌতুহলী হবে তিজেন কুলাম, বেল ?
লেজালি বলল, মাঝক আজারে মা বলাত, জপ মিশ্বো। ওর কেনেশ কুকুতি সতী নন।

আবৰা তত তাড়াততি চলে আসৰ ? সবৈ এখন আশপানত
গুলুর নিউই কৰছে।

৬.

বিষের হাতে ত্রুটি সাজিয়ে পিলাম। ত্রুটি তৃকে শেকালি
শূলি হল। যাবে শূলি হল। তাকৰে একটা উকিলি দেখে
গুৱা ত্রুটি বাবতে ঘুঁট কুলাম। তনু আবৰা শূটিকা দেকে
দে। শেকালিরে অবেকে কঠট আবৰা কাছ দেকে সুন্দৰত
পেয়েই ওপৰে ত্রুটি সাজাতে আবৰা কুলে শাব ঢাকা
বেয়িয়ে দোহে। তা থাক। এখন কুলে হল, ডিজোন্টা পোন
ডো।

বেঁচেতে পেষতে কুলের মাৰ চলে দেল। শেকালিৰ কাছ
থেকে তিজেনে নিৰে কেৱেও কৰা বলতে তনমান না।
যাবকও তুলাল থেকে দেল। আমি বাবতে না পেতে নিজেই
একলিন শেকালিৰে কোৱ কুলাম। বললাম, শূলি মাতে
শূলি হও, তাৰ সব বাবজুই কৰেছি। এবাৰ একটু আবৰা
নিকি জাবো। আবৰাকে তিজোন্টা পাও।

শেকালি বলল, শূলি ডিজোন্টাৰ জনে এত অবিহুত হচে
পড়ত কেন !

বললাম, অভিহুত হওয়ায়ই কৰা। আমি আবৰা দিয়ে কৰতে
চাই। তনুন কৰে সেকৰে পাতাতে চাই। শূলি সুখে আৰ, সুখে
ধাবো। আবৰাকে সুখে বাবতে লাও।

আবৰা কৰাব শেকালি হাঁটাঙ উতোজিত হচে বলল, কে বলল
আমি সুখে আৰাই ?

বললাম, কেউ বলেলি। এ আমাৰ অনুমান !
হিণে অনুমান ! যলে শেকালি ধোনেৰ লাইন কেটে লিল।

আমি আৰ তিজোন্টাৰ দেন কৰলাম না। আমি আবৰত

লালাম, আবৰ কী হৰে ? শেকালি শূলি নেই। তাৰ মানে
ও এখন তিজোন্টাৰ কথা ভাবছে না। ও তা হালে এণ্ড কী
চায় ? আবৰ কৰে আবৰ কিয়ে আবৰে নাকি। কুঠে আবৰ
শূক দকিয়ে দেল। তাৰপৰ কাবলাম, দুল। যে কী একলৰ
কুকি হৈকে দেৱিয়ে বায়, দে আৰ দিয়ে আবৰে না।

দুল। আবৰ কাবলু দুল। পৰানৰ সকল সাঁটাতো ত্রাণ্টো
কোৱাবেন দেলে উল। এই সময় আবৰ দে এল।

আবৰতি সকলা শূলে দেলি শেকালি পাইয়িয়ে আছে।
আবৰ হচে তিজেন কুলাম, শূলি ? কী বালাপ ?

শেকালি হাঁটুক সোকৰে এসে বলল, হস্ত বলল, আবৰ
কেটী আৰ ধাবাবৰ !

কৌতুহলী হচে তিজেন কুলাম, বেল !
শেকালি বলল, যাবৰ আবৰতে বা বলত, সব মিশ্বো। ওৱ
কেনেশ কুকুতি সতী নন।

—তাৰ মানে ?

—যাবকৰ দৈশিতে গাহে শূল ফেটে না, গাবি গাব পাই
না, সহৃদ পেষে শূল নাহে না, আকাশ আকাশৰ বলমাল
কৰে না, নীচীতে ঢেট খৰ্টে না।

—সতী ?

—কিমু তাৰ জাবে আমি কী কৰব ?
শেকালি দাসতে দাসতে বলল, আমি এবাৰ তোৱাৰ কৰছে
যাবকৰ !

গাঁটী সুখে বললাম, তা আৰ হয় না।

—কেন হয় না ? আমি দোহাত কী ? অকৰে অইনেত... আমি
আতঙ্কিত হয়ে বললাম, তিষ্ণ... *



প খণ্ড ব্য ঞ্জ ন



নিজের পা না থাকলে, তাকে না-মোনেই বা উপায় কী !
সেই জনাই কি গতির প্রতি অমন টান রোজগারিবি ! ইটা,
সৌভানোর উপায় নেই, অথচ মোটর রালিতে ঘাওয়ার
বাসনা ওকে জাড়ে না !

রাজলি

নবকুমার বসু

ক

হিম পা মুটো শূলো রাখলেই রোজগারির শীরির অধৈক
শীরিত বলতে উচ্চতা। তখন একে পিঙ লাগানে বিশেষ
ধরনের আঠের কাছে বাস হাতের নিষ্ঠায়ে ঘাওয়ারি কার
সারতে হয়। কাজ থাকে দ্বন্দ্ব, বাহ্যে। রাজলিত কাঠের
বাস প্রা-একটি গোত্তুলি মাঝেই অর্থনীয় রোজগারি
নিষ্ঠারাহন। যাতায়াত-বোর্ডুরি সহায় কো খটো, ধর-
সম্মুখের আঠের বোতাম টিপে কিটা উচ্চতে নবাব
শান্তের ব্যবহৃত আছে একজনেই জীবন কেটে দেবে।
তব নিকেল পায়ে কালান কাটা গাতীরি রোজগারির আঠের
নেই। ধরক ব্যবহৃতে কে সীমাবদ্ধতা আছে। নিমের পা
না থাকলে, তাকে না-মোনেই বা উপায় কী ! সেই জনাই বি
গতির প্রতি অমন টান রোজগারিবি ! ইটা, সৌভানোর
উপায় নেই, অথচ মোটর রালিতে ঘাওয়ার বাসনা ওকে
হাড়ে না। মনে মনে ভাবে, বাস। একজন যেকোন গুরুতে
দেখে রাজলিতে। পা না-ধাক, তবু একজিন ফ্রাঙ উচ্চতে
জুড় পাহাড়ে এক গাঢ়ি ঝুটে আসবে টারামে লিপো। সহর
অভিনবনে ফেটে শক্তে গালাগারি। কাজ নিখনে উঠিয়ে
নিয়ন্ত্রণ দেবে, রোজগারি কাজ ওন মা ধোয়ে।

বহুর শীঁচেক আধৈই এই মনোবসনা রোজগারি বাস্ত

করেছিল দিলিপের কাছে। তখনও ফিলিপ বাড়িতে ছিল,
ওর হামি। প্রত্বাব কানে মজুর করেছিল, আর তু কেউ
জোতে।

হত্তেশ ন-হলেও শুশিৎ হত্তনি যোজনেরি। ঘূর্ণি দেবতার
মতো বালাইল, অসুবিধের কী আছে। গাঢ়ি তো আমি
চল্লাই পারি, চল্লাই-ও।

সো-ও যোগাই, ফিলিপ বালাইল, তোমার স্পেশল গাঢ়ি
চলানাবে আর মোটেন রালিতে অল্পহাই করা এক ঘাগুর
ময়।

এক ঘাগুর নয় সেটা আবি আবি। যাটি উইথ থগুর ট্রেনি,

কাণ্ট ঘাইডে...।

রোজগারিকে কবজ হয়ে থাকিবে তিলিপ বালাইল,
যু যান্ট ঘাক সাব তু জু ইন জোর মেট।
আই ফেট লিপ সো। ঘূর্ণি দেবতার মতো যোজনেরি
তাঁ পরেও না-বাল পারল না, কেউ একটু বেলি সহসনের
কাজ করতে পেতেছি কোমাজ কাবে লে কেউতি, ঘাগুর তু
লিসে ইত্যাবি।

ফিলিপ বালাইল, কিন্তু ভার্সি, ঘূর্ণি মেটাকে 'একটু সহসনের
কাজ' বলাই, তোমার মাজে নিমিট্টত পিছিজাল কভিসনের

କେମ୍ରିଆଲ୍

ବୈଶାଖ



URL : www.camelliagroup.in, E-mail : info@camelliagroup.in



education | aviation | hospitality | industry | real estate | health

শিক্ষা | উড়ান প্রশিক্ষণ | হোটেল পরিসেবা | নির্মান | শিল্প | স্বাস্থ্য

নববর্ষের প্রভাতে কামলা ফারি

ক্ষমার নতুন বছর

ড্রে ডেস্টুক আনল্ডে আর ডিঃব্রয়ে।

32A, C.R.Avenue, Trust House, 7th Floor, Kolkata - 12
Ph.: (033) 2212 1007 / 1009 / 2885, Fax : (033) 2237 7540



ଜୟ ଥେବେଇ ରୋଜମେରିର ପା-ଦୂଟୋ ପ୍ରାଚୀ ଗଜାବନି ବଲା ଚଲେ । କୋମରେ ମୀଚେ ଏବଂ ହିପେର ଦୁ'ପାଶେ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଲଭିସେର ବେଖାନ ଥେବେ ପାଯୋର ଶୁଣ, ରୋଜମେରିର ଶରୀରେ ସେଇ ଦୁ'ପାଶେଇ, ମାତ୍ର ସାତ-ଆଟି ଇହିର ମାତ୍ରେ ଦୂଟୋ ଲସାଟେ ପଲଥଳେ ମାସପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛି ନେଇ ।

ଏକବନ ମହିଳାର ଡନ୍ୟ ସେଠା କତଥାବି ଝୁକ୍ତି ହତେ ପାରେ, ମେଟା କି କାହାର ?

ଶ୍ରୀ, ଶାରୀରିକ ଶୀଘ୍ରବନ୍ଧତାର କଥାର ଫିଲିପ ବାହରେ ପାରେ । ସେ ଲୋକ କେଟେ ବଳାବେ । କିମ୍ବା ଥେବେଇ ରୋଜମେରି ପା-ଦୂଟୋ ପ୍ରାଚୀ ଗଜାବନି ବଲା ଚଲେ । କୋମରେ ମୀଚେ ଏବଂ ବିଲେ ଦୁ'ପାଶେ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଲଭିସେର ବେଖାନ ଥେବେ ପାରେ ତେଣୁ, ରୋଜମେରି ଶରୀରେ ଦେଇ ଦୁ'ପାଶେଇ, ମାତ୍ର ସାତ-ଆଟି ଇହିର ମାତ୍ରେ ଦୂଟୋ ଲସାଟେ ଏବଂ ମାନେପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛି ନେଇ । ଲିଙ୍ଗରେ ହିଲ ଏବଂ ସାମନେ ଝୁଟିଲିନ ମୀଚେ ଥେବେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରାମା ଏକୁ ପା-ବାଧାମେ ଆଭାନ ଦେଇଲେ, ଓ ପାରେ ଗଢ଼ନ-ଗଢ଼ନ ଥେବେ ଲିଙ୍ଗରେ ଦେଇଲେ । ବଢ଼ ହେଁ ପାରାମା, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳାମାନ ଓ ରାଧାର ଥାଲିଆଜାଇଲି ନାମ କି ଏକାଏ ଗୁରୁ ମେଲନେର କହେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ କେ ଏହି ମୂର୍ଖଗୋଟିର ଲିଙ୍ଗର ହତେ ହୋଇ । କାହା ହାତରିଲ ବାରାକିକ ନିଯାଏ । କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗରେ ଦେଖ ଥାଇବେ ଉପରିଲେ ଗର୍ଭବାନୀଙ୍କ । ଅର୍ଥ ତଥାର ଅର ଲିଙ୍ଗ କରାନ ବିଲ ନା । ଦୂଟ ପାରର ଅନୁପାନିତ କାହିଁତ ଲିଙ୍ଗ ଦେ ଶୁଣ କାହିଁତ ହିଲ ତା-ଇ ନା, ବାହା ଏବଂ ଗଢ଼ନ ହିଲ କୀତିଗୋଟେ ଶୁଣ ।

ଅର-ବାନ୍ଦରିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତ ନିଯାଇ ମେଲିଲେ ଶା-ବାନ୍ଦରିଯାନ ନାମର ବାନ୍ଦିକ ଶହରାନ୍ତିରେ ବଢ଼ ହାତିଲ ବୋଜମେରି । ମା-ବାଧାର କୋଲ ଥେବେ କବେ କାହିଁର ଚାକ ଲାଗାନେ ବାରେ ଟୌରି ହୋଇଲ, ଚାତିଲ ବରମ ଗରେ ଆମ ଆମ କା ମନେ ଦେଇ । ଦେଇଲ ମନେ ଦେଇ ତାର ତିଳ ସରକ ଆମେ କାହିଁତ ଲେଖାନ ହାତେଇ ମାରିଲ ପରମାନ ରାଜ୍ୟର ଜାଳାନ ରାଜେ । କିମ୍ବା ଏକୁ ଦୂଟ ଦୂତେ ପାରେ ବୋଜମେରି, କେତୋବେ

ହେବ, ପରିବାର ଏହି ଖଣ୍ଡ ମେଲଟିର ନାମଗିରିକ ହତେ ପାରାମ ମୁହଁରେ ଆହାତ ବାନ୍ଦରର ମାତ୍ର ବେଳେ ବିରେ । ଶାରୀରିକ ପରିବନ୍ଧତା ଆହ, ବିଶ୍ଵ ଦୁ ଶୁଣ । ଶାବୁ ହିଲାରେ ବେଳେ ହିଲିପନ୍ଦରତର ଦୂରେ ମାନିଲ । ସବୁ ଆରାବିଦ୍ଧାରେ ପାଲେ ହାତର ମେଲେହେ ଥିଲେ ଲିନେ ।

ଶୁଭତାର ଶାରୀରିର ଅନୁପର୍ଦ୍ଦତାର କଥା ମନେ ବରିଯେ ମିଳେ ବୋଜମେରି ଶୁଣ ଯାଏ ।

ବିଲିଲ ହିଲ ବଳେ ବଳେ, ମା-ବାକାଟେଇ ବା ଆମାର ଆନ୍ତକାରେ ଦେଖାରେ । ଦୋର, ଟୁଟି ଟୁ ବି ଆକଟିକ୍ୟାଲ । ତୋମାର ଅନୁପର୍ଦ୍ଦତ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାର କାରା ତୋ କିମ୍ବା ନେଇ ।

ବଢ଼ ଆହ ହିଲ ଆହାର ଯା କହିଲି ହିଲିବାନ ବିରି... ଆମାର ଆ ମାନର କବ ଟୁ ଲିଙ୍ଗ ।

ଇହେ ଶୁ ଆହ । କିମ୍ବା ତାରି... ତୋମାର ଦୂଟୋ ବାନା ପରାମ କରାନ ତୋମାର ପାରେଇ ଅନୁପାନିତ ହାତିର କରେନି । ତାର ଆମ କାନ ଲିଙ୍ଗ ହାତୋକାନ କରେନି ।

ବୋଜମେରି ଥୋକ, ଫିଲିପେରେ ଏହି କାହାତିର ମଧ୍ୟ ତୁ ଯେ ଏକାଏ ହିଲି ହିଲିତ ଆହେ ତା-ଇ ନା, ଓ ରାଧା ପ୍ରାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଥକ ଶରୀରେ ଏକତି ମୂରତିକେ ବିବାହ ଏବଂ ମାତୃଭାବେ ଉଦାରତା,



ପ ଥୁବ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ



ଏକବାର ତୋମାକେ ବଲେଛିଲାମ, ଆମି ଏକେବାରେଇ ବୁଡ଼ୋ
ହେଯ ଯାଇନି, କୀ ବଲୋ ? ତୁମି ଶଙ୍କେ ଶଙ୍କେ ବଲେ ଉଠେଛିଲେ,
ବୁଡ଼ୋ ହୋଗା ତୋରା ବାପ । ତାରପରେଇ ଜିବ କେଟେ, ସ୍ୟାରି ।
ଏହା ଏକଟା ଶିଳେମାର ନାମ । ଅମିତାଭ ବନ୍ଦନେ ।

ସେଣ୍ଟନମଞ୍ଜରୀ

ବସିଶ୍ରକର ବଲ

ଏହି ଗାଁଟା ତୋମାର କଳ୍ପିତ । ଦୁଇ ତୋମାର କନ୍ଧ, ମୂଳିକା ।
ଦେଇ ଶୁନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମାର ଏକଟା ତୋମାକେ, ଆମା
ଦେଇ ଆହେ, ଜାଣି । ମଧ୍ୟେ ମାଝେଇ ତୋ ତୋମାର ତ୍ରୀକ୍ରମ
ମେଦେଇ ପାଠେତାମ । ତୁମି ଜିଜ୍ଞେସ କରିବିଲେ, ଏହି ଅର୍ଥ କୀ ?
ଆମି କୀ ବଲେଖିଲାମ, ମନେ କାହେ ? ଦେ-ବ୍ସ କବା ତୋମାର
ମନେ ମନେ ବଲି, ଦେଇଲେଇ ଶୁନ୍ତାର ତିତର ଦିଯେ
ତୋମର କାହେ ପାଠିଯେ ଛି । ଏକମାତ୍ର ବାନାନେ କବା । କିମ୍ବା
ମେଦେଇ କେବଳ ମତି ହେଯ ଧୀର୍ଘୀରିଲ । ତୋମାକେ ଦ୍ୱାରକେ
ମେଦେଇ ପାଠିଲୁମ ଆମାର ଅଭିନାସ ହେଯ ଶିରେଲିଲ । ଉଚ୍ଚରେ

ତୁମିର ଏକଟା ଶାଳ କ୍ଷେତ୍ର ଭାଗିତେ ଲିଖେ ଆମର ଲିଖେ ।
ଏକବାର ତୋମାକେ ବଲେଖିଲାମ, ଆମି ଏକଟାରେଇ ବୁଡ଼ୋ ହେଯ
ଯାଇନି, କୀ ବଲୋ ? ତୁମି ଶଙ୍କେ ଶଙ୍କେ ବଲେ ଉଠେଇଲେ, ବୁଡ଼ୋ
ହୋଗା ତୋରା ବାପ । ତାରପରେଇ ଜିବ କେଟେ, ଗୁଣି । ଏହା ଏକଟା
ଶିଳେମାର ନାମ । ଅମିତାଭ ବନ୍ଦନେ । ତୁମି କବନ୍ତ ବୁଡ଼ୋ ହେଯ
ନ । ତୁମି ଶୂରୁ କରିବି, ନିଷ୍ଠ ଦୂର । କେବ ବଦଳିଲେ ? ଆମି
ଜିଜ୍ଞେସ କରିବିମ । ଆମି ଦୂରେ, ସତିଇ ଦୂରେ, ଅବସ୍ଥାର
ଭିତରେ ଏକା ଏକ ବାକି । ଏକମାତ୍ର ବଲେଖିଲେ, ବନ୍ଦନ ତିତରେ
ଆମାର କଟରର ତାନ ତୋମାର କବା ପେହାଇଲି ।
ଏକମିନ ତୋରବେଳେ ଆମାର ଅଭିନାସ ଶାମରେ ଏକଟା



জনস্বলর নিজস্ব কার দোনোর নীরবকালে কেটে চলেছে ইতিবাহ
ইঞ্জিনের শব্দ। হাতি, তোমার স্বামী, কেউই কথা বলতে না। এক সৈন্যকা
আমাকেই ভাঙ্গতে ছল। ধাইচত্তে মণ্ডাই আমি বলতে শুক করলাম, মিঃ
মিস, চিলাপাঠা এই অগ্রহের একমাত্র ভার্তিন ফরেন্ট।

বুলি এসে পৌঁছল। আমি কারখানা পাইকারে নিগারেট ঢানছিলাম। কুনি গাঁড়
থেকে নেমে এল। ঘন হল, কারখানা একখণ্ড মেঝে। হাঁ, তোমার ঘারের হং
কালো কভার কুল কেবল পর্যাপ্ত নেমে বাসের। কুনি আমি কোমর বায়ি
বাঁচেও নিচি বেঁচে উঠে এল। তোমার হাঁয়ি কোমর বাঁকে দেল
অরণ্যে বায়িক অপুর্ণ কোমর কুকুর, আর কুনি কানার পাঁচের কু
কুকুর পানের সুর উন্নত করছিল। হংস আমার বাহে এসে বিস্তুর করলে,
এগুলো বাস বাসে।
আমি হেসে ফেলেছিলাম। নাঃ। তবে কারখান চাইলে গভীর, হাতি, বাহিসন
নেপে বেঁচে আসে।

কারখান চাইলে আসে?
বনে পোকো বেঁচে থেকে পানে, এবন গ্যারান্টি নেই।
তুমি কুকুর করলে, আমানি কারখান বাসেন কুনি?

নেই?
এই বে কেলেন, কারখান চাইলে—
ও তো কথার কথা।

না, কুনি না, বাসেন কি বাসেন না।

তিক জানি না।

আমেন না। তা হলে কেলেন, কেন, কারখান চাইলে— যার কথা তাকেন
না।—আমানি খুব কারখান বাসেন, না।

পানকুনি ওপু কোথা একো কানা সেনে এল। অনেকদিনের বক কানপু
বোকার বকে হাসি।—আমিষ আনি না। তবে আনতে ইচ্ছ করে না। যাকে
পেছে যাব না, তাকে খুব আনতে ইচ্ছ করে। পুরুষীর পেটের জেতারার কী
হচে, আমাও খুব আনতে ইচ্ছ করে।

কোমরে কার কার্যক থেকে নেমে এল। পিছন পিছন কানাকে কানিসে
কুকুরি।

কী কুকুর করু? তোমার কামী বাসে।

শিক ন বো।

এই বে এই হাসি কুলাম।

হাঁয়ি, কুনি তাঁ গায়ে সীতে নেমে গোল। পাঁচিছে চুকে সাকেতে সাকা বক
করে নিলে।

কেকের পোলি। জোড়াত বায়ি যেনে বলেছিল।

সার, এখনও তো কেবল গাঁথিও আসেনি। কুকুরি আমাকে নালু।

রাজনে তো আসেন কথা। ও কেবলো।

আমেনি সারা। কেন কুলাম। মোহাইসা সুইচ আৰ।

তা হলে কুলো বায়ি বাবে না। তোমার বায়ির খুব কী কলাকুর কুকুর নলতে
পিলে।

কুনি, আর্টি যাবি।

আবি, বিলাপতা কুলেন্দে বিল অবিলাপ, কেমেন্দে পাইক হুরে পেলাম।

কুলেন্দে নিকুন্তা বাব পোকার নীরবকালে কেটে কুলেন্দে বিলেন্দে
শব। তুমি, তোমার বায়ি, পেটেই কথা বলছিলে ন। এত নেশেন্দে আমাকেই
কার্যকর হু। পাহিজে মাতেই বায়ি বলতে তেক কুলাম, পিং মিয়, চিলাপাঠা
এই অকলের একবার মানে। তুমি বলে উঠে।

কুকুরি কুলেন্দে বাবে। তুমি বলে উঠে।

কুনি। এখনও সুইচ না। গুলমারা, কুলপাশার মতো অভ্যন্তরণ নহ।
এখনে কু আছে।

বাসে কু আছে।

আপনি বাসে পাহেন। হিঃ মির, আপনি পাহেন।

একবার খুব পক্ষেন্দে। সব গাঁথি নহ এখন। তোমার বায়ি কলু।

আপনি কেন বিলিতার কথা বলছেন।

শক্ত কুলপাশারের জগল বিলেয়ে আছে বায়ি পক্ষেন্দে।

না।

সবা কুলের ছাঁচে আছে কু আভিনিট।

আপনি খেল মজার কো। তুমি হেলে উঠেলিলে।

এ কুলের কথা। দেখার বায়ি বলে পাঠ।

কেন। বাসে না। তুমি তৎক্ষণ বাসেলিমে—ভা আর ভালিমিট। ভা আর
কালিমিট। একেলের কবিতা। ওই কুলের কেনন কবিতা আপনার মনে
আছে।

এই পরিষ্কার প্রাপ্তে পক্ষেন্দে না খিঃ কুলপাশ। একবার খুলিমিট। তোমার
বায়ি বাসক বাসকে বসে।

চিলাপাঠা কুলেন্দে আভি খুলেরে পক্ষেন্দে বিলিমার হয়ে আছি। পরিষ্কার
বিলের একসূচী তোমেন্দে নিলে কামো হচ্ছে, লিল কেবল ন কেনেকোভে
এই কুলের কুল। আমানের মুলানুন মুলানুন একাতে পেরেলি। আভি এক
বকে যাবে পক্ষে বেগো। কেন আমু বোকার শুলিন্দু আছে, এগুলো দেখার উপর
নেই। আমেন লিলেন্দে শব শুকায় না, এমনো হৃতি বায়ি আছে। বে-কেনও
সব কাইসন এসে সিং লিলে আমাতে পুঁকে লিলে পারে, হাতি তার পুঁকে
গুচ্ছে আমারে আকারে মারে পারে। তুমি বাসে পাহেন বায়ি আমাকে হেলে ইচ্ছ করাইল,
তোমার বায়ি কী ভালবেন, এসে আমাক মাথাপত্ত আসেনি।

বিলু আছে নো? তুমি কুলের বাসে উঠেলিলে।

এই কু পাঠি আসন। প্রাইভেটেক বাসি। তোমার হান আছে, আলপুর পক্ষী
থেকে আমাক মারে। কেনেকোভে আভাস হচ্ছে আভি আমেনে
সুইচ। তুমি তোমার কুলে আভি আভি কুলে নিলিমার। আভি হেলাকে
কুলি কুলেন্দে বিলিমার।

একবার গলিমে চলো, গান্ধু-বেলিমার হচ্ছে সেবি

সুইচে পেটিয়ে পথ, লেটিয়ে সুইচে পথেরে।

কুলিকে নেবাকুলি হেলেনেলা।

কুলানুন থেকে সেই জ-বাবেন শুভান্তে বিলুক্ত—

আভি আভাস মেনে-আভা, আভি আভাস দেও কালু বালু

সেতুমাঙ্কুলি আভে কুল বাহেস আভু

বালুবিলুব আভা, আভে কুলু বালু

সুক্ষম আভা আভে নামু, নামুকুলা, কুলুন গাজাক

আভ আভ নামু এসে তামে আভে বার্মাকু যোকুন

কুল আভাস।

সব সুলু বালুনে থেকে বেশ বায়, বালো থেকে সীতী

শালসেতুনে সুষ্টা হাতিন নীচিতে বেলে বে।



তুমি আরও এগিয়ে গোলে। তারপর একটা গাছকে জড়িয়ে ধরলে। আর তুমি কাঁদতে শুরু করলে, কী ভয়ঙ্কর কাপছিলে তুমি, আমি স্তী করব ব্যাকতে পারছিলাম না। একসময় তোমার কান্দা থেমে গোল। তুমি কথা বলতে শুরু করলে, কার সঙ্গে।

একজন কেলে না কিন্তু দু খেকে সবচো� দেখে,
দেখা চোখ, দেখ টুকু, সৈকান্দ দেখা দুর্দণ্ড ছাড়ে
ও তিতাতে নে, তাকে বালো দেখে দেখে, কুকু
হয়েছে বিশেষী এস আজ এই বিষ জনসে।
জনসে কিন্তু কাজ তা কাজে অবিকুকুকুৰী।
সে মৃতি স্নানীকে আজ বারবোর প্রশিপাত করে
বিশে জনসে, আজ মানুষের হৃষে সে-ও প্রশিপাত করে
জনসে বিশে আজ, তাকে কুল দোজা না করিণও।
অস্যাকুল মেরুতি বাহি আনন্দি। তোমার বাহী বলে গঠঠঠ।
আমি হোসে বলি, আমি কাল রাজে কী দেশেছি হয়ে দেই।
তা হালে এক কু কবিতা মনে রাখেন কী করে ?
হয়ে জো রাখি না। তেক্তেই থাকে। চলুন, নমস্কার গাঢ়
পেছিতে আমি আপনাদের।

শুরু কলতে জলকের মধ্যে কাঁকেটা পুরোনে পাঁচিলের
জলসেবশের রঁজে গেরে। শুধুজ্বার বরুরের পুরোনে গড়,
ওপুঁ জ্বারাজের আহেরে। ১১৪৬-৬১ সালে সুরীন সে-ক
নেকতে ঘূঁটে পাওয়া নিমেহিল নমস্কারের গড়। তুমি এক
জ্বারাজ গাঢ়ি খেকে দেনে একবুল তারা পাঁচিলের নিকে

এগিয়ে লিয়েছিলে। তোমার বাহী গাঢ়ি খেকে নমস্ক না।
আমি তোমার পিছনে নিহানে। ক্রাইতার বলছিল, 'বেশি মূর
জাবে না যাইতাম।'

কেনাটা তিক ? তুমি হঠাৎ বলে উঠেলে।

কী ?

জনস বিদামে আছে, না, জনসে বিদাম আছে ?

আগমন কী হনে হৰ !

তুমি আগত এগিয়ে দেলে। জরুরের একটি গাছকে জড়িয়ে
দরসে। আজ তুমি ঠিকে তু করাবে, কী ভৱকর বিলেহিলে

তুমি, আমি কী করব কুকুতে পারছিলাম বা। একসময় তোমার
কান্দা দেয়ে পেল। তুমি কুর বলতে শুরু করলে, কর সঙ্গে,

গাছের সঙ্গে, না আমার সঙ্গে ? একা-এক করলে :

আসলে আমি পুরোনে এক বকের মতো সান।

মালিল সঙ্গে সমান্তরাল, কানুনের বকেলে...

মাজের মতো শব গাপি ঠোটের আবি আধা,

আসলে আমি পুরোনে এক বকের মতো সান।

কুকে পেটের বকেরে সেই শবকে নিই রেখে,



সত্য কী কাজে লাগে বলুন ? সত্য কি আমাদের আশ্রয় দেয় ? এই বেগাঞ্চাটাকে আপনি জড়িয়ে ধরেছিলেন, ওর নাম কী জানেন ? ওর নাম রামসূপারি। ওর কাণ্ডে আঘাত করলে লাল রাঙ্গ বেরোয়া। আপনি দেখলে সহজ করতে পারবেন না।

গৃহকে আর শিষ্টে হৃদয়ে পিণাট করি দেকে—

তিনি হেরো শিল ঢোকা, কিন্তু যা থাকে কীৰা,

আসলে আমি গুজোনে এক বকেতে থাবো সাবা।

কুল লিখেন আছো : আমি কুচোনে কাঠে থাকে উটি।

কীৰা—কীৰা—। আপনির যাইকৈ কাঠের প্রতিভিন্নত ঘুজিল জাজে।

—কেবলোট দেখে ? তাছামাটি এসে।

পটা।

কী ?

মাঝি স্বাতন্ত্র। বোবি : সহজেইন এই লোকটার সঙে থেকে পেতে হবে।

কাঠেত পারবেন।

বিয়ে দেও কোমেছিলেন—

হেলেকের জোমাটিলোক গুৱো বানানো, কানেন তো।

হয়তো। বাবোনে নব ? বিসেন লিয়, আমি কীভুন আজ কোনও সতাকে পুঁজতে চাই না। কেননও সিকাকে পৌঁছোতে চাই না।

কেন ?

সত্য কী কাজে লাগে বসু ? সত্য কি আমারে আকাশ দেয় ? এই বে গাঁথাটকে আপনি কাটিয়ে বাজাইলেন, ওর নাম কী জানেন ? ওর নাম রামসূপারি। ওর কাণ্ডে আঘাত করলে লাল রাঙ্গ বেরোয়া। আপনি দেখলে সহজ করতে পারবেন না।

তুমি বড় বেমুল। ইস্বরতে সূর্য থেকে দেখে আসা সূর্য হাসিত বয়ে। তুমি শাত শাতের নিয়ে বাজাইলেন, আমর বাজতা কোনো ?

কী হয়েছে ?

কেবল একটা পথ দেখে পারব মা।

গুরুকুরু তোমাকে হোই। পলক, পলক। তোমার জৰা এই গুৰি লিখতে লিখতে সূর্য কৃত রাতের বে পলক উঠে। তোমার জৰা এই গুৰি উঠে। তোমার জৰা এই আকাশের মতো যা উঠে। তোমার জৰা এই আকাশের আর পর্যট কলিয়া দৃঢ়ি।

জৰা ও কীৰ্তি। থেকে সূচি পেতে চাই।

যোক কা কাবেকুলি, যোক লা লা তা বাধকণিক হারী,

জৰা ও কীৰ্তি। তোকে প্রকৃতী সূচি পেতে চাই।

কৰা গুজা নৰেন লা লচে,

হঢ়ুন ও লোল সূর্য নৰেন না লচে,

বাস্তৱে কালমুনো লোকত কাবেৰি,

নৰেন যা পড়ে তাকে বাস কিমলা—

সূর্য দোক দেনে জৰানৰে যাতে।

পলিন আবার পাইত বেতে তোমাদের সঙে কলালে। তোমৰ নদীত কাহে প্রায় টা প্রায়ে উত্তোলিয়ে আবার। লিয়েতে সমাদানো অবস্থা, আর মাঝে বিভূতিতে ধীরেজ হীপুহ শীর্ষ বাসের জলল, কাকে বালা হৰ এলিয়াটি হাল। বাকে বাকে জল। তুমি অক্ষিনিয়েবল তাকিবে দিলে এই কলমাজুরে পৌঁছাইল নিকে। ইষ্টাং পেটিয়ে উঠেল, 'সুটা হাস, সুটা হাস !' কাহীত বাক দেখে গৰে বেলেছিলেন। মেঘে, মেঘে, বাবারি সুটো হাস। কেমন কলে তুম নিজে আবে

মাথে ?

ওরা সহিবেলীয়া থেকে আসেৰে।

সহিবেলীয়া ? তুমি আমার নিকে তাৰালে।

বী।

সন্দৰ্ভেছি দেখলো গুৰি হিসেন।

তুমি কে ? আমি তাৰালীয়া। একটা আলাদিৰ ধলেৰ নেৰী, যাবা দীৰ্ঘ পথ কালাভালোন চলেৰে।

ওই গুৰি পদিতেলোকে দেখত পাঞ্জেন ? আমি বলি।

বী—ওই হো—তাৰে নাম ?

বালোৱ বলে শাকুন্তলা। ইয়েলেজিৰে এলিয়ান সঁক হিল।

তুমি নীচে দেখে আপ কীৰ্তি আলাদেন নিয়ে দেখে চেৰিলো।

ওইলো কে আলোন ন হিসেব নিত। এলিয়ান যাসেৰ দিবলো কে কেৱলা পুঁজিয়ে বাকে কেটি জানে না। চিতাৰে কো পাবিলো।

তুমি যেনে উটেছিলেন। বলেছিলেন, তত আৰ কাহিনিলো ?

সেই তোমার দেখ কষ্টৰত ? আমি আজক তন্তৰ পৰি ? তত আৰ কাহিনিলো ?

প্রফুলি হোৱা জলে শিলেছিলেন। তোমার থেকে তোমার সাম আমাত কৰা বলা কৰ। যোৱাইলোৱ নেতোৱ দিপে তিলে অক্ষু দেৱ কৰে আমাতেন কৰা বলালীন। তুমি কৰতোৱ বলেল, মেলস্কুত এসে। আমি ওসব পাবি না। এই কৰাতোৱ কীৰ্তিৰে দেশবুলু, ই-মেইল আমি দুঃখে সিংত চাই না। পারলো যোৱাইলোৱ তুমি ফেলাবো। কিম ওট অক্ষিলে সেতোৱ, তাই পাবি না।

তোমার-আবার যত কৰা, সব এই যোৱাইলোৱ যোৱাম দিপে টিলে। চাইকৈকুৰিৰ সঙে এক অক্ষটোৱেন কীৰ্তি পৰামোৰে কৰা তুমি কি জানো ?

বীং দুজন সমাজীকৰণ কেউ কৰতে পেৰেলোনি। আমি হোকাকে অক্ষত পুঁজিলোৱ জলে সেৱেলোৱ। তা-ই সংৰেখ।

তুমি একমিন কলালে, কী কলাল ?





ଶ୍ରୀ କାଳିତାମାରୀ

ଏକାକିନ୍ତା କୀ ସେ ଭାଲୋ, ଚିଲାପାତା ଅରଣ୍ୟ ଧାକତେ ଧାକତେ ପେରେଛି । ଏକାକିନ୍ତା କୀ ଯେ ମହାର୍ଷ, ତୋମାକେ ବ୍ରାଂକ ମେସେଜ ପାଠାତେ ପାଠାତେ ବୁଝାତେ ପେରେଛି । ଏକାକିନ୍ତା କଣ ଯେ ଏକାକିନ୍ତା, ତୋମାକେ ନା ଦେଖିଲେ ଜାନନ୍ତାମାରୀ ନା ।

ଆମି ରାତ୍ରେପାରି ଗାହଟାକେ ଭଣିଯେ ଥାଏଇ ।
କେସି ?

କୃମି ଭଣିଯେ ହରେ ଲାଢିଯେ ହିଲେ ।

କୋନିବ କଣ ତୋ ଆମାତେ ପାରେ ।

ଆମି କଣ ପାଇ ନ ଶିଖିଯା ।

କୃମି ବି ପାଗଳ । ଚିର, ଚିର ଚଲେ ହେଲେ ।

ଆମି ଚାଇ ଏକଟା ବୈହିନ ଆମାକେ ଲିମ ଲିମେ ଏ ଟୋକ୍-ଏ

ଟୋକ୍ କରେ ନିବ ।

କୃମି ମନତେ ଚାଇ ?

ଭାବି ନ । ସାଇଇ ରକ୍ତରେ ଡିତରେ ପଡ଼େ ଧାକତେ ହାଇ, କୁଣିଯା ।

କୁଣିଯା କେ ।

କୃମି ।

ଆମି ତୋ ଶିଖି ।

ଆମି ତୋମାକେ କୁଣିଯା କଲେଇ ଭାବି ।

କବେ ବେଳେ ?

ଭାବିଲେ ଦେଇଲେ ଯେ ମିଳ ମେଲିଲାଇସ ।

ଆମି ବି ପାଇ । କୃମି ହେଲେ ଉଠିଲିଲେ ।

ଏକ ଲୋକା ତୋମାକେ କୁଣି କାମ କରିବାକି ।

ଆରା କଣ କହ ବଲେହିଲାମ ନା ଆମାର । ତୋମାର ମନେ ଆହେ

କୁଣିଯା । ଏକ ବାହେରେ ଏବେଳ କୁଣି ଯୋବାଇଲେର ବୋତାର ଟିପେ

ଟିପେ ଅକ୍ଷୟ ଦେଇ କରିଲାମ ।

ତାରଙ୍ଗ ଏକବିନ ଆମ ତୋମାର ଉତ୍ତର ଏଇ ନ ।

ଆମି କଣ କହା ଲିଖିଲାମ, ତୁ ଏଇ ନ ।

ଆମି ଦେଇ କଲାଇଯା, ତୁ ଏଇ ନେ । ଯାଇବ କୁଣିର

ଭିତର ଯଦି ଯେ ଜାମ କୁଣିଯି ଥାଏ... । ଏବେଳ ପର ଏଇ ଦେଇ,

ଟିକାରେ ତୁ ତତିରାରେ ଗାନ ।

ଚିଲାପାତା ଅରଣ୍ୟ ଦୂରତେ ଆମି ଏକ ଏକ ଦିନି ।

କବରରେ ମୁଖ୍ୟାମ୍ବି ଜଳ

ଏକଟିଟି ଆମ ବସେ,

ଅନାଟିଟ ଅନନ୍ତ ହିଲେଗାରୀ,

ଆମି ବୁନ୍ଦ କରି ବିଲେଗାରୀ

ଆମର ସମ୍ପର୍କେ ଏମେ ଭାବିନ ଆକୁଳ ହେଲେ ପଢ଼େ ।

ଏକୁଳ ବାଗାନ ହାତା ଏ-ଭାବରୀ ଅନ୍ତରେ କୋଣାଗେ

ଦେଇ ।

ଅନ୍ତରେ ସାଧାରଣକାବେ କବାରାଳୀ ହାତ—

ଆମର ସମ୍ମାନ ଆହେ, ସମାଜରେ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଆହେ

ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାନେ ।

ଏବା ଦେବ ପ୍ରାକେ ଏକ-ଏକଟିକେ କରିଲାମ । ଗାହଟା ଦୌହୋଲ
ଜୋଦାର ଆହେ । ଆମି ଅରଣ୍ୟ ଦୂରି । ତୁ ତୁ ବେଳେ
ମୃତ-ମୃତୀର ଭେବେଇ ଚଲେ ।

ଏକାକିନ୍ତା କୀ ଯେ ବରାର, ତୋମାକେ ବ୍ରାଂକ ଯେମେ ପାଠାତେ

ପାଠାତେ ବୁଝାତେ ପେରେଇ । ଏକାକିନ୍ତା କଣ ଯେ ଏକାକିନ୍ତା,
ଦେଇଲେ ନା ଦେଇଲେ ଜାନନ୍ତାମାରୀ ନ । ଅରଣ୍ୟ ଆମ ଆମି ଆମ
ଏକାକିନ୍ତା ହେଲେ ପେରି । କୁଣି ଥେବେ ସବ ଏକ-ଏକଟିକେ ମୂର୍ଖ
ହେଲେ । କୀ ଯେ ଜାମକା ଲାଗାଏ ।

ଆମର ଅରଣ୍ୟରେ ଯାଏ ଏଥି ଗୀତା ଖିଲ ଗାଇଛେନ । କୁଣି
ଆମର ପଢ଼ିଲ ହାନ... ।



ପ ଖ୍ୟ ଝନ



ଭୁବନ ଭାଲୋନାମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍କ୍ଷି । ହାଇଟ ପାଂଚ ମୁଟ୍ଟ । ଛାକିଶ ଇଥି
ବୁକେର ଧୀଢ଼ା । କୌଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌକଡ଼ା ଚାଲ । ଖୁବ ସଜ୍ଜ ଦେଇ ଚାଲେଇ ।
ଦେଶେର ବାଢ଼ି ରାସ୍ତାକ । ଉର୍ବର ବାପ-ମାଯେର ସଞ୍ଚ ସନ୍ତୁନ । ଏଇ
ପେଛନେ ଆରଓ ଦୂଜନ ଆହେ ।

୧ଳା ଦିନେ

ବିଲୋଦ ଘୋଷାଳ

ମହଳେ ଯୁଧ ହେବ ଉଠେଇ କୁକୁର ମନେ ଗଢ଼ି ଆଜି ଯାରାମିନ
କାଟିବେ । ମାନେ ବହି ଖାଟିନି ଆହେ । ଏହିନ ଏଥିଲ ମାଦେର
ସକଳ ହଟା । ଆନ୍ଦୂପାତି ମାସ ହଲେ ତୋର ହଟା କଲା ମେତ ।
ଆଜି ସକଳଙ୍କଠା କେବଳ ଦେଇ ହେଉଥେ ଆହେ । ଧାର୍ଯ୍ୟନେ ଆକଳଣ,
ହୃଦୟ ଗର୍ବ । ଯିବିହାରି ହାବେ କି ନା କୋଣ ଯାଏଁ ନା । ଯିବିହାର
ହେଉଥା ଖୁବ ନରବାତ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ହବେଲେ । ସକଳେ
ଦେବତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ, ତାତପର ବିଶେଷ ମେତେ ନରି ଆହେ ମୋର
ଆସାବେ । ଶୋଭନ ଚାଲ । ଯିବାନ ହେବ ଉଠେ ପାତ୍ର ହୃଦୟ ଟଟି

କରେ ଏକଟା ବିଡି ଧରିବେ ନିଲ । ଦୋର ପେଟେ କୁଟକେ
କୁଟକେ । ଗ୍ରାମଜା କୌଥେ ନିଯେ କଲପାତ୍ର ଏବେ ମୋହାର
ଯକ୍ଷମାଟିଟେ କଲ କରେ ପାତକମାଟ କୁଳ କୁଳ । ଏବାର ଗୋଟା
କାଢା ବୁଢ଼ି ଯିଲିବେ ବନେ ଧାରିବେ ଏଥାନେ ।
ଭୁବନ ଭାଲୋନାମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍କ୍ଷି । ହାଇଟ ପାଂଚ ମୁଟ୍ଟ । ଛାକିଶ
ଇଥି ବୁକେର ଧୀଢ଼ା । କୌଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌକଡ଼ା ଚାଲ । ଖୁବ ସଜ୍ଜ ଦେଇ
ଚାଲେଇ । ଦେଶେର ବାଢ଼ି ରାସ୍ତାକ । ଉର୍ବର ବାପ-ମାଯେର ସଞ୍ଚ ସନ୍ତୁନ ।
ଏଇ ଗୋଟନେ ଆରଓ ଦୂଜନ ଆହେ । ଶେଷନ ଯାଇ ଏକମିନ ଜାତେ

নকশা-র আল্পস কৃষ্ণ বাবা বখন খেত চাবের জন্ম হোতি
হলেন তখন বাবা নাড়ি নিয়ে বাবার গু হবে কৃষ্ণ
কালাকাটি করে নিরস করে। একজন সৎ পরিচালক চাহিবে
চার বাজারে পেটের দুর্ব সইতে পাশেনি বাবা। কবেকালে
পথেই যাইলেরিয়া হবে বাবা যাব। কৃষ্ণ বাবার স্বাপ্নতি
বলতে দুর্ব হবে একটা বাতি যাবি বাবি লালামা
একটা নাকেলান সেকেল। আটি হেলের বয়ে সৈ বাবি
আব বেলামেন সমান কাথ করতে নিয়ে চেন মেল কারণ
কলামে বালির চাবের পালিন্ডো বড় আব এক পাঠি বাবার
পামা কৃষ্ণ। সব ক তা বাবি কেবে। পেটি টান গুরুতেই
বে বাব হতো হাঙিয়ে গেল। কৃষ্ণ চলে এল টেলুবাটি।
সেকেল পেকেন কাফিকোমাল বাব। পাইসে বাকোনো টীকা।
মালিকের মাঝ হাতিবাস বাবার। বাকা-বাকুরা মালিকের
বাকুতে ছি। প্রদোকেন বাকুত কার্জত করে নিষ্ঠুর হয়।
হং-হং আজে এক বাবর গুর হতে জেল। সেকেল বাকি আব
বাকুরা হইল। পিউলির সবে দু বেগামায়েটি রচেছে।
গুঁজি শবিরে নিউলি কৃষ্ণ মেলকেলে কেল করে বাব।
'শনি তোকুরে নিয়ি খেটে বলিছি, আবি আভ কাটিকে
আলাকাটি বলিনি।' শনি তোকুরে ওপুর গাঁথির বিয়া
কৃষ্ণ। হাতে একটু তুলপাস নিউলিকে বিয়ে কোর
কোক হয়ে। বিষ্ণ এখন কে দু কান দু কানের চোকে
আকালে। পাই কৃষ্ণ দ্বার বাবে এই বেথেক্ত করে
এসেছে। প্রতি শবিরাত সংকেতে শনি তোকুরে অবিহ্বে এত
টাপ প্রশংসি নিউলি নিউলি আবে কেল কোর কৃষ্ণ।
আইলাকিট বলে নিউলের সুচীবে প্রম নিয়ে কোপন কুন
কুন। তবে দুকুলু বে গত মাসে পিউলিকে একটা জলন

পাড়ি কিনে নিউলে, সেটা ন বালা শনি তোকুর মোটেও
শাম কেলেন ন।

বেকেন লালীগাধেশ পুজোর বোগাঢ়, পিউলির গোকেনে
কৃষ্ণের পালকেলি বাজা কেলে আবে, সেটা কুন
কেলিকারি হেব তাৰ পোজকুক নেওয়া, আইলাকিমেজেও
আৰি জুয়ায়ে, তাৰ খোলা। দুনি লালিত আৰ জুলীনামাত
বালা লিয়ে লেকান সাকাজানে, লাল শৰকেটের জন্ম বাবকে
বাবকু... উ উ উ ক হ হ...! এই মধ্যে আপো আব এক
নেলেন। বাবকে পোক পোকে লিউলিকে কোকাইলে দুই
নিউলি কৃষ্ণ। সুইকু আৰ বাবায়ে, কারণ শী। কালুকু
নেলেন। সাগুলিম বাজ কার্জত কুন সকল গান্ধীয়ে
মুশুর আৰ দুনু পঞ্জিৰে সংকে। একবারাবে দেলন তেলেনি
নিউলি। আব একুন্দু বেলি কুনো নিউলির কুন ঘোন পঞ্জে
কৃষ্ণ। আবে পেশের বাকিতে বাকেত পৰলু দেলেনি নিয়ে
জ্বালা ভুলেক জেল কুনো। তাবে পিউলির সুন সাগুলিম
হেলো দুর্গ। তেলেনাতা, কার্জত কৃষ্ণ, কৃষ্ণকি মালী,
নিউলি। সাগুলিমালা জেলেন কুনোত কৃষ্ণ বাজ লক
কুনে ঢেকে বাবে বাকত লিউলি... উক! গত বহুবেও
বাকেলি... জালার মে কুনো...! এখনে এসন বেগামাদেৱ
বালাগ দেই। সাগুলিম বোকার কেলন তোকানে নেই মে আব
নকুন বালে বাকারে প্রথম। বাবে সাগুলিম এলাকাকী
বোকেক মহোতী হেটকি মাহের মুখ কুনে বাস রেছে।
অলুন তুকু এক জালাকাক দোব বিয়ে কুনো। কৃষ্ণ কালী
বা শী, এবন কুয়াক ইত এই নিয়ে তেব কুনো কুনো কুনো কুনো। একটা
বেকাপ একুন্দু বিলুকি কুনো হত ন। সুন্দৰে বেলন পিউ
হত ন। বালি নিউ ইঁজত বলে কেৱল হেলেকেও কুনো ন





প্রতি শনিবার শিউলি ভুক্ত মোবাইলে কোন করে বলে, 'শনি ঠাকুরের দিনি কেটে বলছি, আমি আর কাউকে আইলাবিউ বলিনি।' শনি ঠাকুরের ওপর গাঁজীর বিদ্যাস ভুকুর। হাতে একটু টাকাপয়াস জমলে শিউলিকে বিবে
করার হেবি ইচ্ছে।

କିମ୍ବା ଦରନ ହା, ତାଙ୍କ କାଳର ଅନୁଷ କଥା କିମ୍ବା ?
ପେଟକାଳୀ ଶୈଳିନ ଚାରେରେ ମାରନେ । ଗ୍ରାମୀଣ ଯିବ ହେଉ ଧାରା ଏହି ପଦେ
ହାତି ହାତ ଦେଇ କରିବାକୁ କରେ ତେବେ କେତେ ଆଜି ଶରକାରଙ୍କାରୀ । ମହାନାନୀରୀ
ଯାହାକିମ୍ବା ଖୁଲୁ, କୁଣ୍ଡଳ କରେ ମାତ୍ରାମାତ୍ର ହାତୁ । କୁଣ୍ଡଳ କରାକି, ଏହି ଲୋକ
ଏତ କାମରେ କରେଇ କୋଣାର୍କ ଯାଏଇଁ ମାତ୍ରା, ଏହାରେ କାମରେ କରେ କାମରେ
ହେ ତୋ ବସନ ହେଇ । ତା ହେ ?
ଆ ହେବାକି ଜାଣ ଏହି ଏହାକି ନାହାଇ । ଯେତେ ଏହାରେ ଆହୁମାର ଜେବ ବୀରିନ୍ତରେ
ପଢନ ଜୋକାନେ । ଦେଖି ଲିବା । କ୍ଲେବେଲିନ ବିକ୍ରିକାରେ ଲାଗି ଆହୁ କ୍ଲେବେଲିନ
କାମରେ କରେ କାମରେ କରେ କାମରେ ।

—**বাবু** শামা আপনি কান্দাল করে থাকে ?
—**বাবু** এখন, প্রেমে তোমি সিং ?
আপনি আপুর সিংহে—**বেগ করেন্টে ডেলাই**—বাজার অন্তরে রঞ্জনকাণ্ঠ।
এর মাঝেই পাখি কান্দালের কথে আসার কল্পনা হয়েছে, লম্ব রাতের নতুন
বাজার পিচারে আমা মাঝেমধ্যে মিলিষ্ট পদাম্বর কৃষি ফুটেছে—**বাক গো**,
কান্দাল পিচারে নিয়ে, প্রেম পেয়ে ছেড়ে দিল। কান্দাল পিচারে নিয়ে বেগ করে একজন
লালুকা কৈন এই প্রদৰ প্রেমের জন্ম। প্রেমের অভিযোগ।
কুকুর কী করেন কৃষি পাখিলাভ ? আজে কান্দালের দেয়ে নাকি আলিঙ্গন ?
প্রদৰ নাম পিচিল পাখিলে ? পঁচটু কুকুর, কেবল কোরে একটী পথ হাত দেয়। (যা...)
শামকালীন পিচারে আজ আলো দেখে আর কৃষি পিচারে নাক্ষত্র পিচারে গুরু উঠেছে। (গো
পেকান অল্প পিচিল) কুকুর কুকুর মালিক কৈনে পিচারে। পুরুষ কৃষি
বাসে দাক্কানে, আপনার পিচিল একটু নাক্ষত্র দে। আর পাশ দেন। তে কুকুর
কুকুর দেন। আপনার আলিঙ্গন কিনু সুন করে পেরে পেরে পুরুষ কৃষি পিচারে
পিচারে পিচারে পিচারে পিচারে। হী কুকুর পিচারে কী ? পিচারে পিচারে জান নন। কুকুরে
পিচারে পিচারে পিচারে।
ও আজো—**পাখি** কী করানো ? কুকুর আবাক প্রথা !

—କୋଟିବନ୍ | ଯେତେ ମୁଖେ କୁଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ | ଅଗ୍ରମ୍ କାହାର କଣ୍ଠରେ

—**आपनी जाति के लोगों को आप क्या कहते हैं?**

— शास्त्रीयी लेखकों का विवरण

—प्रायः लोके यात्रा / विश्वसी देव तथा यात्रा गाय चतुर्वर्षा

—ঈ, আমি পুরুষ কল্পনার মেলে করবো। স্থানীয়ক করে। কালো নিশ্চিক
আম হাতিয়ে গলে টেক্সেন করবোক। এই মহানূর কাব দেন মিঠির লাজেভে
হাত ধোয় পথে দেখে। কিন্তু কিংবলে আগো পুরুষ হচ্ছে দেশী।
প্রেমের বার্ষ মিশেয়ে মাঝেয়ে হাতাহত হচ্ছে হাতে। আম এক ধী-সুর
প্রেমের মিশেয়ে দিয়ে যাচ্ছে, উদ্বৃত্তিপূর্ণ প্রেমী। কালো কালো একটা
কীর্তি দে করে না, একটা হোটি পার্কটেও দাঢ়ো করে সামাজিক পারে না।
কুই, আম কাবক হাত ধোক দেও পড়েন। হাতাহতে দে কাব পাইজি ফেলেন
অশ্রুক করে হচ্ছেন এমন সুর করে নুন সুন সুন সুন। প্রেমের কাব
করে হচ্ছেন পুরুষ হচ্ছেন। এই প্রেমীক কব কলে দেখে হচ্ছে প্রেমীক
আম ন খেলে বাড়িতে কুকুর পরামর্শ ন। এমিকে দিয়ে আমার কুকুর
পোকো দেখে যান। আমু দোক পারিয়ে এলিঙ্গ-এলিঙ্গ আকাশেন্ম। ঈ ব্যক্তি

କେବେ ଲାଗେନ ନା ।
—ଶେଷେଇ ପୋର୍ଡି ସୁଳ୍ଲ ଆମଟି ବିହିତ ଚିନ୍ତାର କରେ ସେଇଁ ଦୂରଜ୍ଞ ଉଠିଲାଗଲାନେ । ଶାକର ମୁହଁରେ ପିଣ୍ଡକାଳାନେ ଟାଙ୍କାନେ ଏକଟି ମହିନ ଯାକେଟିନେ

ଦୟାବନ୍ଧେଶ୍ୱର । ଏହି ବାକିତ୍ତେ ମେଲାମ ପାଇଲା ।
ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାମେ ଏଗାମୋଟା । ଚିକିତ୍ସକ ମୁଣ୍ଡ ଲାଇଁ ଅଳ୍ପରେ-ନିମିତ୍ତ । ମୋହନେଟ
ମେଲେ ଥାଏନ୍ତି ଏଗାମୋଟା । ଏକମଧ୍ୟ ତାମେ କାମୋଟାରେ ଥାଏନ୍ତି । ଏକମଧ୍ୟ ମେଲେ
ନିମିତ୍ତ ଥାଏ । ଚାମିକିରଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେବେ ଏକିକିତ୍ତରେ କାଳ ଲାଗେ ଥାଇପାଇଲା ।
ମହିମ କିମ୍ବକ୍ଷୟ ଆମେ କୁଣ୍ଡ ଥାଏ ବାବି ଦୂରୀ କାହାରେ ହେଲେକେ ଅବଳାପ କୁଣ୍ଡ
ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବକ୍ଷୟ କରି ଥାଇଲା । ମୋହନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁଲିବିଲେନ୍ତମେ ମିଳି । ମୋହନ
ମେଲେ ଖିଟ ପେରେ ଥାଏ କୁଣ୍ଡ । ଏକମଧ୍ୟ କାମୋଟା ମେଲେ କାର ଘାରରେ ଥିଲା
ଥାଏ । କାମୋଟାରେ ଥିଲା କାମୋଟା ଥାଏ ଯା ରକ୍ଷଣରେ ଥିଲିନ୍ତିରେ ଥିଲା
ଏ ଶରୀର ରଙ୍ଗରେ ଥାଇଲା । ମୋହନମନ୍ତର
ପୋକାରେ ଥାଇଲା ଏହି ଦେଖି କୁଣ୍ଡ
ନିର୍ମଳତା ମେଲାମ କରି ଥାଏ । କାମୋଟା
ମଧ୍ୟ ଥାଏ ବହୁତ ଏକ କାମୋଟା

ଆପିଲେଟ୍ ଏହି ଲିଖି ଥାଏ । ଆଜ
ଏହି ନୂତ୍ର ଲିଖି ଥାଏ । ଏକବାର ଥୋ
ମେଲ୍‌କେମ୍‌ବର୍‌ର ଡାକ୍‌ତଙ୍କର
ଦେଖାଇଲା । ଡାକ୍‌ତଙ୍କର
ଗୋଟିଏନାରେ ଏହି ବାଚିତ୍ୱକୁଣ୍ଡି ଲିଖିଲା

ବୈ ଶାହୀ



ତା ହଲେଟା ଜାନା ଗେଲ ଏକଟୁ ପରେଇ । ଗୋଟି ଏଲାକା ଆଚମକା ଯେଣ କୌପିଯେ ପାଡ଼ିଲ ଦୋକାନେ । ଭିଡ଼େ ଭିଡ଼ । ଠେଳାଠେଲି କିନ୍ତୁ କଣେର ମଧ୍ୟେଇ ପ୍ରାୟ ଚାଲୁଛି ଆମାଜାଖାମିଚିତେ ପରିଷଂଗ ହଳ । — ଓ କାକୁ, ଆମ୍ବାଯ ଆରେକଟା ଆସିକିରିମ ଦାଓ ।

ପାକେଟ ଆର ଆଇସିମ୍ ଡିନ୍‌ଟେ ସମାନ ଭାବ କରେ ଏକ ଭାବ କୁଟୁମ୍ବ କବା ଦେବେ ଦେଲେ ଗୋ । ମେବନ-ରାଜା ଥି-ଥି ଦୂର । ଜାତୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ତାହାର । ବିଶେଷ ପେଟ ଚାଁଦ-ଚାଁଦ କରିଲ କୁଟୁମ୍ବ । ରାଜ ଦେବର ମାତ୍ର ମେଟି କେବେ ବରବ ତା ହେଲେ ଦେବେ ଥେବେ କାହାତ ନେଇ—ଏହି ବିଶେଷ ମେନେ ଏକଟା ପାକେଟ ପୁଲୁଳ । ଏକଟା ନିରାକି, ଏକଟା ଲାଜୁ, ଏକଟା ପକା ଅତି ଦୂରୀ ଚାମତ । ଶଳା, ଏଇ ପାକେଟର ଜାନ ସକେବେଳେ ଏତ ଗୋଟା । ବେଳେ ବେଳାମେ କେବେନିମେ ଲାଇନେ ମେଟ ବେଳାମେ କରିଲେ ଏଇନ ବିଶେଷିତ ହା ନ । ଦୂରୀ ପାକେଟ ମୁହଁରେ ତେ ସମାକ କରେ ଦେବେ ପେଟ ଭାବ କରେ କଲ ଦେବେ ନିମ କୁଟୁ । ଆଇସିମ୍‌ଟାଙ୍କେ ପାରେ ପାରେ ହେଲେ । ସାତାରାବ କେନେଥ କାହାରେ ହେଲେ ନା । ମେବନ ବର କରେ ରାଜାର ବେଳେ । ଓ ବେଳାମେ

ବଳାଇ । ତୁ ହାରିବୁକୁ ଶୋବ ଯାଇ, ପରେ ପରିଷଂଗରେ ଥିବା କେ ଜାନେ ? ଯାତାପାଇ ପଞ୍ଜିତେ କୁକେ ଗେଲ । ସବା ଯାହାର କୁଟୁମ୍ବ ଏକବା । ସାମାଜିକ ଏକବରାତ ନିଉଟ୍ରି ମେନ କରାଯାନ । ଯାତା ଆବର ପରିଷଂଗରେ ଭାବେ ଉଠିବେଇ ପାଟାଟେ ପାଟାଟେ ପରିଷଂଗର ବାହିନୀରାମ । ମେନେ ଏକବେ । ନିଉଟ୍ରି । ଦେବେ କର ପୁଲୁଳ କୁଟୁ । 'ଆଜ ସାମାଜିକ ତୋରର କବ କୁ ମନେ ପରେଇ । କିମ୍ବ ମୋହିଲେ ଏକବରାତ ଚାର ଦିନ ନା । ସାମାଜିକ ମୋହିଲେ କିମ୍ବ କବ କାହିଁ ଲିଖ ପାରିଲି । ଏକଟୁ କାହିଁ କାହିଁ ଏକବେ । ଓ ତ ମରବର । କୁ କୁ ଭାବେନାମି । ଦେବେକି ପଢ଼େ କୁଟୁର ମନ କାହିଁ କରେ କୁଟୁମ୍ବସେ ହେଲେ ଉଠିଲ । ଆର ଆର ଆଇସିମ୍ବିଟ ଶୋବ ହଲ ନା । ତା ବଳେ ତାମୋହାନି । କେବ ଲାଗିଲ କିମ୍ବ କୁଟୁମ୍ବ । ଟିକ କୀରକମ ଜାନ ଦେଇ କୁଟୁମ୍ବ । କବ କୁଟୁମ୍ବ, ଅନରକମ । *



ମି ଟ୍ରୀ ଘ



ଫିରେ ଦେଖା

ଦେଇ ଅନୁଭିତି ବାଜା ଆର ଅଭିଭାବକେର ତିଡ଼େ ସବଳକେ ଏକରକମ ଦେଖାଇଛେ, ତବୁ ଦେବପ୍ରିୟାକେ ଆଲାଦା କାର ଚିନେ ନେଇଥା ଯାଏ । ଆଗେଥି ଏରକମ ଛିଲ । ବିକେଳେବୋ ପାଡ଼ାର କୁଳ ଥେକେ ନିଜେର ଭାଇକେ ନିତେ ଆସନ୍ତ ଦେବପ୍ରିୟା ।

ସୁବ୍ରତ ସେନ

ଦୂର ଥେବେ ଏକ ଘଲକ ମେଖେଇ ଚିଲିତେ ପାରଲ ଟୈପିକ : ମେଖିତା ହୀଁ, ମେଖିତା ହୀଁ, ମେଖିତା ହୀଁ । ଏକ ଲିଙ୍ଗ ପାଠ୍ୟରମି । ସାମାନ୍ୟ ଏହି କାହିଁ ହୋଇଥାଏ ହାତେ, ତବେ ଦେଇ ମେଖେ ପରେ ମହାର କିମ୍ବା କିମ୍ବା ହାତ । ବାରିକିରେ ଏକ । ବାଜା ଲିପି ହେଠେ ବାନ୍ଧାର ଭଲି ଏକବେଳେ ପାଠ୍ୟରମି । ଓଁ ଯାଏ ଲିଲ ପରା ଅବଲାହ ମେଖି ମେଖିତାର ଏଥିରେ ହୁଣ୍ଡିଲାର କୁଣ୍ଡି ପରାନେ ।

ମେଖିତାର ମଧ୍ୟ ପାଠ-ହବରେ ଏକ ବାଲକ । ମେଖିତାର ନିଜେର ହୋଲ ହାନେ ହାତ । କୁଳ କ୍ରେସ ପରା । ଏଥିର କୁଳ କୁଣ୍ଡିଟ ନାହିଁ । ଚାରିମିକ ଅନେକ ବାଜା, ତାମେର ମାନୋଦେଇ ତାତ ଥରେ କୁଳ ଥେବେ ଯାଢି କିମ୍ବାହେ । ଦେଇ ଅନୁଭିତି ବାଜା ଆର ଅଭିଭାବକେ ନିତେ ସକଳକେ ଏକରକମ ଦେଖାଇଲେ, ତବୁ ମେଖିତାକେ ଆଲାଦା କରେ ହିଲେ ବେଳେଇ ଯାଏ । ଆଗେଥି ଏହିକମ ହିଲ । ହିକେଳେବୋ ପାଡ଼ାର କୁଳ ଥେକେ ନିଜେର

ଭାବିତ ନିତେ ଆସନ୍ତ ମେଖିତା । ଏଥିନ ମେଖିତାର ସମେତ ବାଲକଟିର ଯା ବରାସ, ତଥାନ ମେଖିତାର ଭାଇରେ ହସମତ ଦେବକମ । କଲେଜ ଥେବେ ଦେଇର ପରେ କୁଳ ଥେବେ ଭାଇକେ ନିତେ ଆସନ୍ତ ମେଖିତା । ହେଠେ ବିଲାତ ଏହି ଭିଲିଯା ।

କୁଳ ଥେବେ କୁଳ ହାତ ମେଖିକି କୌଣସି । ସରା ଆନେକ ବଳେ ଗୋଟି, ଯାହା ଅନେକ ବରା ଗାତ । ତବୁ କୌଣସିରେ କୁଳକାହେବେ ଥାମି । ଅବଲାହ ହୀଁ କୌଣସି । କିମ୍ବି ଲିମିସ ମେଲ ହାତ କଳନ୍ତ ବଦଳାଇ ନା । ଥାର ପ୍ରାମେର କୁଳକାହେବେ ତାର ମହୀ ଏହି । ମେଖିତା ଏହିକି ଆସିଛା । ହୋଲେ ମଧ୍ୟ କଥା ଏବଳତେ ହୋଲାଟ ଖୁବ ମିଟି, ଏହି ବରାର ସବ ବାଜାହି ଏରକମ ମିଟି ହାତ ବଳେ କୌଣସିର ଧାରାପା । ମେଖିତାର ଭାଇଓ ଏହି ବରାର ଖୁବ ମିଟି ହିଲ, ତବେ ତାର ଜୋଧେ ଜୋଧା ହିଲନ । ଏହି ହୋଲାଟର ଜୋଧେ ଜୋଧା ହାରେ, ଯାହାର ପାଠ୍ୟରେ ମହାର ଗୋଲ



ପେଟି ଚଲମା । ଆଉକଳ ବେଳିର ଭାଗ ଯାଚାରୀଇ ତୋଷେ
ଥାକେ । ତାମେର ହେଟିକେଲାର ଏକ ଚଲମା ପରା ଯାହା ଦେଖେ
ନା ।

ମେବିକ୍ରିଟାର ଡାଇଟେର ନାମ ଛିଲ ପଣ୍ଡୁ । ଏବନ ନିଜର
ଥାର୍ଡ ହାତେ ଦେଖେ, ରାତ୍ରାର ମେଳେ ତାକେ ଠିକ୍ରେତେ ପାଇଁ
ଟୋପିଶ । ମେବିକ୍ରିଟାର କୋନାର ସବୁ ହଜନି ସମ୍ମିଳିତ
ହେବେ କୃତିକାରୀ କୁର୍ରା ସାଂଗାତିକ କୋନାର ବାବନ ନାହିଁ ।

ହେବିନ୍ଦା ତାକେ ମେଘତ ପାଇନ ବୋଲ ହଟ : କବିତା
ପେରାଇଁ : ଯେତେ ନ ମେଘତ ଗାନ୍ଧାର ତାମ କର ଚାହୁଁ
ନିତେ ବାହୁ ତବିରାହ ହେତେ ଯାଏ : ମେଘିନ୍ଦାର ଏହି
ଶବ୍ଦର ତଳିତ ଏକ ବରଣ ଉପରୁ ଥାଏ : ଆହେ
କାଜିର କାଙ୍ଗ ନା-କାଙ୍ଗ, କାଙ୍ଗ ଏହି ମୃଦୁତାର
ଥେବା : ସବ ମୂର୍ଖୀର ଥାଇ, ମେବିନ୍ଦାର ଏବାବର
ବଳାଇନି ଏତୁତୁକୁ !

একটা সহজ ছিল মনের জীবন্যাপনের প্রতিটা কথা জুড়ে দেবনিঃশ্চার উপস্থিতি ছিল। শান্তার ঠিক ঘোড়ের বাড়িটার পিছনের অল্পে ভাঙা কাষাণ দেবনিঃশ্চারা, সৈই বাড়িটা উপস্থিতিকে তৎক্ষণ বন্দে ফেলিবারা আজ্ঞা মারত, সিগারোর খেত, শান্তার বড়ো পাপ সিলে গোলে হাতের কাষাণের

ଜୀବନରେ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୋଣ ଯାଏ ନା । ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ
ବାହାର ପାଇଁ ପାଇଁ ତେବେଳେ ଜାଣ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଥାଏ, ଏକ
କାମରେ ଅଲାପ ଆଶ୍ଵିନାମାତ୍ର କମ ସବ କିମ୍ବା କୁଟୁ
ମରେ ଦେଇ । କୌଣସିଦ୍ଧି ଦିକ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ, କାହାରୀ ଏକ
ନାମିକ ଛାତ୍ର ଜାଗାତିକ ଅମ୍ବ ସବ କିମ୍ବା କମରେ ଅବହେଲା
ଦେ
ଶରୀରରେ ପାଇଁ ପୋକିଲି ମିଳିବା ଜୀବନ ହେବେ । ଲେଖି ସମ୍ବନ୍ଧ
କୀର୍ତ୍ତିରେ ଆଶ୍ଵିନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁଲି ମେଲିନିଦାତା—ଏହା
ପାଇଁଲି ବ୍ୟା ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ



କଥା ବଲାତେ ବଲାତେ ଦେବପିଯାତା ଏକବରା ମୁଖ ତୁଳେ ତାକାଳ । କୌଣସିକେର
ଦିକେହି । ଚୋଖାଚୋଇ ହତେ ଚୋଖ ସରିଯେ ନିଲ, ପରମୁହଁତ ମନେନିବେଶ
କରିଲ ପୁଅର ସଙ୍ଗେ କଥୋପକଥନେ । ଦେବପିଯାତା କି କୌଣସିକରେ ଚିନାତେ
ପାରେନି । ନାହିଁ ହିଚ୍ଛ କରେ ଚୋଖ ସରିଯେ ନିଲ ।

କରିବେ ଯାତ୍ରା ଏକାଟୁ ଦୂର ଥେବେ ମେଲିଶାହାର ଲିଙ୍କେ
ତାଳିରେ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ଲାଗିଲା କୌଣସିବେ ।

କ୍ଷେତ୍ର ବଳାଟେ ବଳାଟେ ମେହିନୀତା ଏକବାର ମୁଖ ଦୂଲେ ତାବାଳ ।
ଶୀଖିବାର ଲିଙ୍କେଟି । ଚୋପାହୋଣି ହାତେ ଚୋଖ ସରିଯାଇ ଲିଲା ।

संस्कार विद्या का अध्ययन एवं विज्ञान का सम्बन्ध।

ବୈଶିକ ଅର୍ଥନୀତି ସମେଜିତାକୁ ଅଧ ଦିଲେ ଲେଖିଲି, ଅର୍ଥନୀତି ରହ ମେଲେପିତାକୁ ଦେଖ ତାର ଶୂନ୍ୟାବ୍ଳୋ ଧାରୀ-ନାଗାରୀ ଅନୁଭୂତିତାକୁ ଦିଲେ ଆପଣଙ୍କିଲି । ମେଲେପିତା ଧାରୀ ସମ୍ମିଳନ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ଯଥାନୀ ଦେଇ ତାର କିମ୍ବା ମେଲେପିତାର କାହା ନିରାକାରୀ କାହାକୁ ଉପରେ ହୁଏ ତାର କାହାକୁ ଉପରେ ହୁଏ କାହାକୁ ଉପରେ ହୁଏ । ହାରେବେ ନିରାକାର ପରିଷକ ଦିଲି କାହାରେ, 'ଦେ ବୈଶିକ' ଏହି ନାମେ ଦାରୁକେ ଦିଲି ଯଥେ ତୋ କାହା ନାହାରେ ?'

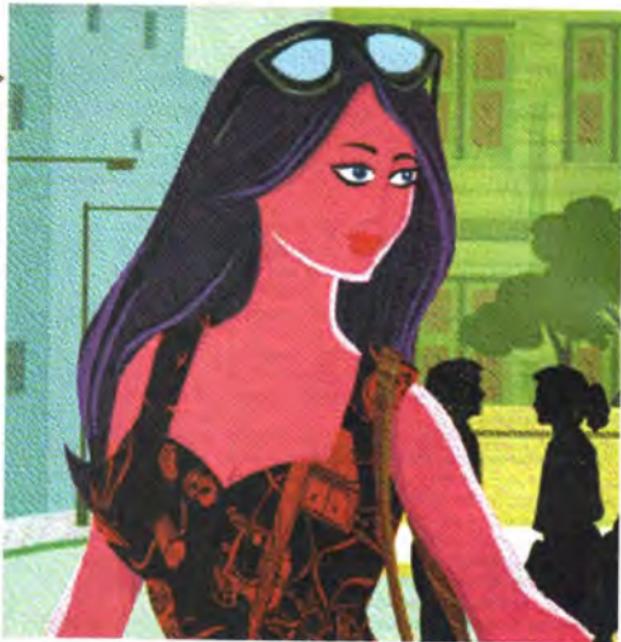
କୈମିନିକ କି ତଳେ ଥାଏ ତାର କାହାରେ ଉପ୍ଲବ୍ଧ ? ତା ହେଲେ ଦୟାରେ ମେଲେବିଜାକେ ଦେଖେ ମୌଳିକ ଶତ୍ରୁଵିଳି ବେଳ ! ବେଳ କିମନ ହେଲିଲି ଶୀଘ୍ରବନ୍ଦ କରିବାକୁ
ଅନୁଭୂତି ପାଇବାର ବିଷୟ ନା । ମୌଳିକଙ୍କ ତାରେ କିମନେ ଥାଏନା ଯା ତାର ଦୟାରେ
ଥାଏନା, ଅତିକର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲି ମା ତାମର ସମ୍ପର୍କ । ଚିମେ ନା ତାମର କାନ କରିବା
ପାଇଁ ବ୍ୟାପ ଦେଖିଲି । ଚିମେ ପାରେବେ ଆପଣି ହେଲା ଯେତେ ପାରା । କଥା କଥା ନାହିଁ
ପାଇଁଥାଏ । ଅନେକ ନମାର୍ଥୀ ଦୟାବିତ ମହିଳାମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁବନ୍ଦର କାମ କରିବା
ବିଷୟ ନାହିଁବାକୁ ବାକିରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ । ତା ଦେ ଯୋଗେବେ ଶୀଘ୍ରବନ୍ଦ
କରିବା କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ ।

ନା, ଟେଲିକମ୍ ଲୋଡ଼ାର୍ ମେବିଜିଟା ଜାକ ମେ ସମେତ କୋଣାର୍କ ଖିଲୁ ନା ବଳେ ତାର ଜୀବନ ଥେବେ କଲେ ଗୋଛିଲା । ହେ ସମ୍ପଦିକାକେ ଟେଲିକମ୍ ଅଣ୍ଟ ବେଳେ ଜାହାତ ପିଶ୍‌ଚାରେ, ଶୈଖ ସମ୍ପଦ ହେଉ ଅବ ଏକାଟି ଯୋଗର ନାମ ବୁଝେ ବେଳାତେ ଏକ୍ଷତ୍ର ଯାଇଲେ ମେବିଜିଟାର୍ । ଯାଇ ଡନ୍ଡା କାରାର ମ୰୍ମାଣି ମେବିଜିଟା, ଏକମାତ୍ର ରହିଲା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାବହାରର କହି ସବୁ ଦେବ ଗୋଟିଏ । ମେବିଜିଟାଗେ ଆଖା ବନ୍ଦ ହେବେ

ପିଲୋଇ ; ରାଜ୍ଞୀ ଦେଖି ହୁଲେ ନୀ-ଚଳେଇ କାଣ କରେ ମୁଁ ଡାରିଯା ହୁଲେ ଦେତେ କଥା କରେଇଲି । କୌଣସି ଦେଖି ମହାନୀତୀ ହାତ ମୟ କିମ୍ବୁ ହାତାତେ ବାସେଇଲି । ତିନ୍ତୁ ହେଁ ଉଠେଇଲି କେ, କାଳୋନୀବା ବଳେ ଆସାଲେ କିମ୍ବୁ ହୁଲେ ନା, ଏବନୀତୀ କାହାତେ କଥା ବାସେଇଲି କେ ।

କୌଣସି ଏକା ନୀରାଜନ କେଳାନ୍ତିରୁ ପୂର୍ବିତ ତିତେ ତିତ୍ତାତିଲୋ କୋଶର ନା
ହେବାର ଓ ଲାଗି ଯେବେ ଘୁଷିବେ ଥେବେ ଯାଏ । ଏବନ ମେଲିଫିଟାକେ ମେଖ ଦେଇ
ତିତ୍ତାତିର ପୂର୍ବିତ ନା ତେ । ଯାଇ ଦେ ମେଲିଫିଟାକେ ଆଜିକାର ଦେ ଯେ
ଅବସରେ ପୀଠିବେ ଥାଏ, ତା କାହିଁ ଉପରେ ଘୁଷି ହେବ । ବେଳେ, “କୁନ୍ତି ଆଜିର
ଆମର ହେତେ ତାମ ଦେଲେ, ଦେଲେ ଆମ ଆମି କୋଣାଟ । କୁନ୍ତି ଆଜିକାର ଯାଇଲୁ
ତୋରେଇଲା ତେ, ଯାଇ ପ୍ରଥମ କରେ ତିତ୍ତାତି ଯାଇ ଆମର କାହାରୁ ନେଇ ।”
କୌଣସି ଏକା ନୀରାଜନ କେଳାନ୍ତିରୁ ପୂର୍ବିତ ତିତ୍ତାତିଲୋ କୋଶର ନା
ହେବାର ଓ ଲାଗି ଯେବେ ଘୁଷିବେ ଥେବେ ଯାଏ । ଏବନ ମେଲିଫିଟାକେ ମେଖ
ଦେଇ ତିତ୍ତାତିର ପୂର୍ବିତ ନା ତେ । ଯାଇ ଦେ ମେଲିଫିଟାକେ ଆଜିକାର ଦେ ଯେ
ଅବସରେ ପୀଠିବେ ଥାଏ, ତା କାହିଁ ଉପରେ ଘୁଷି ହେବ । ବେଳେ, “କୁନ୍ତି ଆଜିର
ଆମର ହେତେ ତାମ ଦେଲେ, ଦେଲେ ଆମ ଆମି କୋଣାଟ । କୁନ୍ତି ଆଜିକାର ଯାଇଲୁ
ତୋରେଇଲା ତେ, ଯାଇ ପ୍ରଥମ କରେ ତିତ୍ତାତି ଯାଇ ଆମର କାହାରୁ ନେଇ ।”





କିନ୍ତୁ କରନ୍ତେ ପାରେନି ସେ ଦିନ କୌଣସି । ଏକଟା ଝୀକୁନି ଦିଯୋ କୌଣସିକାକେ ଛେଡ଼େ ଦିଯୋଛିଲ ଛେଲେଟା । ତାରପର ବଲେଛିଲ , "କଥନେ ଯେଣ ଘୁରଘୁର କରନ୍ତେ ନା ଦେଖି । ତୋର କୋନେ ଓ ଧାରଗା ନେଇ ଆମି କେ । ଶାଳା , ଲୁଜାର । ବାଟାର୍ଡ ।"

ଥବି— ଯାର ଭବିଷ୍ୟ ନିଯେ ସବଳେ ନୟିହାନ , ତାର ସମେ ଏକଟା ମେରେ ସଂପର୍କ ଚିହ୍ନରେ ଥାଏ ବେଳ ।

ଦୂର କରେ ସଂପର୍କ ହିଁ କରେଲିଲ ମେଲିଦିତ । ରାତ୍ରାର ଦେଖାଇ ହାଲେ ମୁୟ ଖୁବିଲେ ନିବ । ମେଲିଦିତଙ୍କ ବାହିର ବାହିରେ ଘଟାର ମନ ଫଟି ପାଇବା ଥାରା ଜୟେ ଘୁରୁଶିବ ହେଁ ପଢ଼ିଲି । ଅରମଦାନେ ଲେଖିଲି କୌଣସିକ । ନେ ସକଳେ ଅଜାନ୍ତ ହେଁ ତମେ ତମେ ବାହିରକୋଟି ବିଳିତ । ପାଞ୍ଜାନ ବୃକ୍ଷମେଳ ସମେ ହେଲାମେହେ କଥ କରେ ଦିଲେ ଫେର କରେଲି ।

ଆମାର ହାଜାର ଲୋଡ଼େର କାହାର ବାଟିନାର ଘାସିଲି । ମେଲିଦିତଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ନେଥା କରାଇ ଛନ୍ଦ , ତାର ସମେ ଏକଳର କଥା ବାଲା ଜନେ ତାର କଥାର ଅଧିକ ହାଜାର କାହାର ବାଟିନାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର ।

ମାତ୍ରାର ନା କଥମେ । କୌଣସିକ ଅଭୋଦ ହିଲ ନା ଏବକର ତେବେରାର ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାବୁ ମେବା । ହେଲେଟା ବନ ଏମେ ତାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର । କୁର୍ବତେ ଶାରେନି ହେଲେଟା କେମ ଏମେ ତାର କଥାର ହେଲେଟା ।

'ଡେଟ୍ ଟ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରେ ହେଲେଇର ହାତ ଅନ ହାତ ଗାର୍ଜ , ' ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏହି ବାହିରାର ମାନେ କୁର୍ବତେ ଶାରେନି କୌଣସି । ହତକର ହେଲେ ଏହିକଥିରେ ହିଲ ହେଲେଟାନ ଦିଲେ ।

'କେବଳ କାନେ ବାହେ ନା ? ମେଲିଦିତଙ୍କ ଲିପିନ ଶିଖିଲ କୁର୍ବତେର ମହାତ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀ କରେ ଦୋରାଟା କଥ କର । ଆର ଥି କୌଣସିଲି ପେଇ କୁର୍ବତେର ମାନେ ପାଇଁତେ ଅଭିମାନ , ଲିପିର ପାଞ୍ଜା ଥେବେ ଏକ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ୨୩ କରେଲି , ଏକ ଥାରେକେ ଉଲିମା ପାଞ୍ଜା ଦେବ ।'

ନିର୍ମିତ କରନ୍ତେ ପାରେନି ସେ ଦିଲେ କୌଣସି । ଏକଟା ଝୀକୁନି ଦିଯେ କୌଣସିକ ମେବେ ନିଯୋହିଲ ହେଲେଟା । ତାରପର ବେଳିଲ ,

ଜାମ ଫରେ ଗାନ୍ଧିତା ଥେବେ ଏମେ ଏମେ ଏକ କୁର୍ବତେ କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର ।

ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ , ତିର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର । ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ , ତିର କଥାର କଥାର କଥାର ।

ତେବେରାର କଥାର କଥାର କଥାର ।

ମାତ୍ରାର ନା କଥମେ । କୌଣସିକ ଅଭୋଦ ହିଲ ନା ଏବକର

ତେବେରାର ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାବୁ ମେବା । ହେଲେଟା ବନ ଏମେ ତାର

କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର । କୁର୍ବତେ ଶାରେନି ହେଲେଟା କେମ ଏମେ ତାର କଥାର

ହେଲେଟା ।

'କେବଳ କାନେ ବାହେ ନା ? ମେଲିଦିତଙ୍କ ଲିପିନ ଶିଖିଲ କୁର୍ବତେର

ମହାତ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀ କରେ ଦୋରାଟା କଥ କର । ଆର ଥି କୌଣସିଲି

'କେବଳ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ୨୩ କରେଲି , ଏକ ଥାରେକେ ଉଲିମା ପାଞ୍ଜା ଦେବ ।'

ନିର୍ମିତ କରନ୍ତେ ପାରେନି ସେ ଦିଲେ କୌଣସି । ଏକଟା ଝୀକୁନି ଦିଯେ

କୌଣସିକ ମେବେ ନିଯୋହିଲ ହେଲେଟା । ତାରପର ବେଳିଲ ,

ଜାମ ଫରେ ଗାନ୍ଧିତା ଥେବେ ଏମେ ଏମେ ଏକ କୁର୍ବତେ କଥାର କଥାର ।

ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ , ତିର କଥାର କଥାର କଥାର ।

ତେବେରାର କଥାର କଥାର ।



দেবস্থিতা চিনতে পেরেছে কৌশিককে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন তার মুখে সংশয়, সেটা পরিষ্কার বুকতে প্যারল কৌশিক। দেবস্থিতা ভাবছে কৌশিকের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলা ঠিক হবে কি না! কৌশিক কি তাকে চিনতে পেরেছে, সেটাই এখন দেবস্থিতার সংশয়ের কারণ।

কৌশিক : মে তব পেয়েছিল। শুভার বলেছিল হেলেটো। আবোগাত এক হেবে যাওয়া ঘূর্ণ কৈলেন নে। তাকে দেবস্থিতা আর জান না। হেবে যাওয়া ঘূর্ণ ঘূর্ণ কী আর। যাব হেবে আব আবের সিদ্ধুরিতির নিমিত্ত কেব যাব যাওয়া না। বাটার্টে।

দেবস্থিতা বাছাকী এসে গেছে। এখন মৃৎ তুলেই খেতে পাবে কৌশিককে। কৌশিকের দৃষ্টি একটা একটা মুকুর করে উঠে। সেই আগেকের নিনতেলোর ভাবে। সেবস্থিতাকে সেবেতে পেলোই হলোরে একটা হালকা রক্তক্ষেত্র। সময় বলেছে অব আবের কিংবদন্তীর একধৰণ।

হাত মুলে একবার ঘড়িকে অব্যাহত নিল দেবস্থিতি। দেবি হচে হচে যাওয়ার মিটিতের জন্ম। জোনান অভিনন্দন বাসুন্ধা আবি সম্মের যাওয়ার পুরুষের। যাওয়ার যাওয়ার বরে হলে নিমিত্তেলোন লিপি করান। দেবি হচে হচে, তাৰ জৰা সেৱে বাবে যাবে ঘূর্ণ কৈলেন। না বাগুৰে মিটি আবের অন্য সিল হচে। তাৰ হেবেন ব্যাবেকে দুর্বল, যাওয়ারে দুর্বল তাকে। সে যাওয়ারে মৃৎ কৈ কৈ ঘূর্ণপূর্ণ আস্তোর মাঝ। তা ঘূর্ণে সে দেবস্থিতার সেবে একবার কৈ না-বেলে দেবাশ দেবে প্যারে ন। এই দেব করার পেতে বেলি ঘূর্ণপূর্ণ এই মৃৎতে লিপি হচে হচে প্যারে ন। দেবস্থিতা তাকে না নিমিত্ত পাহলে কিবো দিনতে পেরেও না দেনাৰ তাম কালেম ও মে কৈ বলাহৈ সেবস্থিতার সেবে।

যাব মুলে কৌশিকে একবার তাকল। এবাব তাকে কৌশিকে কিবো দিনতে হচে। তাকলাম। এখন কৌশিকে দেবেতে না প্যারাহাত কৈলেন কৈল নেই। সেবস্থিতা দেবেছে কৌশিককে। তো স্বারূপ প্রথমে, আপৰন আবার তাকল কৌশিকের নিকে।

দেবস্থিতা দিনতে পেরেছে কৌশিককে, তাতে কেবেও স্বেচ্ছে নেই। এখন তাৰ মুখে স্বপ্নে, সেটা প্যারিকার মৃৎতে প্যারল কৌশিক। দেবস্থিতা তাকে কৌশিকের সামে আগ ঘাটিয়ে কৈ কৈ তিঁ হচে হচে কি না। কৌশিক কিংবি তাকে চিনতে পেরেছে, সেটি এখন সেবস্থিতার সংস্কারের কামৰ।

কৌশিকের হাতোঁ। পরিচিতের হাতোঁ। অনেকবিন পুল আপনকৈনো সেবে লেো হচে মনের মুজা পেতে যে হাসিমা দেবিতে মুখে এসে আবা হচে। কৌশিক কলম, কেবল কেবল আছিস হুই ? অনেকবিন পুল !

মৃৎতে সেবস্থিতা মূলৰ সংশোড়ে বেক্টে পেল। একটা কলমে হাসি মৃটে উঠল তাৰ মুল। একল, চিনাপে পেৱেছিস কা হাল !

কৌশিকের মুজা লাগল। যখন স্বেচ্ছার দেবো কৈবল আবোগ ঘোৰা কৈলেন, তখন সেবস্থিতা কৈবল এখন একটা তাব কৈবলিস দেবে সে কৌশিককে চিনতে পাবেছে ন। মৃৎ পুরিতে চলে গৈছিল। এখন সেটা দেবস্থিতার প্রথ কৈবল কৌশিককে।

কৌশিক হাসল, “চিনাত পাব না কেবে। আমি অত সহজে মুলে কাছতো লোক নাই !”

হাসল সেবস্থিতা, “তাও কালো। তুই মূল নাম কৈবলিস, অনেক সভ কাহিস, আবে মাকে কাঙুকে কেৱ হচি নেই। তিঁ-তেও সেবেছি মূঢ়কৈবল। তাই তাকলাম... তুলে না বাতোহাই বা কী আৰে !”

কৌশিক হচে দিবে তাকল দেবস্থিতার নিকে। না সাজ কৈবল না সেবস্থিতি।

আৰ বলাৰ ভলিতে বেলিও বিজতাও নেই। মূল সংলভায়েই আঘাত বলেছে দেবস্থিতা। একজ কৌশিকই দেবেছিল সেবস্থিতা তাকে একীভূত হচে বাবে রাজা নিৰি।

দেবস্থিতা ইতুজৰত কৈবল, ‘কলভাতাত হিলো না আমেৰিনি। তিঁৰে এসে কাগজও সবে মোৰাবোগ নেই।’ পুরোনো পাছাত্তেও আৰ বাই না কৈবলও। কাগজে সেৱ ছীব দেবে মুৰ ইয়ে হচেলো তোকে সবে মোৰাবোগ কৈবল। বৰকৰ কেৱ হচি দেবিতে বসেছিলো তোকে আমি নিমি। বিলু তোকে আমি কী কৈব কুট্টাৰ কৰ বৰুজতে পারিনি। পাছার যাব এৰোপ !’

‘যাই না। কাগজ সামৈ দেবেছেলো আৰিনি আৰ। তা হাজাৰ তোকে আমেৰো আৰা বাবা হচি। বাবা সামৈতে বাঢ়ি কৈবল, আপৰন কৈবলৰ ধৰ পৰ্যাপ্ত। সময় বাবায়ার বৰ আমি নিমিত্তে চলে কেৱেম !’

‘মালিমা কেৱেন আৰে ? তুই কি গড়িভাতে আমিনি ?’

‘যা যাবা গোৱে। ওই গড়িভাতৰ বাটিৰ পাঠি চুকে গৈহে আবেকৈবল। এখন





କୌଣସିକ ତାକାଳ ଛେଲୋଟାର ଦିକେ, ହାତଟା ବାଡ଼ିଯେ ଦିଲ ତାର ଗାଲଟା ଟିପେ ଦେଓୟାର ଜାନ୍ୟ । ଲାଜ୍ଜାୟ ଏକଟୁ ଓଟିରେ ଗେଲ ଛେଲୋଟା, ମାଯେର ପିଛନେ ନିଜେକେ ଆଢ଼ାଳ କରିଲ ।

ଧାତି ସାମାନ୍ୟ ଅକ୍ଷିନିନିଟିତେ । କୁହି ଧାରିଲ କୋଣାର ?

'ଶୁଣ କରିଛେ । ସାମିଥିଙ୍କ ଫେରେ । ଆମର ବରେ ଅକ୍ଷିନିନ ଫୁଟାଇ ।' ଏକଟୁ ଇତ୍ତକୁ କଳ ଦେଖିରିତା ଦେଇ, ତାଙ୍କର ବକଳ, 'ଏକଟିନ ଆମ ନା, ବୋବଦାର ସାରାମିନିହି ତେ ବାଢ଼ି ଆକେ ଆମର ବୟ । ଅଳ୍ପ ହାରେ ଥାଏ ।'

ହାମଳ ଟୈପିକ : ବକଳ, 'ମିଶ୍ଚଟ ଆସିବ ।' ବଳାତେ ବଳାତେଇ ଶୁଭେ ଏହି ନେହାଟେ କହାର କହା । ଦେଖିରିତା ଆମଲେ ଜାଇ ନା ହୋଇବି ଆସୁକ । ଦେଖିରିତା ଡାଇଲେଓ ଟୈପିକ ଚାଇ ନା । କେ ଅଣ ଏକମନ ପୂର୍ବରେ ସମେ ଦେଖିରିତାରେ ଦେଖ ଶୁଣି ହାରେ ମା ମୋଟାଇ । କାରଣ ଆହୀଏ ମିଶ୍ଚଟ ତାର କ୍ରୀତ ପାତମ

ଦେଖିରିତର ହାତ । ଆମରାମ ଶୁଣି ହାର ନା ।

ଛେଲୋଟା ପାଶେ ବୀଡ଼ିରେ ଉପ୍ପୁଳ କରିଛେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରିତି ଏକମନ ହାତୁରେ ସମେ ମା ବୀଡ଼ିରେ ବୀଡ଼ିରେ କରା ବାଲାହେ, ତାର ଭାଲେ ଲାଗିଲା କହା ନର । ଏହି ବୟାମର ବାଜାରା ଚାଇ ଶବ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ପଥ୍ର ବସୁନ୍ତକ । ବ୍ୟାମର ନିଷେହର ମାଧ୍ୟେ କହା ବାଲାରେ ତାମେର ଦୈର୍ଘ୍ୟାବ୍ଦି ହାର । ଛେଲୋଟା ନିମେ ତାକିରେ ଦେଖିଲ ଏକମନ ଟୈପିକ । ପଞ୍ଚମ ସମେ ନିଲ ଆମ ଶୁଣିବା ।

ଟୈପିକ ତାକାଳ ଛେଲୋଟାର ଦିକେ, ହାତଟା ବାଡ଼ିରେ ଦିଲ ତାର ଗାଲଟା ଟିପେ ଦେଖିରା ଅନ୍ୟ । ଲାଜ୍ଜାୟ ଏକଟୁ ଓଟିରେ ଗେଲ ଛେଲୋଟା, ମାଯେର ପିଛନେ ନିଜେକେ ଆଢ଼ାଳ କରିଲ । ତଙ୍କର



ঠোটে ঠোটে ছৌয়ানো। সেই থেকে আঙ্গোষে চুম্বন, দেবস্মিতার বুকের নরম প্রাণ। একটা সময় দেবস্মিতা বলেছিল, ‘আঃ বাবু, লোকে দেখে ফেলবে। ঠিক করে বোস।’ দেবস্মিতা বলল, ‘খুব অসভ্য হয়েছে জনিস। খুব দুরস্ত। সামলাতে পারি না একেবারে। নাম দিয়েছি শাক।’

তুকি যেহেতু কোলিকের লিপে। মুখে অর একটু ধানি। এই ধানির সাথে কোলি শুধিয়ে দেব, তোমাকে আমার পক্ষে হচ্ছে, কিন্তু আমি আবেক্ষণ্য নিশ্চিত করে হোগো সমস কর করতে চাই না।

কোলিক হস্তল, ‘মার শী তোকার’

আমার মারেই নিছনে শুকোল পেটেন্ট। যাকে সাথে বেরে দে এখন কোলিকের সঙে কুকুরের বেলতে চাইছে সুস্বত্ত। দেবস্মিতা বলল, ‘আ, নাকু অসমতা করিন না। তিনি করে গীতা।’

‘আঃ বাবু, অসমতা করিন না।’ কোলো টকাস করে কানে বাজাল কোলিকের। সুজানেরে আগতা ক্ষমতা বাস্ত কোলিকে। এখন বেলতে শুধুমুখি লাড়িতে আছে দুজনে; তার পেছে অর একটু দূরে হিল কেরোলিট। হাতো এখনও আছে, কোলিক বেলত আছে। এ পর্ব দেখাবা কোমি, এক টো মোকাবী পরোক্ষে। ভাল করে পেছে থেকে থেকে এই বাসের শ্বারিয়ি আসবল। ঠোটে ঠোটে কোলো। সেই থেকে আগে চুম্বন, দেবস্মিতা শুকে নম কাণ। একসময় দেবস্মিতা বলেছিল, ‘আঃ বাবু, সেকে দেখে ফেলবে। ঠিক করে বোস।’ দেবস্মিতা বলল, ‘শুব অসপত্তা হয়েছে জনিস। শুব দুরস্ত। সামলাতে পারি না একেবারে। নাম দিয়েছি শক’

হেসেটা লিপে আবিয়ে হাসল কোলিক। হেসেটা ও তিনি মেরে তার পিকে বাসিন্দে মিটিমিটি হাসে। আর কোলিকের মাথার অনুভূতিত হচ্ছে দেবস্মিতার কথাগুলো, ‘শুব অসভ্য হয়েছে। সুরস্ত। সামলাতে পারি না।’

কোলিক প্রাণী দেবকে লিপি। দেবস্মিতা নেমত্বে দেবে কেবল কোলিক দেবস্মিতার বাবা-বাবু। সেই সম্ভবে টুকু করে দেবস্মিতার সঙে দেখে ক্ষমতা এখন কোলিক, তার বাচ্চিত। দেবস্মিতারে বাচ্চিত বাবা এবং আরেক সোনী প্রথ লিপি। ভুবনেশ্বর পুরাণে অনেক বাচ্চিতে এই গো থাবে। ভাজী ভলে লাগত ওই গোটা। এখনকালে গো আরেক গোটা তৈরি হয়। এখনকালে বিস্ময়ে গোটা তৈরি করে দেব।

বসন কর লিপি। শুবু প্রাণীর পুরুজে নিমিত্তিলিপে আকৃতি হাজিল এক অল্পের পাতি। দেবস্মিতাই শুবু শুবু দেবলিক কোলিকের প্রতি। একটা সঙ্গে তারা পরোক্ষে হয়েছিল কোলিক মান্ত্রির মতো। অব্যাহারী কোলো তামের পিঙান। কোলিকের মাঝে লক্ষণ সুন্দরীর সঙে হচ্ছে। আবেক অভিজ্ঞতা তার। এই বচনে এসে দেবস্মিতার অভিজ্ঞতা কর না নিশ্চে। প্রদৰ্শন কোলও নৌকীয়েরে সঙে নির্মাণ করতে হচ্ছে। শুব অনন্তর মাত্বা হয়েছিল বাজারটা। এখন প্রথে দেখে, সেটা হাজে করলে কোলিকে হাসিল পান্তোরা করা। অভিজ্ঞতা তার লিপিস, হোটেলোর অনেক শুভিতে হাস্যান্বিত করে তাকে।

বিহু কোলিকের হাতি পেনে না। তার কানে লেপা আর দেবস্মিতার বাকাটা। তার কানে লেপা আর দেবস্মিতার বাকাটা, অর শুভীরে সেমানে পুরুজে যাওয়ার পর দে-ই প্রসেশন, ‘শুব অসপত্তা হয়েছে সব কথা মনে পাচে বাজে।’ কোলিক অসহায় দেব বলল। পাচে কামে বাস্ত ক্ষমতা হচ্ছে চাইছে। এখনো ইত্যাহুর কথা নয়। সে আবেক অভিজ্ঞতা এখন, সময়েরে নামকরা। একটা মানুষ, তার কাহে এই পরামর্শ পুরুজ হুচুক হচ্ছের কথা।

গোটো পান্তোটে সেলাফেলোর বাজে। ব্যাকেরে মোক নিশ্চে। ক্ষিটিজের জন্ম ডাকে।

দেবস্মিতা লিপে আবিয়ে হচ্ছে ক্ষমতা, ‘শুবু কি এখনে কাজে এসেছিস বেগেন?’ যাচ বাচ্চল কোলিক, ‘একটা মিটিতে পুরুজে হচ্ছে। আবেকটি। এখন করে তাকে ঘুরে দেব।’

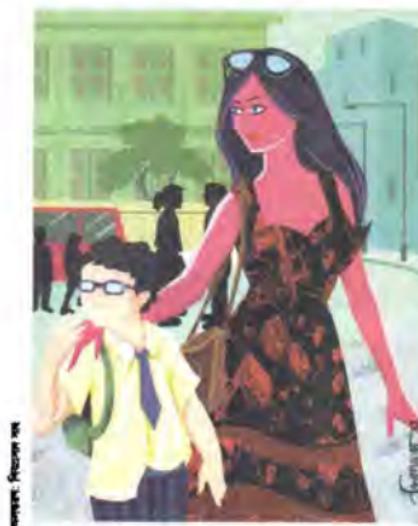
দেবস্মিতা তাজল কোলিকের লিপে। কী একটা বসাতে নিউতে দেবে দেব। কোলিকের কী একটা কাজ বসাতে নিউতে বসান না।

দেবস্মিতা শুবু দেবল, ‘জানি, শুবু শুব বাস আবুত। আমাদের অনেক কাজ পাচে রয়েছে, কে, আর লাঙ্গুল বা না।’

আচ নামুল কোলিক। এই বাচ নামুলের অব্যেই পরশ্পরেরে প্রতি বিলাক্ষণ বেগিত হচ্ছে দেব। তাকেন হোটা তক করল কোলিক, ব্যাকেরে নিশ্চে। আবেক কাজ পাচে রয়েছে তার।

আবেকের শুবু নষ্ট করব আবে হচ্ছে না কেবল।

আব শিম পিতে তাকেরে না কোলিক। নিছনে তাকিয়ে থমি মেখে দেবস্মিতা এনেক তার নিকে তাকিয়ে পাহিতে আছে, তা হচ্ছে তার সব সব সেবু সেলাফেল





মি টা ম

কেমন যাবে এই বছর

১৪১৯ বঙ্গাব্দের রাশিগত বার্ষিক ফলাফল সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

পাঠক-পাঠিকারা মনে রাখবেন রাশিগত ফলাফল কেবলমাত্র জাতক/জাতিকার চেন্দের অবস্থানের ভিত্তিতে লিখিত ফলাফল। স্ট্রিনাটি তথ্য ও নিখুঁত বিচার করতে হলে জাতকের জন্মাচক প্রয়োজন।

১ বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দের প্রহর্ণে বর্ণিত হল



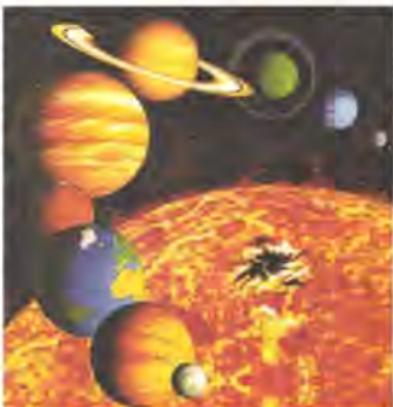
দেবাদৃত শাস্ত্রী

বেদান্তি: বাহুই সঞ্চার, ডাকোটিপিয়ানের নির্মল ঘননা—
নির্মিত একারণে যা যোগ প্রাপ্তির করে। চারিতে নন্দু
গুলপ্তাণ্তি যা পদেরাণ্তি এবং দ্ববসার ক্রমোভাব হবে।
হাতাহাতীরা মনোরোগী মন নষ্ট করে তুলের ক্ষেত্রে সিংচে
হন। বাহুরের প্রথমলিঙ্কে নন্দু প্রেমের ছোঁয়া আনন্দ মিলেও
পরিণতি তাপে মাঝে হাতে পাপের।

**জীবনসন্তোষ সুপারাম্প কাকে আসবে ধীরে তর দাহু
চিজার বিষয় হাতে পাবে। মাণিনিটার সম্মুখৰ
ধৰকে, মাতার শরীর উৎসৱজনন।**

সাকি কালার: মেজল, গোলাপি, হালকা লাল, আকাশি
মীল। সাকি নমুর: ৬, ৬, ৯। সাকি ডে: মঙ্গল, বৃহস্পতি ও
কুরি।





କୃତିଗୀତି: ନାହା ଯାହା ସାଂଗେ କରିବୁବେ ଆପଣଙ୍କ ମହିଳା ଅଧିକାର ଅବଲାଷି ବେଶକରୁ ବେଶକରୁ । କଥା ବେଳେ, ଯାଏ ହାତ ମାଦେ
କେ । ଆଜାମାରେ ପରିବାର ଯାହା ଓ ବାସନାର ଉଚ୍ଚତାମାତ୍ର ହେଉଥିଲା । ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକା ଯା ମାତ୍ର ଯାଏ ଅଭିଭିମନିତି କରୁ,
ହେଲା କରୁ ବେଳେ କରିବାକୁ ବେଶନ ନା । ମୁହଁରା ହେଲେ ଯେତେ ପାରେ । ଶୈଳବନାରୀ ହରାତଳରେ ଲାକ୍ଷଣ୍ୟ, ସଜ୍ଜାନେ
ବସନ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ତୋଳାନ୍ତ ପାରେ । ସମ୍ମରତ ବିଦୀର୍ଘାର୍ଥ କରି, ଦାନା, ଅର୍ପ ଓ କାନ୍ଦାରୁ ହୁବି ପାଇବେ, ଫଳ କରା ଦେବେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗରେ ଯାଏନ୍ତି ।



ପ୍ରକାଶମୂଳ କରିବିଲେ ଏହା ଦୁଃଖ୍ୟାନଙ୍କ ଅର୍ଥିତି ହାଜି ।
ଲାଗି ଆମଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଣା ଏ ପିଲେ । ଲାଗି କିମ୍ବା ୨, ୩, ୪, ୫ ଲାଗି ତେ : ଶୋଇ, ମଜାଲ ଓ ସୁଧାଳାଟି ।
ନିର୍ମାଣକି : ବେଳେର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାପ ବାବୀ ଲାଗି ଆମଙ୍କର ଆମରେ ପରିଵାରକ କମ ହେବି ନା । ଶ୍ରୀମଦ୍ବିଷ୍ଣବମାରେ ନା,
ବେଳେଲାଗି ଚିତ୍କିତ ଓ କରିବାକି ଆମଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କରିବାକି । ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଲାଇବାକି ଆମଙ୍କି ଶୋଇ ବାବକେ ।
ବେଳେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କରିବାକି ହେବେ ଏହା ଏବଂ ବାବକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେବାକି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ । ପରିବାର ଲିଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦିବାକି ବାବକରେ ବେଳେର ହେବେ
ପାରେ ଆମଙ୍କର ନାମ ମାନବକି । ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଏହା ଏହା ଉତ୍ତରିତରେ, ନାନାମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ କମେ କରିବାକି ନାହିଁ । ଏହାକିମନ୍ଦିରରେ ପରିବାର
ଉପରେକ୍ଷଣକି, ପରିବାରରେ କରାଯାଇବା ଏହା ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନିର୍ମାଣକି, କୌଣସି କରିବାକି ଆମଙ୍କର କରାଯାଇବା କାହାରେ ।



কল্পনার চেম্বের: চেম্বের অবস্থান হচ্ছে শপিং শাস্তিভুক্তির প্রদাতা কর্মসূলীর ঘোষণ রয়েছে। প্রতিষ্ঠান অনুমতি কর্মসূলীক ক্ষমতাকে বাধা, কাটে অবস্থাগত বিলুপ্তি, যদের পুর উপর্যুক্তি ছাপ, বার্ষিকভাবে হতাগুলি, বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষমতা হচ্ছে। আরও নিম্নলিখিতের মধ্যে বিজেতা পুর্ণাঙ্গভাবে কর একটি হচ্ছে পার্শ্বে। আর্থিক, বৈজ্ঞানিক, কর্ম ও বাস্তব বিষয়ে পুরে সংস্কৃত হন। বাধারের ফিল্ডের মধ্যে কীনেন্দ্রীয় অসমিষ্টিকা একটি দেখে, স্মরণের বাস্তবে চিহ্ন ধারণে। আরো ধারণে পুর বিষয়ে কৃত হচ্ছে হালের মধ্যে প্রাণের অবস্থা নির্ধারণ। ক্ষমতারিক্ষেত্রে সংস্কৃত হন। প্রতিষ্ঠানের স্থেতে সামগ্র্যেন, মৌলিক এলাকারে দে সর্ববৃত্ত নেই,

प्रेमानन्द शर्मा।

आदि वर्षकालीन अवस्था

Digitized by S. J. S.



ଶ୍ରୀମତୀ କାଳା-ଶିଳ୍ପ ଯୋଗାଳି ଥିଲୁଗା

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com



ଲୋକି ଅନ୍ତର୍ମାର୍ଥ : ଜୀବ, ଦୁଃଖ, ଜାଗତା, କମଳା ।

କାନ୍ତି ମହାରା : ୫,୯,୮।

ଲେଖକ: ଯଜମାନ, ଶ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ।



ଧୂମରାଶି: ମୁହଁ କେନେତେ ଯୋଗାଦ୍ୟେ ଉପର୍ଯ୍ୟାମ ହେଲା ପାରେ । ଆଖିରେ ବସନ୍ତର ମୁଣ୍ଡଳାର ଧୂମରାଶି ଓ ମର୍ଦ୍ଦରୁକ୍ତି ମୁଣ୍ଡଳିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲିଖିଥିଲା ମେରା ମର୍ଦ୍ଦର ଅନୁଭବ କରେ । ଧୂମରାଶି ଶରୀରର ରାତି ହେଲା ବିନା । ମୁଣ୍ଡଳାର ଧୂମରାଶି ମର୍ଦ୍ଦରୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦର ପାରେ । ବସନ୍ତରେ ପିତାର ମର୍ଦ୍ଦର ମୁଣ୍ଡଳା ଯୋଗାଦ୍ୟେ ଆଶି ମୁଣ୍ଡଳା ଯୋଗାଦ୍ୟେ କାହାରେ ପାରେ ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦର ପାରେ । ଅନୁଭବ କରେ ତେବେ ମର୍ଦ୍ଦର ଧୂମରାଶି ବ୍ୟାପାରର ବିଷୟରେ ଆଜିମହିନେ ମୁଣ୍ଡଳାର ଧୂମରାଶି ହେଲା ଶରୀର, ମର୍ଦ୍ଦରୁକ୍ତି ପ୍ରାଚୀନତା

विजयनगर |

लाल क नवाज़ारे हल्म, १

संस्कृतः १, २, ३।



ପାଇଁ ଅଭିନାଶ କରିବାକୁ ପାଞ୍ଚମୀ ଦେଖାଯାଇଛା ।



ନାହିଁନ କୁଣ୍ଡଳ ପାଇଁନ କାନ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲାମ ହାତେ ଦାଖିଲା ।



বাণিজ কলাম: অক্ষয় নালা, দালান নালা, পেটোপাল, বালো। লাইক নম্বর: ৫, ১, ৮। প্রতি দফ্তে: মোস্ট, সুন ও প্রায়।

পার্কের প্রতীকৃত কলাতত্ত্ব কার্যক্রম এবং আনন্দ নির্ধারিত হচ্ছে। এই মোহনীয় অসমো স

শুভ নববর্ষ
পয়লা বৈশাখ ১৪১৯



বেঙ্গল পিয়ারলেস
হাউসিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

মঙ্গলদীপ বিল্ডিং, ৬/ ১এ ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

শুভ
নববর্ষ
১৪১৯

সুখে থাক **বাংলি**

সাথে সারা **বাংলা**

নতুন বছরে

বাংলা ও

বাংলি কে

জানাই শুভেচ্ছা



Head Office

Nigam Centre, Gr. Floor, 155 Lenin Sarani, Kol- 13
Tel No. 033 4016 0700, 033 4023 6700

Toll Free 1800 1021 241